Year 10 | Issue 30
22 - 28 SEPTEMBER 2023

বর্ষ ১০ | সংখ্যা ৩০
০৭ আশ্বি ১৪৩০
০৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

কেবিনেট সভায় সিদ্ধান্ত নিলেন মেয়র লৎফুর

বন্ধ রাস্তা খুলছে

- ওল্ড বেথনাল গ্রীন রোড, কলম্বিয়া রোড, আর্নল্ড সার্কাস এবং ব্রিক লেনের বন্ধ রাস্তা খুলে দেওয়া হবে, বর্তমান অবস্থায় বন্ধ থাকবে ওয়াপিং বাস গেট, ক্যানরোবার্ট স্ট্রিট
- ৩৩টি স্কুলের রাস্তা, কিছু পায়ে হাঁটার পথ ও সাইকেলিং রুট আগের মত বন্ধ থাকবে
- সক্রিয় চলাফেরা এবং পরিবেশগত উন্নতিতে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩: টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র জন বিগসের সময়কালে বারার বিভিন্ন এলাকায় লিভ-এভল স্ট্রিট প্রকল্পের আওতায় বন্ধ করে দেওয়া রাস্তাগুলোর অধিকাংশই খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বর্তমান নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান। ২০ সেপ্টেম্বর কাউন্সিলের কেভিনেট সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া রাস্তাগুলো খুলে দেওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক হবে শুনতে পেরে বুধবার কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কেবিন সভায় ছুটে আসেন এবং মেয়রের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সভায় জানানো হয়, কাউন্সিল বায়ুর গুণমান উন্নত করার ব্যবস্থাদিতে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করবে, যার মধ্যে থাকবে পাবলিক স্পেসগুলোকে উন্নত করার জন্য আরও অবকাঠামো তৈরি করা এবং লোকজনকে হাঁটা এবং সাইকেল চালাতে উৎসাহিত করা এবং আরও গাছ লাগানো।

অধিকতর সর্বজনীনভাবে সমর্থিত নতুন প্রকল্পগুলোতে কাউন্সিল বাসিন্দাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। লন্ডনের বাকি অংশের মতো, লিভেবল স্ট্রিট হিসেবে পরিচিত রোড ক্লোজারের উদ্যোগ বিতর্কিত প্রমাণিত হয়েছে, যা বাসিন্দাদের একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। সর্বশেষ কনসালটেশন অর্থাৎ গণপরামর্শের ফলাফলে দেখা গেছে যে, এলটিএন-এর আওতাধীন এলাকায় টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের প্রায় ৪১.৭% অপসারণের পক্ষে এবং ৫৭.৩% এগুলোকে বহাল রাখতে চায়।

জরুরী এবং কিছু কাউন্সিল সার্ভিস এই রোড ক্লোজার সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিধিনিষেধগুলো সম্পর্কে বিভক্ত অভিমত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসেস্ রাস্তা বন্ধের কঠোর বিরোধিতা করে আসছে।

বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর কাউন্সিলের কেবিনেট সভায় মেয়র লুৎফুর রহমান টাওয়ার হ্যামলেটসের কলম্বিয়া রোড, আর্নলড সার্কাস এবং বেথনাল গ্রিন এলাকার বন্ধ রাস্তাগুলো খুলে

পৃষ্ঠা ১৯

আসছে হাড় এবং দাঁতের এক্সরে করার বিধান

কম বয়স দেখিয়ে এসাইলাম আবেদনের পথ বন্ধ হচ্ছে

পৃষ্ঠা ১৯

ইউকে ভিসা ফি বাড়ছে

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর: দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ানো আর পড়াশোনার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্তের বহু মানুষ যুক্তরাজ্যে যান। এখন থেকে যারা দেশটিতে যাবেন তাদের ভিসার জন্য বাড়তি অর্থ গুনতে হবে।

বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ভিসা ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। বর্ধিত এই ফি কার্যকর হবে আগামী ৪ অক্টোবর থেকে।

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট

পৃষ্ঠা ১৯

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:
ria Money Transfer
Any Bank Payout · সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited · পুবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED · AB Bank · Trust Bank · bKash
020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransferuk
Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

স্কুলে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ স্কিম চালু করলেন মেয়র লুৎফুর

৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ : সুবিধা ভোগ করবে ৩৮ হাজার শিক্ষার্থী

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্কুলে খাবার সরবরাহের এক অনন্য কর্মসূচি চালু করেছে। ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রথম কাউন্সিল হিসাবে সেকেন্ডারি স্কুল পর্যায়ে এই স্কিম চালু করলো টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল।

স্কিমটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা উপলক্ষে গত ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলের উর্ধতন শিক্ষা কর্মকর্তারা লাঞ্চের সময় উপস্থিত ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় মেয়র ও ডেপুটি মেয়র লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করেন এবং শিশুদের সাথে বসে লাঞ্চ সারেন।

উল্লেখ্য, লন্ডনের মেয়র যেখানে লন্ডনের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য এক বছরের জন্য বিনামূল্যে স্কুলের খাবারের ব্যবস্থা করছেন, সেখানে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বারার সবগুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে স্কুলে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করে আরও এগিয়ে গেলো।

কাউন্সিল ২০১৪ সাল থেকে বারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে বিনামূল্যে স্কুলের খাবারের জন্য অর্থায়ন করেছে। মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে ফ্রি মিলস্ স্কিমটি সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে স্কুলগুলির নিজস্ব প্রস্তুতির ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে চালু করা হচ্ছে, যাতে প্রতিটি স্কুল তাদের নিজস্ব অবকাঠামোগত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

এই স্কিম বাস্তবায়নে কাউন্সিল প্রয়োজনীয় নতুন সরঞ্জাম ক্রয় এবং তা স্থাপন করার জন্য স্কুলগুলোতে ৭ লাখ ২২ হাজার পাউন্ড অগ্রিম বিনিয়োগ করেছে।

২০২৪ এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে, টাওয়ার হ্যামলেটসের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৮,০০০ ছাত্র-ছাত্রী তাদের পরিবারের আয় নির্বিশেষে বিনামূল্যে স্কুলের খাবার পাবে। গোটা দেশের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক কমবয়সীদের বাস এই টাওয়ার হ্যামলেটসে এবং এই তহবিল তরুণদের জীবন সম্ভাবনাকে উন্নত করার জন্য কাউন্সিলের প্রচেষ্টার অংশ। টাওয়ার হ্যামলেটসের ৪৭.৫% শিশু দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, যা গোটা যুক্তরাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ হার। তাই, স্কুলে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহের এই প্রকল্পটি জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকটের চলমান সময়ে অত্যাবশ্যক সহায়তা প্রদান করছে, এবং এর ফলে পরিবারগুলির প্রতি বছরে গড়ে ৫৫০ পাউন্ড বাঁচিয়েছে। এই হিসাবে যে পরিবারে তিনটি শিশু রয়েছে, তারা বছরে ১৬৫০ পাউন্ড পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবে।

স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং আচরণ এবং একাডেমিক কৃতিত্বগুলিকে উন্নত করতে ভূমিকা রাখে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রায় অর্ধেক শিশু অতিরিক্ত ওজন নিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, এই স্কিমটি ছেলেমেয়েদের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং একটি স্বাস্থ্যকর বারা গড়ে তোলার কাউন্সিলের অব্যাহত প্রচেষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

বারার সকল প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইউনিভার্সেল ফ্রি স্কুল মিলস্ অর্থাৎ পারিবারিক আয় নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করতে কাউন্সিলের ২০২৩/২৪ অর্থবছরের বাজেটে ৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ডের তহবিল বরাদ্দ রাখা হয়।

এই তহবিল বারার কম বয়সীদের কল্যানে কাউন্সিলের ব্যাপক বিনিয়োগের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে: ইয়ুথ সার্ভিস অর্থাৎ কিশোর তরুণ বয়সীদের উপযোগী পরিষেবা নিশ্চিত করতে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ। শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় বার্সারি পুনরায় চালু করতে ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ। বিশেষ শিক্ষাগত এবং অতিরিক্ত চাহিদাযুক্ত শিশুদের (এসইএন্ডডি বা সেন্ড) জন্য ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড (পাঠান) ইউনিভার্সেল ফ্রি স্কুল মিলস্ স্কিম চালু প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, আমি অবিশ্বাস্যভাবে গর্বিত যে টাওয়ার হ্যামলেটস গোটা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে স্কুলের খাবার সরবরাহ করেছে। আমি প্রাইমারী স্কুলে ফ্রি খাবার সরবরাহের জন্য মেয়র অব লন্ডন-এর এক বছরের তহবিলকে স্বাগত জানাই। তবে আমি আশা করি, টাওয়ার হ্যামলেটস সারা দেশেকে এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে ফ্রি স্কুল মিলস স্কিমে স্থায়ীভাবে অর্থায়ন করা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও এটি সম্প্রসারিত করা সম্ভব।

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, এই বারার পরিবারগুলোর জন্য এই স্কিমটি অত্যাবশ্যক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, সেইসাথে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাগত সুফল নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখছে। এই গ্রাউন্ড ব্রেকিং স্কিমটি চালু করার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করায় বারার সেকেন্ডারি স্কুলগুলোকে মেয়র ধন্যবাদ জানান।

ডেপুটি মেয়র, এবং কেবিনেট মেম্বার ফর এডুকেশন, ইয়ুথ এন্ড লাইফলং লার্নিং, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেছেন, আজ টাওয়ার হ্যামলেটস-এর জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত, কারণ আমরাই দেশের মধ্যে প্রথম কাউন্সিল যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ফ্রি খাবার সরবরাহ স্কিম চালু করলাম। ইউনিভার্সেল ফ্রি স্কুল মিলস অফার করার কারণে পরিবারগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রভাবগুলিকে কিছুটা লাঘব করে এবং যারা আর্থিকভাবে সংগ্রাম করছে ও সামাজিক নিরাপত্তা-বলয়ের বাইরে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে তাদেরকে এটি সহায়তা করছে।

ডেপুটি মেয়র আরো বলেন, আমি আগামী মাসগুলিতে প্রকল্পটি মূল্যায়ন করার জন্য এবং বিনামূল্যে স্কুলের খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা দেখার অপেক্ষায় আছি। সোয়ানলি স্কুলে হেডটিচার ব্রান্ডা ল্যান্ডার্স অনুকরণীয় এই স্কিমটি চালু করায় কাউন্সিলকে বিশেষ করে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, স্কুলের সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ তাদের স্বাস্থ্য ও শেখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হিজাব পরা নারীদের সম্মানে বিশ্বের 'প্রথম' ভাস্কর্য যুক্তরাজ্যে

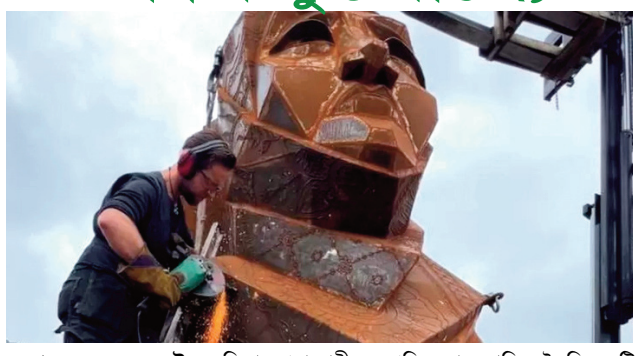

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর: হিজাব পরা নারীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তৈরি একটি ভাস্কর্য উন্মোচন হতে চলেছে যুক্তরাজ্যে। ধারণা করা হচ্ছে, এ ধরনের ভাস্কর্য বিশ্বে এটিই প্রথম।

বিবিসি জানিয়েছে, 'স্ট্রেংথ অব দ্য হিজাব' (হিজাবের শক্তি) নামের ভাস্কর্যটি নকশা করেছেন লিউক পেরি নামে এক ভাস্কর। এটি আগামী অক্টোবর মাসে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের স্মেথউইক এলাকায় স্থাপন করা হবে। হিজাব পরিহিত নারীর অবয়বে বিশ্বে এর আগে আর কোনো ভাস্কর্য তৈরি হয়নি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভাস্কর্যটির উচ্চতা পাঁচ মিটার (১৬ ফুট) এবং ওজন প্রায় এক টন। এর নির্মাণকাজ পরিচালনা করছে লিগ্যাসি ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস নামে একটি নিবন্ধিত দাতব্য সংস্থা। লিউক পেরির কথায়, 'স্ট্রেংথ অব দ্য হিজাব' হলো এমন একটি ভাস্কর্য, যা হিজাব পরিধানকারী নারীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

পেরি এর আগে যৌথভাবে 'ব্ল্যাক ব্রিটিশ হিস্ট্রি ইজ ব্রিটিশ হিস্ট্রি' নামে একটি ভাস্কর্যের নকশা করেছিলেন, যেটি গত মে মাসে উইনসন গ্রিনে স্থাপন করা হয়েছে। তবে লিউক স্বীকার করেছেন, তার নতুন ভাস্কর্যটি 'বিতর্কিত' হতে পারে।

তিনি বলেন, এটি বিভিন্ন কারণে বিতর্কিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমার মনে হয় না তাদের মধ্যে কোনোটি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু লোকেরা তা ভাবে। এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে, তাতে আপত্তি করে এবং চায়, তারা আরও বিভক্ত হোক।

'কিন্তু আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ হলো সেটাই, যা আমাদের একত্রিত করে, যা আমাদের আলাদা করে তা নয়। এ কারণেই যুক্তরাজ্যজুড়ে বসবাসকারী প্রত্যেকের প্রতিনিধিত্ব করা জরুরি।' সূত্র : জাগোনিউজ

ইউকে পুলিশে শুদ্ধি অভিযান

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর: নৈতিক স্খলনের অভিযোগের মুখে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সহস্রাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কাউকে সাময়িক বহিষ্কার, আবার কাউকে অনিয়মিত দায়িত্বে বদলি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের উপসহকারী কমিশনার স্টুয়ার্ট কান্ডি এ তথ্য জানিয়েছেন।

সেখানকার পুলিশ বাহিনীতে শুদ্ধি অভিযানের অংশ হিসেবে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে সেখানকার পুলিশের বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনজনিত অনেক অভিযোগ চাউর হতে থাকে।

এর মধ্যে এক কিশোরীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের পর হত্যার মতো অভিযোগও রয়েছে এক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। সূত্র: বিবিসি

প্রিন্সেস ডায়ানার সোয়েটার ১১ লাখ ডলারে বিক্রি

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর: প্রয়াত সাবেক ব্রিটিশ প্রিন্সেস ডায়ানার ব্যবহৃত একটি সোয়েটার নিলামে ১১ লাখ মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যে বিক্রি হয়েছে। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় আগে ডায়ানা এই সোয়েটারটি প্রথম পরিধান করেছিলেন।

বশ্য নিলামে কে এই সোয়েটারটি কিনে নিয়েছেন, তার নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। গত শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদেনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রিন্সেস ডায়ানার পরিধান করা একটি সোয়েটার নিউইয়র্কের সোথেবি'স এর নিলামে ১১ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়ে গেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি ৬২ লাখ টাকা।

নিলামে বিক্রি হওয়া ডায়ানার এই সোয়েটারকে 'ব্ল্যাক শিপ' সোয়েটার বলা হয়ে থাকে। এই সোয়েটারে সারি সারি সাদা ভেড়ার মধ্যে সামনের দিকে একটি কালো ভেড়া রয়েছে। গত ৩১ আগস্ট এই নিলামের বিডিং শুরু হয় এবং নিলামের চূড়ান্ত মিনিটের আগ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দাম ২ লাখ ডলারের নিচেই ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সোয়েটারটি ১১ লাখ ডলারেরও বেশি দামে বিক্রি হয়। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সোথেবি'স অবশ্য এই 'ভেড়া জাম্পার' ৫০ হাজার ডলার থেকে ৮০ হাজার ডলারের মধ্যে বিক্রি হতে পারে বলে অনুমান করেছিল। এছাড়া বিজয়ী দরদাতার পরিচয়ও প্রকাশ করেনি এই প্রতিষ্ঠান।

বিবিসি বলছে, নিটওয়্যারের সাধারণ এই টুকরোটি চলতি বছরের মার্চ মাসে একটি চিলেকোঠায় সন্ধান পাওয়া যায়। আর এটিই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডায়ানার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বস্তুর নিলামে বিক্রি হওয়া দামের চেয়ে শেষ পর্যন্ত বেশি দামেই বিক্রি হয়েছে।

এর আগে গত বছরের আগস্টে প্রিন্সেস ডায়নার ব্যবহৃত একটি গাড়ি বিক্রি হয় ৮ লাখ ৬ হাজার ডলারে। ব্রিটেনের প্রিন্সেস অব ওয়েলস সেই গাড়িটি ৩ বছর ব্যবহার করেছিলেন। শপিং, রেস্তোরাঁয় প্রায়ই তাকে কালো রংয়ের ফোর্ড এসকর্ট সেই গাড়িটিতে দেখা যেত।

এর আগে ২০২১ সালের জুনে প্রিন্সেস ডায়নার ব্যবহৃত আরেকটি ফোর্ড এসকর্ট নিলামে বিক্রি হয়। সেসময় নিলামে ওই গাড়ির দর উঠেছিল ৫২ হাজার পাউন্ড।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট প্যারিসের একটি টানেলে রহস্যজনক ভাবে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান বিশ্বের অন্যতম সেরা সুন্দরী প্রিন্সেস ডায়ানা। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৩৬ বছর। মৃত্যুর ২৬ বছর পরও মানুষ তাকে মনে রেখেছে। সূত্র : ঢাকাপোস্ট

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

دوبيت

DUBAYT

Dubai

Property Show

BUY A PROPERTY IN DUBAI

+971521042068

LONDON

NOVOTEL HOTEL EXCEL
ROYAL VICTORIA DOCK, E16 1AA
8TH OF OCT | 9AM-7PM

BIRMINGHAM

PARK REGIS HOTEL
160 BROAD STREET B15 1DT
14TH-15TH OF OCT | 9AM-7PM

www.dubayt.com

শীর্ষ সন্ত্রাসীকে এলোপাতাড়ি গুলি, পথচারীসহ আহত ২

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' তারিক সাঈদ মামুনের প্রাইভেট কার লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী গুলিবিদ্ধ এবং এক পথচারী আহত হয়েছেন। আর সন্ত্রাসী মামুনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে দুর্বৃত্তরা। কুপিয়ে ও গুলি করে আহত করার ঘটনায় আরেক 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' সানজিদুল ইসলাম ইমনের নাম সামনে এসেছে। সন্ত্রাসী ইমনের হুমকির পরই সোমবার দিবাগত রাতে এ গুলির ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখান থেকে আহত পথচারী আরিফুল প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরেছেন।

মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অ্যাডভোকেট ভুবন চন্দ্র শীলকে রাজধানীর ধানমন্ডির পপুলার মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। আর 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' মামুনকে তার পরিবার রাতেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। তিনি চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরী হত্যা মামলা এবং সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদের ভাই শহীদ সাঈদ আহমেদ টিপু হত্যা মামলার আসামি। গতকাল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তেজগাঁও বিজি প্রেস এলাকায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। গুলিতে দুই পথচারী আহত হয়েছেন। এ ছাড়া শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুনকে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সোহেল চৌধুরী হত্যা মামলার আসামি সন্ত্রাসী মামুন। মগবাজার পিয়াসা বার

থেকে ফেরার পথে তার মাইক্রোবাসে হামলা করা হয়। মামুন ২০ বছর জেল খেটে বের হয়েছেন। সন্ত্রাসী ইমন জেলে থাকাকালে মামুনকে হুমকি দিয়েছিলেন। ইমনের লোকজন মামুনের ওপর হামলা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। বিস্তারিত তদন্ত হচ্ছে।

এদিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজহারুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরাই মামলা করবেন। পরে বিস্তারিত জানানো যাবে।

ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) এইচএম আজিমুল হক জানান, এ ঘটনায় বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। আমরা তদন্তের পাশাপাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছি। এর আগে সোমবার রাত ১০টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের সিটি পেট্রলপাম্প ও বিজি প্রেসের মাঝামাঝি এলাকার মূল সড়কে এ গুলির ঘটনা ঘটে। এতে মোটরসাইকেল আরোহী অ্যাডভোকেট ভুবন চন্দ্র শীল গুলিবিদ্ধ হন এবং পথচারী আরিফুল হক দুর্বৃত্তদের কোপে আহত হন। আর শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুনকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ভুবন চন্দ্র শীলের মাথায় গুলি লেগেছে। আহত অ্যাডভোকেট ভুবন চন্দ্র শীলের স্বজন জয়শ্রী রানী জানান, ভুবন চন্দ্র শীলের বাড়ি নোয়াখালীর মাইজদিতে। বর্তমানে মতিঝিলের আরামবাগে একটি মেসে থাকেন। তার পরিবার গ্রামের বাড়িতে থাকে। তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ধানমন্ডির পপুলার হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। পুলিশ জানায়, হামলাকারীরা চারটি মোটরসাইকেলে এসে মামুনকে বহনকারী প্রাইভেটকার লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে এক মোটরসাইকেল আরোহী ও একজন পথচারী আহত হন। মামুন প্রাইভেটকার থেকে বের হয়ে পালানোর চেষ্টার সময় তাকে কুপিয়ে আহত করা হয়। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমন ও মামুন এক সময় ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর ও তেজগাঁও এলাকার আতঙ্ক ছিল। তাদের গড়ে তোলা বাহিনীর নাম ছিল 'ইমন-মামুন' বাহিনী। তারা দুজনই চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরী হত্যা মামলার আসামি। ইমন কারাগারে থাকলেও সম্প্রতি মামুন জামিনে বের হন। কারাগারে থাকা অবস্থাতেই দুজনের বিরোধ দেখা দেয়। ওই বিরোধের জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে ধারণা মামুনের। ঘটনার দিন মগবাজার এলাকার পিয়াসা বার থেকে বের হয়ে মামুন, খোকন ও মিঠু প্রাইভেটকারে শুক্রাবাদের বাসায় যাচ্ছিলেন। তেজগাঁও ঘটনাস্থলে চারটি মোটরসাইকেলে ৭-৮ জন সন্ত্রাসী মামুনকে লক্ষ্য করে গুলি করে। দ্রুত প্রাইভেটকার থেকে মামুন, খোকন ও মিঠু নেমে পড়েন। এ সময় সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মামুনের পিঠে, ঘাড়ে ও বাম হাতে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আশপাশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করে।

তিন মাসে বেড়েছে ৩৩৬২ কোটিপতি

কোটি টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ১ লাখ ১৩ হাজার

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : দেশের ব্যাংকগুলোতে কোটি টাকার বেশি জমা রয়েছে, এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের (হিসাব) সংখ্যা এখন ১ লাখ ১৩ হাজার। এসব অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে দেশের ব্যাংক খাতের মোট আমানতের ৪৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে কোটিপতি অ্যাকাউন্টধারীর এই সংখ্যা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, চলতি বছর মার্চ প্রান্তিকে আমানতকারীদের মোট অ্যাকাউন্ট ছিল ১৪ কোটি ১১ লাখ ৩৭ হাজার ২৫৬টি। তাতে মোট জমা ছিল ১৬ লাখ ১৩ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা। ১ কোটি টাকার বেশি আমানতের অ্যাকাউন্ট সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ১৯২টি। এ হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট বেড়েছে ৩ হাজার ৩৬২টি আর এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৫ হাজার ৯৭টি।

২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ১ কোটি এক টাকা থেকে ৫ কোটি টাকার আমানতকারীর অ্যাকাউন্ট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৯ হাজার ৭৭২টি। এসব অ্যাকাউন্টে জমা ছিল ১ লাখ ৮৬ হাজার ৭০৮ কোটি টাকা। ৫ কোটি থেকে ১০ কোটির ১২ হাজার ২৪৫টি অ্যাকাউন্টে জমা ছিল ৮৬ হাজার ৬৩১ কোটি টাকা। এ ছাড়া ১০ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট সংখ্যা রয়েছে ৪ হাজার ৮১টি, ১৫ থেকে ২০ কোটির মধ্যে ১ হাজার ৮৬৫টি, ২০ থেকে ২৫ কোটির মধ্যে ১ হাজার ২৭৬টি, ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটির মধ্যে রয়েছে ৯০৯টি আমানতকারীর অ্যাকাউন্ট। ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫০৭টি এবং ৩৫ কোটি থেকে ৪০ কোটির মধ্যে রয়েছে ৩৫৩টি, ৪০ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকার হিসাব সংখ্যা ৭২২টি। এ ছাড়াও ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত রাখা অ্যাকাউন্ট সংখ্যা ১ হাজার ৮২৪টি। ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৫৯ লাখ ৭৩ হাজার ১৯২টি। যেখানে জমা ছিল ১৬ লাখ ৮৭ হাজার ২৪ কোটি টাকা। এসব অ্যাকাউন্টের মধ্যে ১ কোটি টাকার বেশি টাকা জমা রয়েছে এমন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা রয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৫৪টি। এসব অ্যাকাউন্টে জমা ছিল ৭ লাখ ৩১ হাজার ১৩৩ কোটি টাকা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিন মাস আগে চলতি বছরের মার্চ প্রান্তিকে আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ১১ লাখ ৩৭ হাজার ২৫৬টি। জমা ছিল ১৬ লাখ ১৩ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ কোটি টাকার বেশি আমানতের অ্যাকাউন্ট সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ১৯২টি। এ হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট বেড়েছে ৩ হাজার ৩৬২টি আর এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৫ হাজার ৯৭টি। এক বছর আগেও ২০২২ সালের জুনে কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট ছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৪৫৭টি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল মাত্র পাঁচটি। তিন বছরের ব্যবধানে কোটিপতি অ্যাকাউন্ট বেড়ে ৪৭টি হয়। ১৯৮০ সালে হয় ৯৮টি। ১৯৯০ সালে ৯৪৩টি, ১৯৯৬ সালে ২ হাজার ৫৯৪টি, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২টি। ২০০৬ সালে ৮ হাজার ৮৮৭টি। ২০০৮ সালে বেড়ে ১৯ হাজার ১৫৬৩টি হয়। ১২ বছরের ব্যবধানে ২০২০ সালে কোটিপতি অ্যাকাউন্ট একলাফে ৯৩ হাজার ৮৯০টিতে পৌঁছায়। ২০২১ সালে অতিক্রম করে লাখের ঘর। কোটিপতি অ্যাকাউন্টের সংখ্যা হয় ১ লাখ ১ হাজার ৯৭৬টি। আর গত বছরের ডিসেম্বরে ছিল ১ লাখ ৯ হাজার ৯৪৬টি।

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
W 30-35

BARRISTER AHMED A MALIK

ARE YOU WORRIED ABOUT YOUR COURT CASE? LOOK NO FURTHER
Barrister Malik is an expert Court advocate, who will advise and represent you vigorously to achieve the best result in your complex legal matters.
He has over 30 years of experience, is very friendly, reliable and will give you the most appropriate and professional advice at affordable fee.

He and his colleagues are ready to help you in all types of cases, particularly in the following areas:
CIVIL LITIGATION (all types)
PROPERTY, FAMILY/CHILDREN
BUSINESS DISPUTES
IMMIGRATION (any difficult case)

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক ও তাঁর সহকর্মীরা সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার সবধরনের আইনী উপদেশ, বিশেষ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কোর্ট কেইসে (যেকোনো কোর্ট) সাহায্য করতে পারেন। তাঁদের ফি অত্যন্ত রিজোনেবল।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS
Direct Access Barristers
Tel: 020 7247 8458 Mob: 0771 347 1905
E: info@westminsterchambers.co.uk

City:
5 Chancery Lane,
London
WC2A 1LG

Whitechapel:
First floor,
214 Whitechapel Road
London E1 1BJ

Leytonstone:
Church Lane Chambers, 11-12 Church Lane,
London E11 1HG (near Leytonstone station)

www.westminsterchambers.com

এনএইচএস-এ আপনার চাকরি খুঁজে নিন

অসাধারণ সুযোগ-সুবিধাসহ সত্যিকারের অর্থপুর্ণ একটি পেশা শুরু করতে এনএইচএস-এ যোগ দিন এবং সমাজে সেই সব পরিবর্তন আনুন, যা আপনি দেখতে চান।

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) একটি দারুণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারা আপনাকে তাদের প্রেরণাদায়ী দলের একজন সদস্য হওয়ার এবং একটি দারুণ ক্যারিয়ার শুরু করার দুর্দান্ত সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। ৩৫০ টিরও বেশি বিভিন্ন ধরনের চাকরি, ইউকে সরকারের বেতন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি এবং সেরা পেনশন পরিকল্পনার মতো অফারের মধ্য দিয়ে এনএইচএস আপনাকে প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনে সত্যিকারের পরিবর্তন আনার সুযোগ করে দিচ্ছে। এনএইচএস বর্তমানে এন্ট্রি লেভেলের স্বাস্থ্যকর্মী, ডিগ্রি লেভেল নার্সিং, অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনালসহ এ ধরনের অনেক চাকরিতে পুরো ইংল্যান্ডজুড়ে নিয়োগ করছে। আপনার জন্য যথোপযুক্ত কাজটি খুঁজে পেতে, এনএইচএস এর 'হেলথ ক্যারিয়ারস' (www.healthcareers.nhs.uk) ওয়েবসাইট ভিজিট করুন এবং আরও তথ্যের জন্য সাইন আপ করুন।

ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এনএইচএস ৩৫০ টিরও বেশি বৈচিত্রময়, মূল্যবান ও রিওয়ার্ডিং চাকরি দিচ্ছে। আপনার যেকোনো দক্ষতা, সম্ভাবনা, যোগ্যতা বা আগ্রহ থাকলে, এনএইচএস-এ আপনার জন্য সুযোগ রয়েছে।

আপনি সরাসরি রোগীদের সাথে, হাসপাতালে, অ্যাম্বুলেন্স ট্রাস্টে বা কমিউনিটিতে কাজ করতে পারেন এবং আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন, বিশেষজ্ঞ হতে পারেন বা বহু শাখার একটি অনন্য দলের অংশ হতে পারেন।

এনএইচএস-এ ব্যাপক সুবিধা পাওয়া যায়। কারো জীবনে সত্যিকারের কোনো পরিবর্তন আনার অনুভূতির পাশাপাশি, এটি ভাল বেতন, ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার জন্য সাহায্য দিয়ে থাকে এনএইচএস।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একজন নতুন এবং যোগ্য নার্স হন, তাহলে আপনি সর্বনিম্ন ২৮,৪০৭ পাউন্ড বেতন পাবেন ব্যান্ড ৫ এ। আপনি প্রতি বছর আপনার পড়াশোনার খরচের জন্য ৮,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে একটি নতুন অনুদান পাওয়া যাচ্ছে, যেটি পরিশোধ করতে হবে না। নার্সিং অথবা মিডওয়াইফারি পড়াশোনার জন্য প্রতি বছর ৫,০০০ পাউন্ড এবং অন্যান্য উপযোগী শিক্ষার্থীর জন্য প্রতি বছর আরও ৩,০০০ পাউন্ডের অনুদান রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক কর্মীরা প্রাথমিক বেতন হিসেবে ২২,৩৮৩ পাউন্ড পান। অন-কল বা ওভার টাইম কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের সুযোগও থাকতে পারে।

আপনি ইউকের সবচেয়ে ভাল পেনশন স্কিমগুলির মধ্যে একটি পাবেন এবং আপনার চাকরিদাতা আপনার পেনশন খরচে সাহায্য করতে আপনার বেতনে ২০.৬% অতিরিক্ত প্রদান করবেন।

কেবল চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েই আপনি বড় কিছু অর্জন করতে পারবেন

Nina Jaspal

৩০ বছর বয়সী নিনা জাসপাল একজন কাইজেন-প্রোমোশন অফিস স্পেশালিস্ট এবং ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল কভেন্ট্রি এবং ওয়ারউইকশায়ার এনএইচএস ট্রাস্টের সাবেক কার্ডিয়াক নার্স প্র্যাকটিশনার।

নিনা চার ভাই-বোনের সবচেয়ে বড়, সেই পথ ধরেই তার ছোট বোন তার মতোই একজন চিকিৎসাকর্মী হয়েছেন।

কভেন্ট্রিতে বড় হওয়া সময়ে, নিনা তার বয়স্ক দাদা-দাদীর দেখাশোনা করতেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি এক সময়ে বুঝতে পারেন যে, নার্সিংকে একটি পেশা হিসেবে নির্বাচন করতে পারে। তিনি বলেন, "আমি যখন আমার এ-লেভেল শেষ করলাম, প্রথমে দিকে আমি জানতাম না আমি কি করতে চাই। কিন্তু আমাদের বাবা আমাদেরকে শিক্ষার গুরুত্ব, কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিলেন, যার কারণে আমি ভাবলাম নার্সিং আমার জন্য একটি ভাল ও ফলপ্রসূ ক্যারিয়ার হতে পারে। আমি স্টার্লিং ইউনিভারসিটিতে বয়স্কদের জন্য নার্সিং বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রী করেছিলাম, এরপর বাড়িতে ফিরে কভেন্ট্রিতে কার্ডিয়াক নার্স হিসেবে চাকরি শুরু করেছিলাম। "তিনি আরও বলেন, "আমি আট বছর নার্স হিসেবে ক্লিনিক্যালি কাজ করেছি এবং র‍্যাঙ্কের দিক থেকে আমি প্রমোশন পেয়েছি। আমি কার্ডিয়োলজি ওয়ার্ডে, কোরোনারি কেয়ার ইউনিটে এবং ক্যাথ ল্যাবে কাজ করেছি। তারপর আমি আরও প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং দুই বছর করে কার্ডিয়াক নার্স প্র্যাকটিশনার হিসেবে কাজ করেছি, যার মধ্যে এ-এন্ড-ই (একসিডেন্ট এন্ড ইমার্জেন্সি) রয়েছে।"

এনএইচএস এ সুযোগ-সুবিধা ও চাকরির সন্তুষ্টি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "নার্সিংয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। এটি কেবল চিকিৎসা নয়। আপনি লীডারশীপ, ম্যানেজমেন্ট, ইমপ্রুভমেন্ট অথবা রোগীর সুরক্ষা নিয়ে কাজ করতে পারেন- এখানে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।"

"রোগীদের যত্ন নেওয়া আমার জন্য একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার। দলগতভাবে কাজ করা প্রতিদিনই এক নতুন অভিজ্ঞতা। হৃদরোগের নার্স হিসেবে আমি রোগীদের সাথে সময় কাটানো এবং সাধ্যমতো যত্ন করতে ভালোবাসি। তাদের সুস্থ হওয়া দেখা আমার জন্য খুব আনন্দের এবং এটি সাধারণত আপনার চোখের সামনেই খুব দ্রুত ঘটে। একজন রোল মডেল হওয়া, প্রতিদিনের যত্ন প্রদান করা এবং কর্মীদের অন্যান্য ও জুনিয়র সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া- সবই আমার কাজের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও আমার আরও একটি কাজ হলো কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা এবং আমাদের সমাজে ভাল পরিবর্তন আনতে চাওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা।"

নিনা বর্তমানে সংস্থার সবার সাথে কাজ করেন, তারা ডাক্তার হোক বা না হোক। তিনি বলেন, "আমি আমার নার্সিং জীবনে অনেক কাজ করেছি এবং এনএইচএস হরিজন এর সাথেও কিছু সময় কাজ করেছি।" তিনি আরও বলেন, "আমি ছয় মাস জাতীয় স্তরে কাজ করেছি, বড় পরিসরে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেগুলি কীভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে তা দেখেছি। পাশাপাশি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নীতি তৈরি ও প্রেরণ করতে দেখেছি। আমার ভাল লেগেছে। আমি আরও ছয় মাস কাজ করেছি কাইজেন প্রমোশন অফিস টিমের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য, যা সেবাকার্যক্রম উন্নত করার সম্বন্ধে ছিল। আমি আরও ছয় মাস কাইজেন টিমের সাথে সেবা উন্নত করার বিষয়ে কাজ করেছি। কিন্তু এটি স্থানীয়ভাবে নেতৃত্ব দেওয়া এবং ওয়ার্ডে কাজ করা সকল লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ছিল। একই সময়ে দুই ধরনের সুযোগ পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, যেখানে আমি শিখেছি আমরা রোগীদের জন্য কিভাবে আরও ভাল সেবা প্রদান করতে পারি, পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে আমার সঙ্গী স্টাফদেরকে সাহায্য করতে পারি।"

যখন নিনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় চাকরির কোন দিকটি তাঁর বেশি ভালো লেগেছে, তিনি হাসিমুখে বলেন, "মানুষের চিন্তা বদলানো এবং তাদের সাহায্য করা। যে জিনিস সবসময় একটি নির্দিষ্ট পন্থায় করা হয়েছে, তা বদলানো কঠিন। আমরা মানব আচরণ নিয়ে কাজ করছি, এটি মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কিন্তু যখন আপনি মানুষকে একসাথে আনেন এবং রোগীদের জন্য ভাল সেবা প্রদান করেন, তা অনেক বড় একটি প্রাপ্তির ব্যাপার।"

এনএইচএসে তার বর্তমান ভূমিকার পাশাপাশি, নিনা কমিউনিটিতেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন এবং এশিয়ান কমিউনিটিতে হৃদরোগের সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, "আমার হৃদরোগ নার্স হিসেবে কাজ ছিল হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন রোগীদের সাথে কলে থাকা। আমি দেখলাম যে এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর তরুণ রোগী, ৩০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে, এবং তারা এশিয়ান ছিলেন। তাই, আমি ব্রিটিশ সিখ নার্সেসে যোগাযোগ করলাম, অন্যান্য সদস্য নার্সদের সাথে মিলে কমিউনিটির জন্য হৃদরোগ শিক্ষা এবং সিপিআর প্রশিক্ষণ আয়োজ করলাম 'তাদের হৃদয় আবারও চালু করার জন্য'। আমরা স্থানীয় গুরুদ্বারা (সিখ মন্দির) যাই এবং সিপিআর কর্মশালা ও হৃদরোগ সচেতনতা প্রোগ্রাম প্রদান করি। এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০ জনকে এই প্রশিক্ষণ দিয়েছি।"

সবাইকে এনএইচএস-এ যোগদানের জন্য উৎসাহিত করে তিনি বলেন, "এই সুযোগটি নিন এবং মনে রাখুন, কোনো প্রশ্নই অহেতুক প্রশ্ন নয়। আপনি যদি কিছু জানেন না, তাহলে আপনি পেশাদার কোর্স ও সেমিনারে যেতে পারেন। আপনার চারপাশে সর্বদা এমন লোক রয়েছে যারা একই রকম পরিস্থিতি পার করে আসছেন।"

তিনি আরো বলেন, 'আপনি কোন পর্যায়ে চাকরি শুরু করছেন সেটা বিষয় নয়, সব ক্ষেত্রেই আপনাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। মূল বিষয়টি হলো আপনাকে লেগে থাকতে হবে। আর এভাবেই আপনি সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবেন এবং সফল হবেন।"

Search 'NHS Careers' to find out more or visit https://www.healthcareers.nhs.uk

350 roles.
One amazing career.

Find a rewarding career with a whole host of benefits. **Search NHS Careers.**

NHS 75

সেলফির বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁরা মানুষের কাছে ভোট চাচ্ছেন: গয়েশ্বর

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেলফির বিজ্ঞাপন দিয়ে এখন মানুষের কাছে ভোট চাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। আজ মঙ্গলবার বিকেলে গাজীপুরের টঙ্গীর কলেজগেট এলাকায় আয়োজিত এক সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'শেখ হাসিনা এখন সেলফিনির্ভর প্রধানমন্ত্রী। সেলফির বিজ্ঞাপন দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। একটা রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে একটা সরকারপ্রধান একসঙ্গে দাঁড়াবেন, বসবেন, ছবি ওঠাবেন–এটাই তো স্বাভাবিক। মানে কতটা নিঃস্ব হলে, কতটা দেউলিয়া হলে এমন কাজ করতে পারে। আর তাদের (আওয়ামী লীগ) সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সেই সেলফির মালা গলায় ঝুলিয়ে ভোট চাচ্ছেন। সেলফির বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁরা মানুষের কাছে ভোট চাচ্ছেন।'

গয়েশ্বর চন্দ্র আরও বলেন, 'কিছু ফেরিওয়ালা আছে। বিভিন্ন সংস্থার লোকজন। তারা ফেরি করে লোকজন জড়ো করছে। আগামীতে তারা আরেকটা নাটক করবে। আরেকটা নাটকের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করবে। তার লক্ষণ, আজ একটা পার্টি হয়েছে, সেই পার্টির নাম বলব না। সেই পার্টিতে কিছু শকুন ঢুকেছে। ইতিমধ্যে রাজনীতিবিদ কেনাবেচার হাট শুরু হয়ে গেছে। তাই আপনার আশপাশে জাতীয়তাবাদী দলের কোনো নেতা যেন বিপথগামী না হয়, সেটা খেয়াল রাখবেন। স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পাতানো নির্বাচনে যারাই পা দেবে, তাদের পা আস্ত থাকবে না। জনগণ তাদের পা ভেঙে দেবে।'

বেলা তিনটায় টঙ্গীর কলেজগেট-সংলগ্ন বিএনপির নেতা সালাউদ্দিন সরকারের বাড়ির সামনে সমাবেশের আয়োজন করে গাজীপুর মহানগর বিএনপি। বেলা দুইটা থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসেন মহানগর বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মীরা। নেতা-কর্মীদের কারও হাতে ছিল ব্যানার, কারও হাতে ফেস্টুন। বিএনপির নেতা-কর্মীদের রাজপথে থাকার আহ্বান জানিয়ে গয়েশ্বর বলেন, 'এই সরকার এমনিতেই পড়ে যাবে। কিন্তু এমনিতেই পড়ে গেলে জনগণ আপনাদের ওপর আস্থা রাখবে না। সরকারকে আপনাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলতে হবে। আপনাদের ধাক্কায় সরকারের পতন হলে জনগণ আপনার ওপর ভরসা করবে। আমাদের দাবি একটাই, সরকার পতন। তাই সবাইকে রাজপথে শক্ত অবস্থানে থাকতে হবে।'

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'ভোটচোরের দিন শেষ, খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মালিক জনগণ। জনগণ এখন আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা বগুড়া থেকে রাজশাহীতে রোডমার্চ করেছিলাম। দুই ঘণ্টার রাস্তা যেতে আমাদের ১০ ঘণ্টা লেগেছিল। কারণ, পুরো রাস্তায় তপ্ত রোদে পুড়ে জনগণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে। জনগণ সরকারের ওপর আস্থা হারিয়েছে। আমাদের আন্দোলন জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার। বাক্স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও মুক্ত গণমাধ্যমের পরিবেশ নিশ্চিত করার। রাজপথে থেকে আমাদের এই সরকারের পতন ঘটাতে হবে।'

গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মঞ্জুরুল করিমের সঞ্চালনায় এবং মহানগর বিএনপির সভাপতি মো. শওকত হোসেন সরকারের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে দলটির ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম, কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক বেনজির রহমান, গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশ কখনও ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ কখনও ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভবিষ্যতেও এ রেকর্ড ধরে রাখার আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার জাতিসংঘে সুষম অর্থ-কাঠামো বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদে সহজভাবে অর্থ প্রদানের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বৈশ্বিক আর্থিক সংকট নিরসনে পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন সরকারপ্রধান।

এর আগে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে জাতিসংঘ স্বীকৃত বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিকের অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্রাউন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুল'। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে প্রধানমন্ত্রীকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

এদিকে কমিউনিটি ক্লিনিককে জাতিসংঘ 'দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের উদ্ভাবনকে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনুসরণ করা হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী সারাবিশ্বে এ ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দফতরে কমিউনিটি ক্লিনিক বেজড মেডিকেল সার্ভিসেস বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন তিনি। এতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ কমিউনিটি ক্লিনিককে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অনুকরণীয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ উদ্যোগকে 'দ্যা শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি সবার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য। ২০০১ সালে বিএনপি জামায়াত সরকার আসার পর তারা এটা বাতিল করতে চেয়েছিল। ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর আইন করার উদ্যোগ নিই, যাতে কেউ এটা আর বাদ দিতে না পারে। কমিউনিটিভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের চাবিকাঠি বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সকলের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর এ প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

quickbooks · FreeAgent · ClearBooks · xero

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?

- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store · Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

গতানুগতিক ধারার প্রস্তুতি ইসির, সুষ্ঠু ভোট নিয়ে প্রশ্ন

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নভেম্বরের শুরুতেই ভোটের তফসিল ঘোষণা করতে চাইছে তারা। এমন পটভূমিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন গত সোমবার। সেদিন তিনি প্রেস ব্রিফিং ডেকেছিলেন। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটের পরিবেশসহ নির্বাচন সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, ভোটের পরিবেশ নেই বলে বিরোধী দলগুলো বক্তব্য দিচ্ছে, সেখানে ইসি কি ভোটের পরিবেশ নিয়ে কোনো কাজ করছে। জবাবে সিইসি বলেন, এটি খুব জটিল প্রশ্ন। তিনি এ মুহূর্তে উত্তর দিতে পারবেন না। ভোটের পরিবেশ তাঁরা নিশ্চয়ই পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন।

সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ভোট চাওয়ার কারণে ইসির অনুরোধে জামালপুরের জেলা প্রশাসককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেই বক্তব্য দিতে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল সোমবার প্রেস ব্রিফিং ডেকেছিলেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, কোনো জেলা প্রশাসকের আচরণ পক্ষপাতমূলক হওয়া কাম্য নয়। তবে নির্বাচনের সময় পুলিশ ও প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়েও সাংবাদিকেরা প্রশ্ন রেখেছিলেন। সেই প্রশ্নেও কোনো মন্তব্য করতে চাননি সিইসি।

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে কীভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে ইসির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে না। তবে ইসি সূত্রে জানা গেছে, গতানুগতিক ধারাতেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে নিজেদের চিহ্নিত করা চ্যালেঞ্জ বা বাধাগুলো উত্তরণে কার্যকর তেমন কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করা এবং ইসির প্রতি আস্থার সংকট দূর করার প্রশ্নেও বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেই; বরং তাদের কিছু কাজে বিতর্ক বেড়েছে। ফলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটুকু সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে, এই প্রশ্নে চলছে নানা আলোচনা।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও জোট বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে আন্দোলনে আছে। নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধকে ইসি তাদের এখতিয়ারের বাইরে বলে উল্লেখ করছে। ইসি বলছে, তাদের সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নভেম্বরে তফসিল ঘোষণা করার কথা বলছে ইসি।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত বছরের সেপ্টেম্বরে নিজেদের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল ইসি। ইসি সূত্র জানায়, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, নির্বাচন সামনে রেখে আইন সংস্কার, সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন দেওয়ার কাজ শেষ করেছে ইসি। স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা, ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও নির্বাচনী প্রশিক্ষণের কাজও চলছে।

ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তফসিল ঘোষণার আগেই জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্বাচনসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল কেনাকাটার কাজও অনেকটা শেষ পর্যায়ে।

গতানুগতিক কাজেও বিতর্ক

নির্বাচনের আগে রুটিন বা গতানুগতিক কাজগুলো করতে গিয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিতর্কিত ও সমালোচিত হয়েছে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন। যেমন ইসির প্রস্তাবে নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরওপি) সংশোধন করা হয়েছে। সেখানে ভোট বন্ধে ইসির ক্ষমতা কমানো হয়েছে। যদিও কমিশন এটা মানতে নারাজ। তাদের দাবি, ভোট বন্ধে তাদের ক্ষমতা কিছু ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচন সামনে রেখে দুটি ভুঁইফোড় দলকে নিবন্ধন দেয় ইসি। এ নিয়েও রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে ইসি।

বিতর্ক আর নির্বাচন কমিশন এখন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিতর্কিত নির্বাচন হলে রাজনৈতিক সংকট আরও প্রকট হবে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য যেসব সংস্থাকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারেও নানা আলোচনা চলছে। ইসি প্রথম দফায় ৬৬টি স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু সংস্থা নামসর্বস্ব, কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা জড়িত।

পর্যবেক্ষক সংস্থার সংখ্যা কম হওয়ায় আবারও আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। অন্যদিকে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের কাজে প্রথমবারের মতো নীতিমালা করে প্রশাসন ও পুলিশকে অন্তর্ভুক্ত করে সমালোচিত হয় ইসি। তবে সমালোচনার মুখে তাদের কাজ থেমে থাকেনি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ইসির এসব পদক্ষেপে তাদের প্রতি আস্থা আরও কমেছে।

আউয়াল কমিশনের পূর্বসূরি কে এম নূরুল হুদা কমিশনও একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে ঘোষিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এই রুটিন কাজগুলো করেছিল। তবে আউয়াল কমিশনের কর্মপরিকল্পনায় গতানুগতিক বা রুটিন কার্যক্রমের বাইরে গিয়ে আরও কিছু উদ্যোগের কথা বলা হয়েছিল। তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে ১৪টি বাধা চিহ্নিত করেছিল। সেই সঙ্গে এসব বাধা উত্তরণের ১৯টি উপায়ও উল্লেখ করেছিল।

অবশ্য নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের অনেকে বলছেন, কমিশন তাদের কর্মপরিকল্পনায় কিছু বিষয় এমনভাবে তুলে ধরেছে, যাতে মনে হতে পারে, বিএনপিসহ আন্দোলনে থাকা দলগুলোকে বাইরে রেখেই নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা করেছে তারা। যেমন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সংজ্ঞায় কমিশন বলেছে, নিবন্ধিত যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ হলো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। নির্বাচনের প্রধান চ্যালেঞ্জ বা বাধা হিসেবে ইসি যে বিষয়টি চি ত করেছিল, তা হলো 'নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি'।

অর্থাৎ নির্বাচনের বাইরে থাকা কোনো দলের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করা তাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু ইসিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হলো ৪৪টি। সেখানে ইসি শুধু নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী দলগুলোর আস্থা অর্জন করতে চায়। বাস্তবতা হলো, বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর এই কমিশনের প্রতি আস্থা নেই। অন্যদিকে কমিশনও বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবছে না।

বাধা উত্তরণে কী করবে ইসি

সুষ্ঠু নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ বা বাধা উত্তরণের প্রথম উপায় হিসেবে ইসি যে বিষয় চি ত করেছিল, তা হলো বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময়ে সংবিধান ও নির্বাচনী আইন অনুযায়ী যে সুপারিশগুলো এসেছে, তা বাস্তবায়ন করা। গত বছর পর্যায়ক্রমে দেশের শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট নাগরিক, নির্বাচন-বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করে ইসি।

বিশিষ্টজনদের নিয়ে গত বুধবার একটি কর্মশালা করে ইসি। সেখানেও বিশিষ্টজনেরা দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার কথা প্রকাশ করেন। তবে কমিশন শুরু থেকেই বলে আসছে, তাদের সংবিধানের বাইরে যাওয়ার এখতিয়ার নেই।

অবশ্য বিএনপিসহ নয়টি রাজনৈতিক দল সংলাপ বর্জন করে। ইসি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে আসা প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে ১০টি পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করে। পর্যবেক্ষণের সারসংক্ষেপ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এরপর আর তেমন কোনো তৎপরতা নেই। অন্যদিকে বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে সংলাপে আসা সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের বিষয়েও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই।

সংলাপে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল নির্বাচনকালীন সরকারে কোনো না কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দিয়েছিল। ইসি বলেছিল, নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে, তা পুরোপুরি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। নির্বাচনের সময় কয়েকটি মন্ত্রণালয়কে ইসির অধীন ন্যস্ত করার বিষয়টিও সংবিধানের আলোকে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

নির্বাচনী পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, নির্বাচনকালীন সরকার বা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ইসির অধীনে আনার এখতিয়ার কমিশনের নেই। কিন্তু ইসি যদি মনে করে, এ ধরনের কোনো প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হবে না, তাহলে তারা তা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে পারে।

আল্লাহ ও জনগণের ওপর ভরসা করেন শেখ হাসিনা: শামীম ওসমান

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমানে বলেছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার নিজস্ব গতিতে চলে। বিএনপি ভাঙলো কি গড়লো, বিএনপির কী হলো কী না হলো, তাতে অওয়ামী লীগের কিছুই যায় আসে না। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও নেত্রী

শেখ হাসিনা দুটো জিনিসের উপর ভরসা করেন। এক সৃষ্টিকর্তা ও দুই জনগণ।

বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের কালির বাজার এলাকায় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখেন। শেখ হাসিনাকে ২১ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। আর তিনি জনগণের ওপর নির্ভর করেন। তিনি জনগণের সমর্থনে সরকার গঠন করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। আমরা বিশ্বাস করি জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এর বাইরে কোন শক্তি কিংবা অপশক্তি কী করলো, তা আমরা পরোয়া করি না।

তারেক রহমানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার মনে হয়, লন্ডন থেকে বসে যিনি দেশ চালানোর চেষ্টা করছেন, উনার লক্ষ্য রাজনীতি করা নয়। উনার লক্ষ্য হল এই দেশটাকে অকেজো বা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করা। সেই কারণেই একটি অকার্যকর রাষ্ট্র করার জন্য যে ধরনের নেতৃত্ব দরকার, উনি তাদেরকে বেছে নিয়েছেন। এবং তার এই ধরনের লোকদের বেছে নেওয়ার কারণেই আমার মনে হয়, এই সমস্ত ত্যাগী লোকেরা বিএনপি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এটাতো মাত্র শুরু হলো, আমার মনে হয় আরো বহু লোক এই দলের অপরাজনীতির থেকে বেরিয়ে আসবেন। যারা ২০১৩-১৪ সালে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে, যারা মানুষের সম্পদ জ্বালিয়েছে, যারা আগুন দিয়ে পাঁচশ মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছে। আমার মনে হয় ভাল মানুষগুলো এখান থেকে বেরিয়ে আসবে।

আনসার ভিডিপি নারায়ণগঞ্জের জেলা কমান্ড্যান্ট মো. মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঢাকা রেঞ্জের কমান্ডার (পরিচালক) মো. রফিকুল ইসলাম। আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান চন্দন শীল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নুরনবী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নারায়ণগঞ্জ জেলার ডেপুটি কমান্ডার অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা।

তৃণমূল বিএনপি'র নেতৃত্বে শমসের-তৈমূর

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিয়ে এর চেয়ারপারসন এবং মহাসচিব হয়েছেন বিএনপি'র সাবেক দুই নেতা শমসের মবিন চৌধুরী ও এডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার। গতকাল রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দলটির প্রথম কাউন্সিলে তাদের এ পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। কাউন্সিলে দলটির আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কাউন্সিলের দিনই বিএনপি'র সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী ও বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত তৈমূর আলম খন্দকার তৃণমূল বিএনপি'র কর্মসূচিতে প্রথম অংশ নেন। বিএনপি থেকে পদত্যাগ করে শমসের মবিন বিকল্প ধারায় যোগ দিয়ে প্রেসিডিয়াম সদস্য হয়েছিলেন। তৈমূর আলম খন্দকার দলের নির্দেশ অমান্য করে নির্বাচন করায় বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ক্ষমা চেয়ে দলে ফিরতে চাইলেও তাকে আর স্থান দেয়া হয়নি।

তৃণমূল বিএনপির এক্সিকিউটিভ চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পেয়েছেন দলটির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত নাজমুল হুদা'র মেয়ে ব্যারিস্টার অন্তরা হুদা।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তৃণমূল বিএনপি'র 'জাতীয় সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৩' মঞ্চে অবস্থান নেন শমসের মবিন চৌধুরী। এর কিছুক্ষণ পর অন্তরা হুদা মঞ্চে উঠেন। নেতাকর্মীদের মিছিল নিয়ে হলরুমে প্রবেশ করেন তৈমূর আলম খন্দকার। পরে মঞ্চে পাশাপাশি বসেন তারা। বেলা পৌনে ১২টার দিকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন শুরু হয়।

দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এডভোকেট অন্তরা হুদা তার বক্তব্যে বিএনপি'র সাবেক দুই নেতা শমসের মবিন চৌধুরী ও তৈমূর আলম খন্দকারকে দলে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'ইদানীংকালে জনজীবন বিপন্ন এবং অনেক বিষয় সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। সাধারণ মানুষ ও নিম্ন আয়ের জনগণের প্রতি সমবেদনা ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অনিয়ম-ঘুষ-দুর্নীতি এখন চরমে। সাধারণ জনগণের একটি পাসপোর্টের আবেদন করতেও ভোগান্তির শিকার হতে হয়। আমরা বিশেষভাবে এই বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়ার জন্য আকুল অনুরোধ করছি। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা তার বাবা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা দিয়েছেন উল্লেখ করে অন্তরা হুদা

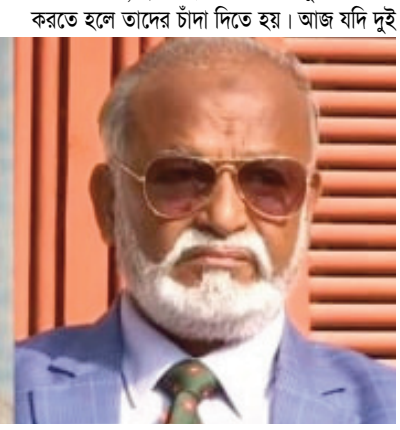

বলেন, সব সরকারেরই ক্ষমতা ছাড়তে কষ্ট হয়। ক্ষমতায় থেকে একজন মিনিস্টার হয়েও জনগণের কাছে এরকম ফর্মুলা উপস্থাপন করে কতো বিশাল সাহস, দেশপ্রেম ও বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাই।

শমসের মবিন চৌধুরী তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিয়ে তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আমরা সহিংসতার রাজনীতি করবো না। আমরা মানুষের শান্তির জন্য রাজনীতি করবো। রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন আনবো।

এডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার বলেন, এডিসি হারুন অর রশীদ যদি বিরোধী দলের কাউকে পেটাতো তাহলে তার প্রমোশন হতো। ছাত্রলীগকে পেটানোর কারণে আজ তার শাস্তি হয়েছে। যেমন বিএনপি'র সংসদ সদস্য জয়নুল আবদিনকে পেটানোর কারণে আরেক হারুনের প্রমোশন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি সংসদ সদস্য তার নিজ এলাকায় নিজস্ব বাহিনী গঠন করেছেন। সেখানে বাস, ট্রাকসহ যেকোনো কিছু পরিচালনা করতে হলে তাদের চাঁদা দিতে হয়। আজ যদি দুই নেত্রীকে এক টেবিলে বসানো যেতো তাহলে দেশে এত হানাহানি থাকতো না। কোথাও গণতন্ত্র নেই। পুলিশ বলে, ডিসি বলে সরকারি দলকে ভোট দিতে হবে।

কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন বিএলডিপি'র চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দীন আল আজাদ, প্রগতিশীল ইসলামী জোটের চেয়ারম্যান সাবেক সংসদ সদস্য এমএ আউয়াল, জাতীয় স্বাধীনতা পার্টির চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ, প্রগতিশীল ন্যাপের আহ্বায়ক পরশ ভাসানী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পরিচালনা করেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব মো. আক্কাস আলী খান।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

ভুয়া ভোটের পসিবিলিটি আমরা কমিয়ে দিয়েছি: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, সরকার একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সব চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভুয়া ভোটের পসিবিলিটি আমরা কমিয়ে দিয়েছি। নিউ ইয়র্কে স্থানীয় সময় সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, রাতের অন্ধকারে ব্যালট ঢুকানোর অভিযোগ করা হয়, কিন্তু কেউ প্রমাণ দেয় নাই। তাই আমরা স্বচ্ছ ব্যালট বক্স তৈরি করেছি, যাতে দূর থেকে দেখা যায় ব্যালট বাক্সে কিছু আছে কিনা। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন আইনের মাধ্যমে চলে। তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয় । নির্বাচনে তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমরা (সরকার) চাই একটি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এবং ভায়োলেন্স মুক্ত নির্বাচন। এ জন্য সব দলের- মতের আন্তরিকতা দরকার । পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বিএনপি'র আমলে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোট করা হয়েছিলো, কিন্তু বর্তমানে ব্যায়োমেট্রিক পদ্ধতির কারণে আঙ্গুল দিলেই ছবিসহ তথ্য চলে আসবে । আমরা একটা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রেস ব্রিফিংয়ের শুরুতে তিনি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে বলে জানান।

তিনি বলেন, দারিদ্র ও ক্ষুধা নিরসনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা কলা-কৌশলের কারণে অতি দারিদ্রের হার ২০২২ সালে ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০০৬ সালে ছিলো ২৫.০১ শতাংশ ।

এবারের জাতিসংঘের অধিবেশনে ফ্রান্স-রাশিয়া-ভারত অংশ না নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন এটা ভালো দিক নয়, আমরা চাই বিশ্বের সব ক্ষমতাধর দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলুক।

এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী পিটার সিয়ার্তোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে তিনটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সোমবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের পার্শ্ব বৈঠকে উভয় মন্ত্রী এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন ।

এগুলো হলো-অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি, ২০২৪-২৬ সালের জন্য স্টাইপেনডিয়াম হাঙ্গারিকাম প্রোগ্রামের কাঠামোর মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক এবং ২০২৩-২৫ বছরের জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক।

বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে হাঙ্গেরির সহযোগিতা কামনা করেন। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে মিয়ানমারের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে হাঙ্গেরির প্রচেষ্টা থাকবে বলে জানান দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

MORTGAGE SERVICE
আমরা সব ধরনের মর্গেজ করে থাকি

- আপনি কি বেনিফিটে ?
- আপনার কি ইনকাম কম ?
- বাড়ী কিনতে পারেছেন না ?
- আপনি কি কাউন্সিলের বাড়ি কিনতে চান ?

কোন সমস্যা নাই
১০০% গ্যারান্টি সহকারে মর্গেজ করে থাকি

- First Time Buyer
- Council Right to Buy
- Auction Finance
- Self Employed Mortgages
- Help with Income Issues Mortgages

যোগাযোগঃ
Reza Islam
07493 185 115
Unit - 222a, 2nd Floor, Bow Business Centre
153-159 Bow Road, London E3 2SE

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

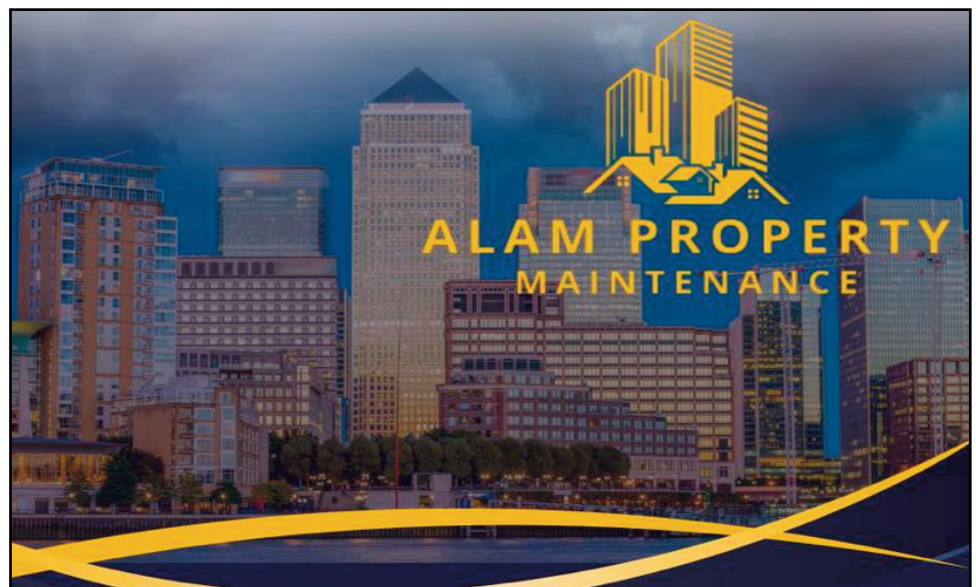

- Plumbing, Heating & Gas Services
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing, Guttering & Locksmith
- Garden Paving, Fencing & Flooring
- Architectural Design & Planning
- Electrical & Lighting Solutions
- Loft, Extension & Carpentry
- Painting & Decorating
- Lock Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Leak & Blockage Repairs
- Gas & Electric Certificates

Your 24/7 Home Solution

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

Elevate your home today!

alampropertymaintenance.com
07957148101

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণ আদায়ে ৭২ হাজার মামলা

দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিতে হবে উদ্যোগ

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, অর্থঋণ আদালতে বর্তমানে সাড়ে ৭২ হাজার খেলাপি ঋণের মামলা ঝুলে রয়েছে; আর এতে আটকে আছে পৌনে ২ লাখ কোটি টাকা। এছাড়া দেউলিয়া আদালতে ঝুলে আছে ১৭২টি মামলা, যেখানে আটকে আছে ৪২৪ কোটি টাকা। এসব আদালতে ঝুলে থাকা মামলাগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি চলছে বছরের পর বছর ধরে। ফলে একদিকে যেমন ঋণ আদায়ে কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না, তেমনি খেলাপির সংখ্যা আরও বড় হচ্ছে।

এদিকে বছরের পর বছর মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা আটকে থাকছে। এতে কমে যাচ্ছে ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণের সক্ষমতা। ফলে অনেক ব্যাংক ভুগছে তারল্য সংকটে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে পড়ছে এর নেতিবাচক প্রভাব। এ বাস্তবতায় খেলাপি ঋণ আদায়ের মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে মনে করি আমরা।

আমরা জানি, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত। অনেক সময় ঋণ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হয়। এসব ঋণ আদায় না হওয়ায় একসময় তা কুঋণে পরিণত হয়। ব্যাংকগুলো যখন বুঝতে পারে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আর এসব ঋণ আদায় করা যাবে না, তখন চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসাবে তারা মামলায় যায়। আবার অর্থঋণ আদালতে কোনো মামলায় ব্যাংক বিজয়ী হলেও সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য আরেকটি মামলা করতে হয়। ব্যাংক তার পক্ষে আদেশ পাওয়ার পর যখন সেটা কার্যকর করার বা টাকা আদায়ের চেষ্টা করে, তখন অনেকে উচ্চ আদালতে গিয়ে ওই রায়ের বিরুদ্ধে রিট করেন। ফলে সেসব আদেশের বাস্তবায়নও দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়ে যায়।

অর্থঋণ আদালতে মামলাগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলার প্রধান কারণ বিচারক এবং আদালতের লোকবল সংকট। ফলে মামলা হলেও সেখানে কোনো গতি থাকে না। বিচারক না থাকায় ঠিকমতো শুনানি হয় না। অনেক সময় বিবাদী পলাতক থাকে, হয়তো দেশের বাইরে থাকে। তখন মামলাগুলো ঝুলে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা জরুরি। আদালতে লোকবল সংকট দূর করেই হোক অথবা অন্য কোনো উপায়ে, মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ার পেছনে ব্যাংক ও গ্রাহকের জোগসাজশ আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখতে হবে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের হিসাব-নিকাশে ভারতের অবস্থান

ড. সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

'বাইডেনের সেলফি, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নানা হিসাব-নিকাশ' শিরোনামে আমার আগের লেখায় বাংলাদেশসহ বিশ্বে চীনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্তমান লেখায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রভাবশালী দেশ ভারতের উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোয় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নানা ধরনের শর্ত আরোপের কারণে এসব দেশের চীন-রাশিয়ামুখী হওয়ার বর্তমান যে প্রবণতা, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের ভূমিকার দ্বান্দ্বিকতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মূল শর্ত হলো কাঠামোগত সংস্কার, যার লক্ষ্য প্রাক্?-পুঁজিবাদী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা। তবে নব্য মার্কসবাদী ও নির্ভরশীলতা-বিষয়ক তাত্ত্বিকেরা বিষয়টা দেখেন পুরোনো ঔপনিবেশিক শাসকদের নতুন ঔপনিবেশিক শাসন চালানোর প্রক্রিয়া হিসেবে।

কাঠামোগত সংস্কারের প্রক্রিয়া হিসেবে যে বিষয়গুলোর প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়, সেগুলো হলো সব রকমের ভর্তুকি প্রত্যাহার, কলকারখানা-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে চিকিৎসাব্যবস্থার যতটা সম্ভব বেসরকারীকরণ, বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পণ্যের দাম নির্ধারণ না করে চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারণ, সব রকমের ট্যারিফ কমিয়ে দিয়ে আমদানি উৎসাহিতকরণ।

অর্থাৎ মোটাদাগে এসব প্রেসক্রিপশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যুক্ত করা।

এসব প্রেসক্রিপশনের অনেক কিছুই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর উন্নয়নকে মাথায় রেখে নয়, বরং পশ্চিমা দুনিয়ার অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তিকে মাথায় রেখে করা হয় বলে বামপন্থী অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে নারী, সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডারদের সম-অধিকারসহ এমন কিছু সংস্কারের কথা বলা হয়, যা শুধু মুসলিমপ্রধান দেশগুলোয় নয়, অনেক অমুসলিম দেশেও সামাজিক বাস্তবতার কারণে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এর বিপরীতে চীন বা রাশিয়া ঋণ বা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত জুড়ে না দেওয়ায় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো এদের কাছ থেকে সহায়তা নেওয়াকে সুবিধাজনক মনে করছে। এসব বিষয় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক উপস্থিতির সহায়ক হয়েছে।

জি-২০ সম্মেলনের এক ফাঁকে (বাঁ থেকে) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা।ছবি: এএফপি

চীনের এই অর্থনৈতিক উপস্থিতিকে পশ্চিমের অনেক অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারক 'ঋণফাঁদ' বলে অভিহিত করছেন। তাঁরা একই সঙ্গে বলছেন, চীনের ঋণের সঙ্গে উচ্চ সুদের বিষয়টা যুক্ত; যদিও এ ধরনের ফাঁদে পড়ার অভিজ্ঞতা আগে অনেক উন্নয়নশীল দেশেরই হয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ঋণ নেওয়ার পর।

ফলে এর সবকিছুই 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোকে পশ্চিমের বিকল্প হিসেবে চীন-রাশিয়ামুখী করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে চীন, রাশিয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি।

ভারতের উপস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তার জায়গাটা হচ্ছে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

এশিয়ার পূর্বে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং পশ্চিমে ইসরায়েল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় কাউকে নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করে না। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও সামরিক সম্পর্ক ক্রমে বাড়লেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নির্ভরযোগ্য নয়, বরং কৌশলগত মিত্র হিসেবেই দেখে। কেননা, সোভিয়েত জামানার সূত্র ধরে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের রয়েছে সুসম্পর্ক। ভারতের প্রতিরক্ষা খাত এখনো বহুলাংশে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়া থেকে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জ্বালানি আমদানি করেছে, যা এখনো অব্যাহত। বাংলাদেশে ভারতের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্যভাবে উপস্থিতিকে তারা দেখে চীনের বিরুদ্ধে একধরনের বাফার হিসেবে।

এ অবস্থায় পূর্ব সীমান্তেও সন্ত্রাসবাদের রাজনীতির উত্থান হলে সেটি তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে বলে নয়াদিল্লি মনে করে। সবকিছু মিলে বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লি যে খুব একটা স্বস্তিতে নেই, সেটা স্পষ্ট। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি–এই দুই দলের কারও ওপরই দক্ষিণ ব্লক পুরো নির্ভর করতে পারছে বলে মনে হয় না।

দক্ষিণ এশিয়ায় এ মুহূর্তে ভারত মিত্রহারা। শুধু বাংলাদেশের সঙ্গেই রয়েছে তার সুসম্পর্ক। বাংলাদেশের নানা খাতে ভারতের বড় বিনিয়োগ রয়েছে।

সামরিক-কৌশলগত দিক থেকেও বাংলাদেশ ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশটিতে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারতকে গভীর শঙ্কায় ফেলে দিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে নয়াদিল্লির দক্ষিণ ব্লকে একধরনের উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এর প্রতিফলন ঘটেছে। আগে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এত বেশি বিশ্লেষণ ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকে এ প্রবণতা বেড়েছে। এসব বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয় উঠে এসেছে, সেটা হলো, বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে ভারত নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করলেও একই সঙ্গে তাদের মনে শঙ্কা জেগেছে বাংলাদেশের সঙ্গে এ সরকারের আমলেই চীনের ক্রমবর্ধমান সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে।

তারা যে সমীকরণ বুঝতে চাইছে, সেটা হলো, ভবিষ্যতে যদি বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে সেটা ভারতের স্বার্থের অনুকূলে যাবে, নাকি বাংলাদেশ বিএনপির নেতৃত্বে পুরোপুরি চীনমুখী হয়ে পড়বে। ইসলামপন্থার রাজনীতির সঙ্গে বিএনপির সমীকরণ কী হবে, সেটিও নীতিনির্ধারকেরা অনুধাবনের চেষ্টা করছেন।

ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের (প্রচলিত ভাষায় জঙ্গি) বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেকোনো অপারেশনের বিরোধিতা করে বিএনপির নেতৃত্বের বক্তব্য দেওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে।

সরকারবিরোধিতার অংশ হিসেবে এটা তারা করে থাকলেও দিল্লির নীতিনির্ধারকেরা এ বিষয়ও বুঝতে চেষ্টা করছেন, তাদের ক্ষমতারোহণ দেশটিতে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটাবে কি না। পাকিস্তানে আফগানিস্তানের তালেবান-সমর্থিত তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের উত্থানে চিন্তিত ভারত।

এ অবস্থায় পূর্ব সীমান্তেও সন্ত্রাসবাদের রাজনীতির উত্থান হলে সেটি তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে বলে নয়াদিল্লি মনে করে। সবকিছু মিলে বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লি যে খুব একটা স্বস্তিতে নেই, সেটা স্পষ্ট। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি–এই দুই দলের কারও ওপরই দক্ষিণ ব্লক পুরো নির্ভর করতে পারছে বলে মনে হয় না।

দিল্লির বিপরীতে ইসলামপন্থার রাজনীতি নিয়ে ওয়াশিংটনের মাথাব্যথা নেই। তারা মনে করে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামপন্থী দলগুলোর রাজনীতি করার সুযোগ থাকা উচিত। এসব দলকে তারা গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদেরও ভূমিকা থাকা উচিত বলে তারা মনে করে। এসব দলের রাজনীতি করার সুযোগ সংকুচিত হলে সন্ত্রাসবাদনির্ভর রাজনীতির উত্থান হতে পারে–এটা বাইডেন প্রশাসন এমনই মনে করে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যতে যারাই ক্ষমতায় আসুক, তাদের সামনে আঞ্চলিক পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প হচ্ছে তিনটি–১. ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতি, ২. চীনমুখী নীতি এবং ৩. চীন-ভারতের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নীতিটির ব্যাপারে আপত্তি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির ব্যাপারে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র–দুই তরফেরই ঘোর আপত্তি রয়েছে।

এশিয়ায় চীনের যে ক্রমবর্ধমান প্রভাব, সেটি ঠেকানোর নীতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশে চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তার সূত্র ধরে সামরিক প্রভাব দেখতে চায় না।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, ভারতের তুলনায় চীনের অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তি অনেক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশের ভারসাম্য নীতি অনুসরণ করার মানে হলো কিছুটা ধীরগতিতে হলেও শেষ পর্যন্ত ভারতকে হটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে চীনের জায়গা করে নেওয়া। এমন পরিস্থিতি এ দেশকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে মারাত্মক হুমকিতে ফেলবে।

দেখা গেছে, বাংলাদেশসহ যেসব রাষ্ট্রে সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, সেসব রাষ্ট্রের নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর তৎপরতা পরিচালিত হয় মূলত তাদের মনমতো সরকার বসানোর লক্ষ্য নিয়ে।

যেসব রাষ্ট্রে গণতন্ত্র শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে, সেখানে বাইরের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে সেসব রাষ্ট্রে নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি রাষ্ট্রের তৎপরতা দেখা যায় না।

কেননা, জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সেসব দেশে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের প্রতিবেশী নেপাল হচ্ছে তার একটি বড় উদাহরণ। বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পরে গণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হলেও তারা গণতন্ত্রকে তুলনামূলক বিচারে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে ফেলতে পেরেছে।

ফলে সেখানে এখন মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড পুষ্পকমল দহল প্রচণ্ড দেশটির প্রধানমন্ত্রী হলেও যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের দেশটির সরকারপ্রধান নিয়ে বলার কিছু নেই।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু ভারত বা নেপালের মতো গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেনি, তাই আগামী নির্বাচন যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হয় এবং অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাহলে নির্বাচনপরবর্তী যে সরকার গঠিত হবে, তাকে যুক্তরাষ্ট্রের নানা ধরনের চাপের মুখে পড়তে হতে পারে।

ড. সাঈদ ইফতেখার আহমেদ : শিক্ষক, স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ, আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেম, যুক্তরাষ্ট্র।

শ্রম আদালতে বিচার চললেও জাতিসংঘের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস

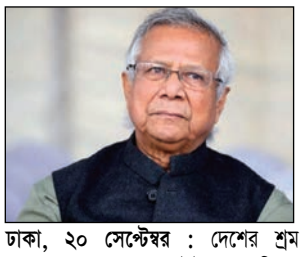

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : দেশের শ্রম আদালতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচার চলমান থাকলেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি সাইড ইভেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে এ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, গ্রামীণ টেলিকমের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী না করা, অর্জিত ছুটি না দেওয়া এবং কল্যাণ তহবিলে মুনাফার ৫ শতাংশ না দেওয়ার অভিযোগ এনে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে মামলা করেন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদফতরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান। টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনকে আসামি করা হয় মামলায়। এ ছাড়া কর ফাঁকির অভিযোগেও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। সাধারণ পরিষদের 'সামাজিক ব্যবসা এবং যুব ও প্রযুক্তি' বিষয়ক এই ইভেন্টে অংশ নিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানান সামাজিক ব্যবসা সম্পর্কিত বৈশ্বিক কমিটি। আমন্ত্রণপত্রে যৌথভাবে স্বাক্ষর করেন ইউনূস প্লাস ইউনূস ফাউন্ডেশনের এমডি ডমিনিক ডসার এবং ইউথিংক সেন্টারের এমডি হেকাই ওয়েং। বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য 'শূন্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা' এবং 'শূন্য বর্জ্য'- অর্জনের সঙ্গে আরও তিন শূন্য: (শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য নেট কার্বন নির্গমন) অর্জনকে সামনে রেখে সপ্তমবারের মতো এ সম্মেলন হতে যাচ্ছে। এর আগে গত মার্চে নোবেল লরিয়েট প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে জাতিসংঘের 'অ্যাডভাইজরি বোর্ড অব এমিনেন্ট পারসন্স অন জিরো ওয়েস্ট'-এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। ওই সময় প্রফেসর ইউনূসকে লেখা এক চিঠিতে গুতেরেস বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, আপনার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা জাতিসংঘের 'শূন্য-অবচয়' বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।" এরপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ইভেন্টে আমন্ত্রণ পেলেন প্রফেসর ইউনূস। জাতিসংঘ সাইড ইভেন্টে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় গ্রামীণ আমেরিকার বোর্ডসভায় অংশ নিতেও প্রফেসর ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের এই বোর্ডসভা হওয়ার কথা। এ ছাড়া স্পেনের সেভিলে ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় দুই দিনব্যাপী বৈশ্বিক ফুটবল সম্মেলনে অংশ নিতেও আমন্ত্রণ পেয়েছেন সামাজিক ব্যবসার প্রবক্তা প্রফেসর ইউনূস। সম্মেলনের পরিচালক জন এলেসিস তাঁকে নিমন্ত্রণ জানান।

'কাঠগড়ায়' বিএনপির নেতৃত্ব নির্বাচন

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর : অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জে বিএনপি। নানা ঘটনাপ্রবাহে টানা তিন মেয়াদ ক্ষমতার বাইরে থাকা দলটির সামনে এখন বড় পরীক্ষার নাম নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিশ্চিত করে সরকারের পতন। এ লক্ষ্যে গত জুলাই মাসের শেষভাগ থেকে এক দফার যুগপৎ আন্দোলনে দলটি। এসময় বিভিন্ন কর্মসূচিতে নেতাকর্মীদের আশানুরূপ সাড়াও মিলছে। কেন্দ্রের পাশাপাশি তৃণমূলে সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে মরিয়া নীতিনির্ধারকরা। তবে বড়োসড়ো প্রশ্নের জায়গা তৈরি হয়েছে দলের নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে। সরকারবিরোধী চূড়ান্ত আন্দোলনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব বেশ প্রশ্নবিদ্ধ। ধারণা করা হয়, সংগঠনকে সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে না পারায় গত দেড় দশকে রাজপথের আন্দোলনে ততটা সামর্থ্য নিয়ে টিকতে পারেনি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এ রাজনৈতিক দলটি।

অন্যদিকে এটাও সত্য যে, বাংলাদেশে বিএনপির ব্যাপক জনসমর্থন আছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সংগঠনটির পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে বিদেশেও। তবে নেতৃত্ব নির্বাচনে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান যতটা ক্যারিশমাটিক ছিলেন বর্তমান হাইকমান্ডে তা বহুলাংশেই অনুপস্থিত। অতীতের মতো বর্তমানে সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচন কেন হচ্ছে না, দলের ভেতরে-বাইরে এ প্রশ্নের পালে জোর হাওয়া লাগছে। উত্তর খুঁজতে গিয়ে স্থায়ী কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের দলের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণ ও অভিমত। তাদের অনেকে বলছেন, জিয়াউর রহমান সততা ও দেশপ্রেমের যে মানদণ্ডে নেতৃত্ব নির্বাচন করতেন বর্তমানে সে পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এর পেছনে সামাজিক অবক্ষয় এবং ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতির দায়ও দেখছেন তারা।

শুধু বিএনপি নয়, গোটা সমাজেই সঠিকভাবে নেতৃত্ব নির্বাচন হচ্ছে না। জিয়াউর রহমানের তুলনা তিনি নিজেই। তবে হ্যাঁ, জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যারা রাজনীতি করেছেন তারা অনেকটাই সংযত। তাদের সততা, মিতব্যয় ও সাদামাটা জীবনযাপন এখনকার সময়ে বিরল। জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভীক কর্মী তৈরি হয়েছে বলেই বিএনপি টিকে আছে। কর্মীরাই তো দল টিকিয়ে রেখেছেন। এখন যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারেক রহমান।

বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, পরিধি বাড়লেও দলে যোগ্য, মেধাবী ও মননশীল নেতৃত্বের অভাব রয়ে গেছে। নেতৃত্ব নির্বাচনে দলের প্রতিষ্ঠাতার মানদণ্ড মানা হচ্ছে না। এ কারণে বিএনপি বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে থাকলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। দলের অন্য একটি অংশের নেতারা মনে করেন, খালেদা জিয়া কারান্তরীণ এবং তারেক রহমান দেশের বাইরে থাকলেও দুই শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতিতে বর্তমান নেতৃত্বে বিএনপি যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ এবং সঠিক পথে রয়েছে। তাদের মতে, বড় রাজনৈতিক দলে সামান্য ভুল-ত্রুটি থাকবেই। এগুলো শুধরে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিপক্বতা দিয়ে মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনবে বিএনপি।

দলীয় সূত্র জানায়, ৪৫ পেরিয়ে ৪৬ বছরে পা রেখেছে বিএনপি। দীর্ঘ এ পথচলায় দলটি একাধিকবার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে। জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধীদলের ভূমিকায়ও ছিল একাধিকবার। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সবশেষ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে আসে। সেই সরকারের ২০০১-০৬ মেয়াদের শেষপ্রান্তে দেশে ওয়ান/ইলেভেনের উত্থান ঘটে। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের কাছে ভূমিধস পরাজয়ের পর টানা প্রায় ১৫ বছর ক্ষমতা বলয়ের বাইরে বিএনপি। এরমধ্যে ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন এবং ২০১৮ সালে ড. কামাল হোসেনকে 'ইমাম' মেনে নির্বাচনে গিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাজিত হয় দলটি। এরই মধ্যে দুর্নীতির একাধিক মামলায় কারাগারে যান খালেদা জিয়া। অন্যদিকে ১৫ বছর আগে ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দেশ ছেড়েছিলেন তারেক রহমান। সেই থেকে তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন। দেশের আদালতে একাধিক মামলায় তিনিও দণ্ডপ্রাপ্ত। রাজপথে দলের দুই শীর্ষ নেতার দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি এবং দলটির সাংগঠনিক বাস্তবতায় গত ১৫ বছরে বিভিন্ন সময় বিএনপির সরকার পতনের আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে। বিএনপির দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রায় অর্ধশতাব্দীর পথচলায় দলের কেন্দ্র থেকে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত নেতৃত্ব রয়েছে। সারাদেশে জেলা পর্যায়ে দলের ৮২টি সাংগঠনিক ইউনিট এবং বিশ্বের অন্তত ৪০টি দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কমিটি রয়েছে। আমাদের নেতা তারেক রহমান বর্তমানে দল থেকেই গড়ে ওঠা নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। আমাদের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ছাত্রদল থেকে এসেছেন। মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমান ছাত্রদল থেকে এসেছেন। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের অভিভাবক তারেক রহমানের হাত ধরেই বিএনপির বর্তমান নেতৃত্ব আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দেবে।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

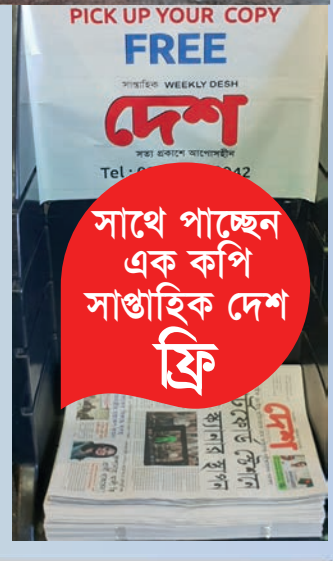

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

লন্ডন-বাংলা স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

বাংলাদেশি-অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনে নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার করেছে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুর ১২টায় আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব

লন্ডনে চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে বাংলা স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র এবং এডুকেশন চেয়ার কাউন্সিলর মায়ুম মিয়া তালুকদার। গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষাদানের জন্য লন্ডন বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে।

লেখক, সাংবাদিক এবং লন্ডন বাংলা স্কুলের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহানের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি তারেক রহমান ছানুর উপস্থাপনায় উদ্বোধনের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন এডুকেশন সেক্রেটারি আব্দুল বাছিত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মালবারি একাডেমির ডেপুটি হেড টিচার এবং লন্ডন বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তছউর আলী, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হাউজিং কমিটি চেয়ার কাউন্সিলর আব্দুল মান্নান, বাংলা স্কুলের শিক্ষক এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশ টিচার এসোসিয়েশনের ট্রেজারার প্রফেসর মিছবা কামাল, চিলড্রেন এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান জামালুর রহমান, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এমদাদ হোসেন টিপু, আল আরাফা টিভির সিইও মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে'র ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া, ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম, জয়েন্ট সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, স্পোর্টস সেক্রেটারি কবির আহমদ, ইসি মেম্বার মুহিবুল হক, মোহাম্মদ সুলতান আহমদ, বোর্ড মেম্বার সুহেল আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ শামীম আহমদ, নজরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, আমির হোসেন, এসোসিয়েট মেম্বার রাবেয়া জামান জোসনা, রুজি বেগম প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩০ শিক্ষার্থীকে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন রকমের বই, খাতা, কলম সহ শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডেপুটি মেয়র মায়ুম মিয়া তালুকদার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সকল সুযোগ সুবিধা দেয়ার আশ্বাস প্রদান করে এরকম একটি মহতি উদ্যোগের জন্য প্রশংসা করেন।

বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তছউর আলী বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা তৃতীয় প্রজন্মের কাছে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই নয়, একটি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি।

বাংলা স্কুলের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান বাংলা স্কুলকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল করে তুলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, লন্ডন বাংলা স্কুল পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়াও অভিভাবকদের নিয়ে স্কুল গভর্নর কমিটি গঠন করা হবে।

লন্ডন বাংলা স্কুল এর পরিচালন কমিটির সদস্য হলেন আনোয়ার শাহজাহান, মোহাম্মদ জাকারিয়া, সালেহ আহমদ, তারেক রহমান ছানু, সাইফুল ইসলাম, আব্দুল বাছিত, কবির আহমদ, মুফিজুর রহমান চৌধুরী, মো হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ সুলতান আহমদ, সোহেল আহমদ চৌধুরী, মুহিবুল হক, মোহাম্মদ শামীম আহমদ, নজরুল ইসলাম, মোঃ মস্তাক আহমদ হেলাল, আমীর হোসেন, সুহেল আহমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চ্যানেল এস এর সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার মুনিরা পারভিনের মায়ের মৃত্যুতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের শোক

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য, চ্যানেল এস এর সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার, আবৃত্তিশিল্পী মুনিরা পারভীনের মাতা শাহানা সুলতানা'র মৃত্যুতে ক্লাব নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ ও কোষাধ্যক্ষ সালেহ আহমেদ এক শোকবার্তায় মরহুমার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নেতৃবৃন্দ মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি তাঁর স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া কামনা করেন।

উল্লেখ্য, শাহানা সুলতানা গত ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাহ ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৪ বছর। তিনি স্বামী, ২ মেয়ে ও ১ ছেলেসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সাবেক সুপারিনটেনডেন্ট, শিক্ষাবিদ মোঃ শওকত আলীর সহধর্মিনী সিলেট নগরীর পশ্চিম সুবিদবাজার লাভলী রোডে (নির্ঝর ২১) বসবাস করতেন।

বৃহস্পতিবার বাদ আসর হযরত শাহজালাল (রহ.) দরগাহ মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে মাজার সংলগ্ন গোরস্থানে মরহুমাকে সমাহিত করা হয়। জানাজার নামাজে সিলেটের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

LONDON BANGLA PRESS CLUB

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি

হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848

সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায় (Sylhet City and Surrounding Areas)

1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয় (Buying and Selling of Land and Houses)
2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া (Contractual House Rent)

Community Development Initiative
Advancing to the next level

আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.

We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট
£14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

দারুল ইফতাহ ফতোয়া বোর্ড ইউকে
কমিউনিটির সেবায় ২৬ বছর

আমাদের সেবা সমুহ
- তালাক, খোলা ও বিবাহ বিচ্ছেদ সার্টিফিকেট
- মুসলিম ম্যারেজ ব্যুরো
- মুসলিম ম্যারেজ সার্টিফিকেট
- শাহাদাহ গ্রহণের সার্টিফিকেট
- সকল প্রকার এটাস্টেশন সার্ভিস

যোগাযোগ :
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
(ইমাম, মুসলিম মিনস্টার অব রিলিজিয়ন ও চ্যাপলেন)
Mob: 07951 225 409
(Appointment only: 6pm-9pm)

মেরি ডি লুইস সলিসিটরর্স এর নতুন অফিস উদ্বোধন

মেরি ডি লুইস সলিসিটরস'র নতুন অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৩ সেপ্টেম্বর বুধবার ইস্ট লন্ডনে অবস্থিত ফার্মের অফিসে এক আড়ম্বরপুর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবীদের উপস্থিতিতে চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে আইনি পরামর্শ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে এটা চালুও করেছি। এজন্য আমাদের দক্ষ একটা টিম সর্বদা কাজ করছে। ফার্মের আরেক পাটনার প্রিন্সিপাল সলিসিটর বিজু এন্তনী বলেন, আমরা পরবেট এবং প্রাইভেট ক্লায়েন্ট।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, চ্যানেল এস এর হেড অব পোগ্রাম ফারহান মাসুদ খান, একাউন্টটেন্ট মীর জুলহাস, সোনার বাংলা ট্রেভেলস এর স্বত্বাধিকারী, কমিউনিটি নেতা সায়াদ উদ্দিন,

ফিতা ও কেক কেটে এবং মিষ্টি বিতরণ করে এই অফিসের উদ্বোধন করা হয়।

মেরি ডি লুইস সলিসিটরস'র পার্টনার সলিসিটর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ৭ বছরের মত কমিউনিটির বিভিন্ন লোকজনকে আইনীসেবা দিয়ে আসছে। আমরা এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবো ইনশা আল্লাহ। তিনি বলেন, আমরা আমাদের সেবার মান আরও উন্নত করতে প্রতি সপ্তাহে সোমবার থেকে শুক্রবার বিকাল ২০ জনের বেশি টিম কাজ করছে কমিউনিটির সেবার জন্য। আপনাদের যেকোনো আইনী সেবার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের অভিজ্ঞ সলিসিটরগন আপনাদের এ সেবা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত। আমাদের দক্ষ টিমের সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ উল্লেখ করে তিনি বলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইমিগ্রেশন, ওয়ার্ক পারমিট, ফ্যামিল ল, সিভিল লেটিগেশন, কমার্শিয়াল প্রপার্টি, ক্রাইম, হাউজিং, উইল, কমিউনিটি নেতা জুবায়ের আহমেদ, সোহরাব হোসেন, আইনজীবী ও সাংবাদিক আব্দুল হামিদ টিপু, সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা ছাড়াও বিভিন্ন ল ফার্মের ব্যারিস্টার, সলিসিটর, সাংবাদিক, রাজনীতিবীদসহ বিভিন্ন পেশার মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা এ আইনী প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। পরে আগত অতিথিদের ইস্ট লন্ডনে অবস্থিত একটি রেস্টুরেন্টের হলরুমে মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সদস্য আসলাম উদ্দিনের ইন্তেকাল

গার্ডেন্স অব পিসে গোরস্থানে সমাহিত

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সদস্য ও কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসের এর কো-অর্ডিনেটর আসলাম উদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে তিনি মোটর নিউরন ডিজিজ রোগে আক্রান্ত হয়ে পূর্ব লন্ডনের বো এলাকায় নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে ছাড়াও অনেক আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। আসলাম সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মোল্লাপুর ইউনিয়নের মোল্লাগ্রামের মরহুম নুর উদ্দিনের বড় ছেলে। এদিকে শুক্রবার সকালে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েলে লন্ডনের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার বাদ জোহর ইস্ট লন্ডন মসজিদে জানাজার নামাজের মাধ্যমে হাজারো লন্ডনবাসী শেষ বিদায় জানান লন্ডনের সামাজিক রাজনৈতিক এবং ইসলামিক অঙ্গনের এক পরিচিত মুখ আসলাম উদ্দিনকে। মরহুমের জানাজার নামাজে ইমামতি করেন তার সুযোগ্যপুত্র হানিফ। জানাজা শেষে চিগউয়েল গার্ডেন অব পিস কবরস্থানে দাফন করা হয়। সেখানে শতশত শুভাকাঙ্খী উপস্থিত ছিলেন কবরে এক মুঠো মাটি দেয়ার জন্য। আসলাম উদ্দিনের জানাজায় অংশ নেন তার নিজের সংগঠন মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন ও কাউন্সিল অফ মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটেস ছাড়া ও বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ। টাওয়ার হ্যামলেটের কাউন্সিলের মেয়র লুতফুর রহমান, ডেপুটি মেয়র মায়ুম মিয়া তালুকদার, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, ইসলামিক সংগঠন, সামাজিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্রেণীপেশার মানুষ জানাজায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য, আসলাম উদ্দিন সারাজীবন একজন দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করে গেছেন।

মোঃ আসলাম উদ্দিন ছিলেন নন মুসলিমদের জন্য দাওয়া প্রজেক্ট ইসলাম এওয়ারনেস প্রজেক্ট এর ওয়ার্কার। এছাড়াও ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ, ইয়াং মুসলিম অর্গানাইজেশন ইউকে, মসজিদ টিএইচ কানেক্টিং কমিউনিটি এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সম্প্রতি ফ্রেন্ডস ফর লাইফ এআইডি এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক, নীতি ও আদর্শের মাধ্যমে তৈরি করেছেন শত শত নেতাকর্মী। কোন পদ পদবী বা লোভ তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। শরীরে অসুখ নিয়েও সংগঠনের যে কোন প্রোগামে থেকেছেন অগ্রনী ভুমিকায়। অসুখকে অড়ালে রেখে কাজ করেছেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তার জীবনের বেশিরভাগ সময় ইসলামিক দাওয়াহ ও দাতব্য কাজে নিবেদিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

ই-বাইক অগ্নিকান্ড মোকাবেলায় সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান কাউন্সিলের

ই-বাইক এবং ই-স্কুটারগুলির কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান অগ্নিকাণ্ডে উদ্বেগ জানিয়ে এই দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সরকারকে আরও কিছু করার আহ্বান জানিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

হোম সেক্রেটারী সুয়েলা ব্র্যাভারম্যানের কাছে লেখা একটি চিঠিতে কাউন্সিল বলেছে যে, ই-বাইক এবং ই-স্কুটার গুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফলে তাদের ব্যাটারির কারণে অগ্নিকা–র ঘটনার হার 'নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি' পেয়েছে এবং বাসিন্দাদের সুরক্ষার জন্য এ ব্যাপারে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আইনচ্চকানুনগুলোকে আরো যুগোপযোগী করা, নিরাপদ চার্জিং স্পেস তৈরির লক্ষ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা, লিথিয়াম ব্যাটারি আমদানির বিষয়ে আরও শক্তিশালী নমুনা এবং পরীক্ষা, এগুলোর সরবরাহকারী ব্যবসার জন্য একটি জাতীয় নিবন্ধন সংস্থা গড়ে তোলা এবং এই সমস্যাটি নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার জন্য বলা হয়েছে কাউন্সিলের চিঠিতে।

লন্ডন ফায়ার ব্রিগেডের মতে, টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রতি মাসে গড়ে একটি ই-বাইক বা ই-স্কুটারে আগুন লাগে। দুঃখজনকভাবে, গত মার্চ মাসে ঘটে যাওয়া একটি অগ্নিকা–র ফলে ৪১ বছর বয়সী ব্যক্তি তার জীবন হারায়। এই মৃত্যুর ঘটনার পর করোনার এর পক্ষ থেকে অফিস ফর প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড সেফটি (ওপিএসএস) - কে অধিকতর নিরাপত্তা মান প্রবর্তনের জন্য বলা হয়।

সম্প্রতি, টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল স্থানীয় দোকানগুলোতে আমদানি করা এবং অনিরাপদ ৭৭টি লিথিয়াম ব্যাটারি খুঁজে পেয়েছে এবং অপসারণ করেছে।

লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড এর সহযোগিতায় টাওয়ার হ্যামলেটস হ্যাশট্যাগ চার্জসেইফ

টাওয়ার হ্যামলেটস শিরোনামে স্থানীয়ভাবে একটি সচেতনতামূলক প্রচারণা শুরু করেছে। টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, আমরা আমাদের এই বারার রাস্তায় যত বেশি ইচ্চবাইক এবং ইচ্চস্কুটার দেখছি, সেগুলোর ব্যাটারির কারণে আরও বেশি করে অগ্নিকান্ডের ঘটনা দেখতে পাচ্ছি চ্চ যা জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। টাওয়ার হ্যামলেটসের ৮০ শতাংশ বাড়িই হচ্ছে ফ্ল্যাট। তাই এটি একটি বিশেষ উদ্বেগের কারণ যে দ্রুত গতিতে আগুন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই সমস্যা মোকাবেলায় কিছু না করা কোন সহজ বিকল্প হতে পারেনা। আমরা স্থানীয়ভাবে লোকজনকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি। কিন্তু এই অগ্নিকা–প্রতিরোধে এবং মানুষকে নিরাপদ রাখতে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড গত বছরের তুলনায় ইচ্চবাইক এবং ইচ্চস্কুটার সম্পর্কিত অগ্নিকা–৬০% বৃদ্ধির রিপোর্ট করেছে এবং জানুয়ারি এবং জুলাই ২০২৩ এর মধ্যে, তারা শুধুমাত্র টাওয়ার হ্যামলেটসে ই-বাইক এবং ই-স্কুটার অগ্নিকান্ডের রিপোর্টকৃত ১৩টি ঘটনায় অংশগ্রহণ করেছে।

আরও তথ্য দেখায় যে, এই অগ্নিকান্ডের ফলে আহতদের প্রায় এক তৃতীয়াংশেরই বয়স বিশের কোঠায়, এবং প্রায়শই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে এমন বাড়িতে যেখানে একাধিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ শিশু ছাড়া একসঙ্গে বসবাস করছেন।

লন্ডন ফায়ার ব্রিগেডের টাওয়ার হ্যামলেটস বরো কমান্ডার রিচার্ড ট্যাপ বলেছেন, এটি অবিশ্বাস্যভাবে উদ্বেগজনক যে আমরা ইচ্চবাইক এবং ই-স্কুটার গুলোর সাথে জড়িত ঘটনাগুলির বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। যখন এই ব্যাটারি এবং চার্জার গুলি ত্রুটি দেখা দেয়, তখন এগুলোর আচরণ ভয়াবহ হয় এবং এর কারণে সৃষ্ট আগুন এত দ্রুত বিকাশ লাভ করে যে পরিস্থিতি দ্রুত অবিশ্বাস্যভাবে গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা প্রধানত আগুন দেখতে পাচ্ছি যেখানে অনলাইন মার্কেটপ্লেস থেকে ব্যাটারি কেনা হয়েছে এবং যখন এগুলি ইন্টারনেটে পাওয়া গেছে, যা সঠিক নিরাপত্তা মান পূরণ করতে পারে না। আমাদের পরামর্শ হল এই আইটেমগুলিকে সম্ভব হলে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা এবং চার্জ করা, যেমন একটি শেড বা গ্যারেজে, এবং যদি ব্যাটারিগুলো ঘরের ভিতরে সংরক্ষণ করতে হয়, নিশ্চিত করুন যে সেখানে ধোঁয়া শনাক্তকারী এলার্ম লাগানো আছে এবং জরুরি মূহুর্তে আপনার পালানোর উপায় বাধাগ্রস্ত না হয়। যাইহোক, আমরা জানি যে এটি সবার জন্য সম্ভব হবে না, তাই আপনি যদি এগুলো ঘরের ভিতরে চার্জ করেন, অনুগ্রহ করে এটা নিশ্চিত করুন যে আগুন লাগলে আপনার বাড়ির সবাই জানেন কি করতে হবে।

তিনি বলেন, যদি আপনি বাড়িতে আগুন দেখতে পান তবে নিজে আগুন নেভাবেন না, দরজা বন্ধ করুন, ঘর ছেড়ে অবিলম্বে বেরিয়ে আসুন এবং ৯৯৯ নম্বরে কল করুন।

চিঠিটি ডিপার্টমেন্ট ফর বিজনেস এন্ড ট্রেড এ পাঠানোর পর মিনিস্টার ফর এন্টারপ্রাইজ, মার্কেটস এন্ড স্মল বিজনেস, কেভিন হলিনরাকের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া পেয়েছে কাউন্সিল।

মন্ত্রী টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলকে বলেছেন, যুক্তরাজ্যের ভোক্তাদের সুরক্ষা 'সরকারের জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার' এবং ওপিএসএস 'পণ্যগুলোর ব্যর্থতার কারণগুলি এবং এর ফলে উপস্থাপিত ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য সুরক্ষা পর্যালোচনা করা হচ্ছে'। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

Paying too much?

এক্সাম্পল, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের নো ক্লেম বোনাস প্লাস ক্লিন লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ৩০-৪০ পাউন্ড খরচ করছেন।

আপনার পেমেন্ট প্লাস পেপার ওয়ার্ক প্লাস সার্টিফিকেট যোগাযোগ সরাসরি মেইন ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সাথে, ব্রোকার এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান ইন্সুরেন্স পেমেন্ট এমাউন্ট থেকে আপটু ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে ডিরেক্ট ডেবিটের মাধ্যমে কম খরচে ইন্সুরেন্স করিয়ে দিয়ে থাকি।

(We do not help CAB/TRADE INSURANCE)

Serving for last 10 years

TO GET A QUOTE Please call (Mon-Sat 9-8 pm)
Mr. Ali on 07950 417 360 /020 8123 0430 Fax: 020 7806 0776
Email:e3cheapcarinsurancebroker1@hotmail.co.uk
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
http://sites.google.com/e3cheapcarinsurancebroker

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER
(LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

আল্লামা সাঈদীর স্মরণ সভায় বক্তারা

মেডিক্যাল নেগলেজেন্সির মাধ্যমে সাঈদীকে হত্যা করা হয়েছে

'তথাকথিত মিডিয়া ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বর্তমান ফ্যাসিস্ট ও ইসলাম বিদ্বেষী সরকার সাঈদীকে ফাঁসি দিয়ে রাজাকার প্রমাণ করতে চেয়েছিল। নতুন প্রজন্মের কাছে সাঈদীকে, ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে ইসলামী জাগরণ বন্ধ করতে তারা সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। বিচারপতি নিজামুল হকের সাঈদীকে ফাঁসি দেওয়ার গোপন ভিডিও পৃথিবীবাসী আজও ভুলেনি।

সরকার গেছে পাগল হইয়া তারা দুটি রায় চায়। এটা কোন বিচার ছিল না, এটা বিচারের নামে অবিচার। এগুলো ছিল শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ থেকে সাজানো একটি নাটক। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চাপে তারা সাঈদীকে ফাঁসি দিতে ব্যর্থ হয়ে অন্যায়ভাবে তাকে যাবজ্জীবত কারাদ–দ–ত করে। জেলের অন্ধ কারাগারের মধ্যে দীর্ঘ ১০টি বছর অনাদরে অবহেলায় সঠিক চিকিৎসার অভাবে তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। ৮৩ বৎসরের একজন বৃদ্ধ হার্টের রোগীকে যেভাবে চিকিৎসা দেওয়ার কথা ছিল সরকার তা করেনি। হসপিটাল এনে মেডিক্যাল নেগলেজেন্সির মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হয়।' গত ১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের ওলহ্যাম শহরে দা গ্রান্ড ভেনু হলে ওলহ্যাম মুসলিম সোসাইটির উদ্যোগে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী (রহ) স্মরণে আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে, কমিউনিটি লিডার সৈয়দ বদরুল আলম, মোহাম্মদ মাসুম আহমদের যৌথ সঞ্চালনায় শোক সভায় বক্তব্য প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়েখ আবুল হোসাইন খাঁন। তিনি বলেন, সাঈদী সাহেবের সাথে তার জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক স্মৃতিচারণ উল্লেখ করে বলেন, সাঈদী সাহেব খুব অমায়িক, বিনয়ী, নির্লোভ, সদা হাস্যজ্জল, পরোপকারী একজন আলেম ছিলেন। তিনি খুব সহজেই মানুষকে আপন করতে পারতেন। তার প্রাঞ্জল হৃদয় গাহি বক্তব্য মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতো। যেসব বিদেশী শক্তি বাংলাদেশে ইসলাম উত্থান হোক চায়না, বাংলাদেশকে যারা সেকুলার বানাতে চায়, তারাই সাঈদী সাহেবকে বন্দী করে নির্মমভাবে শহীদ করেছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন আন্তর্জাতিক আইন ও রাজনীতি বিশ্লেষক, হিউম্যান রাইট ডিফেন্ডার ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে মন মাতানো নাশিদ পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নাশিদ শিল্পী আল আমিন সাদ এবং তালহা বিন শফিক।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা ইয়াহইয়াহ, মোহাম্মদ নানু মিয়া, মোহাম্মদ ফারুক আলী মতলিব, মাওলানা ফেরদৌস চৌধুরী, মাওলানা নোমান আহমেদ, মোহাম্মদ আনোয়ার আলী জিতু, কাউন্সিলর ইদু মিয়া (আস্টন), আব্দুল কাইয়ুম তালুকদার (আস্টন), মিজান চৌধুরী, নিক্সন চৌধুরী, মোহাম্মদ সমুজ। এসময় বিভিন্ন মসজিদের খতিব, আলেম উলামা, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সমাজসেবী, রাজনীতিবিদসহ নানা পর্যায়ের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে সাঈদীর শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করে সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ছাতক ইসলামিক সোসাইটির ইউকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও নির্বাচন

সারওয়ার হোসেইন: যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সামাজিক চ্যারিটি ও শিক্ষা উন্নয়নমূলক সংগঠন ছাতক ইসলামিক সোসাইটি ইউকের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর রবিবার লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সেমিনার হলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে আগামী দুই বৎসরের জন্য সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন লোকমান আহমদ ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এনামুল হক শাহীন।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মতিউর রহমান, ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আনোয়ার হোসেন আনু। বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাকির খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়েখ আবুল হোসেইন খান, নুরুল ইসলাম এমবিই, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর আহবাব মিয়া ও আশিকুর রহমান।

নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন হাজী মনির উদ্দিন, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ও মজর আলী। আগামি দুই বৎসরের জন্য ৩১ সদস্য বিশিষ্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ট্রেজারার মাওনানা ছালেহ আহমদ, ফান্ড রেইজীং সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান সুমন, প্রজেক্ট সেক্রেটারি শাহনুর আলী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবু সাঈদ নীলু, এডুকেশন সেক্রেটারি আতিকুর রহমান মাসুম, সোসাল ওয়েল ফেয়ার সেক্রেটারি কুতুবুজজামান শামিম, অফিস সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম শিশু, কালচারাল সেক্রেটারি আনওয়ার হোসাইন, ইয়ুথ সেক্রেটারি মতিউর রহমান, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি শফিজুর রহমান।

এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বাররা হলেন যথাক্রমে মনির উদ্দিন , আবদুল্লাহ আল মাহমুদ , এমদাদুর রহমান , মুহিব আহমদ , মজর মিয়া , সারওয়ার হোসেইন সুজন,দেলোয়ার হোসেইন , মাওলানা মাশুক আহমদ , মানিক মিয়া , আবদুল মালিক চৌধুরী, আজরফ আলী , উসমান গনী, আনগুর মিয়া, আবুল কালাম, আমিনুর রহমান লিলু , মতসিন আলী , মকবুল আহমদ।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ ছাতক ইসলামিক সোসাইটি ইউকের বিগত দিনের সামাজিক ও শিক্ষা উন্নয়নমূলক সকল কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। মানবতার কল্যাণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন, ইসলামী সুশিক্ষার প্রচার-প্রসারে আগামী দিনে ছাতক ইসলামিক সোসাইটির সকল কার্যক্রমে ছাতক প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন। পরিশেষে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ইস্টহ্যান্ডস'র আয়োজনে লন্ডনে বাগান প্রেমীদের মিলন মেলা

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস ও নিউহ্যাম এলাকায় বসবাসরত বাগান প্রেমিদের মিলন মেলা বসেছিল। গত ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে এ মিলন মেলার আয়োজন করে আন্তজার্তিক চ্যারিটি সংস্থা ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির

সংস্থা।

বাগান নিয়ে সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইস্ট হ্যান্ডস এর চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক আসম মাসুমের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস এর স্পিকার কাউন্সিলর জাহেদ বক্স চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট একরামুল কবির।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আজম খান, বাংলাদেশ সেন্টারের সেক্রেটারি দেলোয়ার হোসেন, ট্রাস্টি ও আর্থিক পরামর্শকারী বাবলুল হক ও তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল।

এছাড়া সম্মাননা ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন, জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এস এর সংবাদ পাঠক ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ট্রেজারার সাংবাদিক সালেহ আহমদ, প্রথম নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরী বাবু, ট্রাস্টী, ট্রেনিং সেক্রেটারি ও সাংবাদিক ইমরান আহমেদ, সাংবাদিক আলাউর রহমান শাহীন, ইস্ট হ্যান্ডসের দূত ও সাংবাদিক পলি রহমান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহকারী ট্রেজারার মোঃ আবদুল কাইয়ুম, বিডিনিউজ২৪ এর সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাশ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কমিউনিকেশন সেক্রেটারি মো আবদুল হান্নান। প্রকল্প সমন্বয়কারী দায়িত্বে ছিলেন রুমানা রাখী।

টাওয়ার হ্যামলেটস এবং নিউহ্যাম কাউন্সিলের ২৮ জন বাসিন্দা তাদের নিজস্ব বাগানে সবজি চাষ এবং অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে গ্যাডেনিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট দেয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন-মুমিন খান, মোহাম্মদনুরুল হক লালা মিয়া. শাহীন আহমেদ, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, সৈয়দা রুকসানা ইসলাম, জোবেরা খাতুন, সুলতানা চৌধুরী, ফারুক মিয়া, আজম খান, সাঈদ চৌধুরী (শোবুজ), আব্দুল ওয়াদুদ তুহিন, জাহিদুল হক, আবুল কালাম, আজাদ খান, হারুনমিয়া, শাহজাহান, মোঃ মারুফ মিয়া, শাবুল চৌধুরী, জনাব হাবিবুর রহমান, গাজী হাসান আব্দুল লতিফ, রেজাউল করিম মৃধা, আব্দুল সালাম শেখ, আনোয়ারা খানম শেখ, আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, লিটন হোসেন, আবুল হাসনাত ও মুসাদ্দিক ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিলেতের যান্ত্রিক জীবনে শত ব্যস্ততার মাঝেও যারা যে সকল মানুষ নিজেদের বাড়ির ফ্রন্ট কিংবা বেকগার্ডেনে এবং ছাদের উপর দেশি বিদেশি শাক সবজি চাষ করেন সেটা সবার মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি। পরিবশের ভারসাম্য রক্ষায় বাগানের গুরুত্ব অপরিসীম বলে জানান বক্তারা। বক্তারা ইস্ট হ্যান্ডস এর এমন আয়োজনের ভুয়সি প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটেস ও নিউহাম কাউন্সিলের বাগান প্রেমীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বাগান প্রেমিদের এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল ন্যাশনাল লটারি ফান্ড। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিক্ষোভের মুখে রেডব্রিজ ওয়ানস্টেড যুব কেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত

স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে রেডব্রিজ ওয়ানস্টেড যুব কেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে রেডব্রিজ কাউন্সিলের বৈঠক স্থগিত করে বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) আবারও বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, রেডব্রিজ কাউন্সিল এই যুবকেন্দ্রটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে ইলফোর্ড টাউন হলে বৈঠকে বসেছিল। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে রেডব্রিজ কাউন্সিল ওয়ানস্টেড যুব কেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত বাচ্চবায়ন থেকে বিরত থাকে এবং বৈঠক মুলতবী করে।

প্রতিবাদ সমাবেশে রেডব্রিজের স্থানীয় বাসিন্দা রেডব্রিজ কমিনিটি ট্রাস্টের (আরসিটি) সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনসহ বক্তারা বলেন, আমরা কেন্দ্রটি রক্ষার জন্য লড়াই করব। তিনি বলেন, তিনি যে কোনও মূল্যে বাসিন্দাদের সাথে থাকবেন, তিনি ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষার জন্য লড়াই করবেন। এই যুব কেন্দ্রাট থাকলে আমাদের শিশুদের সুস্থতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে।

লন্ডনের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল বলেন, কেন্দ্রটি রক্ষার জন্য আমাদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

এদিকে রেডব্রিজ কাউন্সিল তাদের সিদ্ধান্ত বাচ্চবায়নের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে ইলফোর্ড টাউন হলে অধিবেশনে বসার কথা রয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দ্বীপ রাষ্ট্র, নেই রাজধানী

রাজধানী একটি দেশ, রাজ্য, বা অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শহর, যেখান থেকে দেশটির সরকার পরিচালিত হয়। সাধারণত রাজধানী শহরেই সংশ্লিষ্ট সরকারের সব ধরনের সভা ও অধিবেশন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এটি সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের

সরকার বা আইন দ্বারা সিদ্ধ থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে দেশ বা রাজ্যের আইনসভা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত থাকে।

রাজধানী শব্দের ইংরেজি ক্যাপিটাল শব্দটি ল্যাটিন ক্যাপিট থেকে এসেছ যার অর্থ হলো 'প্রধান'। এছাড়াও ইংরেজি ক্যাপিটাল শব্দটি আরো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বাংলায় রাজধানী বলতে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শহরকেই বোঝানো হয়ে থাকে। রাজধানী হতে হলে কোনো শহরকে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর না হলেও চলে, কিন্তু রাষ্ট্রটির সব প্রশাসনিক কার্যক্রম উক্ত শহরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

আর তাই প্রতিটি দেশের রাজধানী রয়েছে। যা গুরুত্বপূর্ণ শহর। প্রশাসনিক কার্যাবলী রাজধানী কেন্দ্রীক। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে যার কোনো রাজধানীই নেই।

দেশটির নাম, ঠিকানা ও পরিচয় : বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দ্বীপ রাষ্ট্র নাউরুর কোনো রাজধানী নেই। নাউরু দেশটি কোথায় অবস্থিত? এই দেশটি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মাইক্রোনেশিয়ায় অবস্থিত। এটি নোরু নামেও পরিচিত। প্রায় ২১ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রিক রাষ্ট্র এটি। এটি বিশ্বের একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী দেশ যার এখনও কোনো রাজধানী নেই। ১৯০৭ সাল থেকে নাউরুতে ফসফেট খনন করা শুরু হয়। যা এখনও চলছে।

দেশটি অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে : এত অল্প জনসংখ্যা সত্ত্বেও এখানকার মানুষের মধ্যে দক্ষতার অভাব নেই। কম জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও এই দেশটি কমনওয়েলথ এবং অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে আসছে। এই দেশের সরকারি মুদ্রা অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হয় নাউরুয়ান।

৩০০০ বছর আগে এই দেশে বসতি স্থাপন করেছিল : বলা হয় যে, প্রায় ৩০০০ বছর আগে মাইক্রোনেশিয়ান এবং পলিনেশিয়ানরা এই দেশে দ্বারা বসতি স্থাপন করেছিল। এদেশের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছে বটে, কিন্তু সেই সংখ্যাটাও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

নাইরুর আয়ের প্রধান উৎস ফসফেট খনি : কথিত আছে যে, এই স্থানটি ঐতিহ্যগতভাবে ১২টি উপজাতি দ্বারা শাসিত ছিল। যার প্রভাব দেখা যায় এদেশের পতাকাতেও। ৬০-৭০-এর দশক থেকেই এই দেশের আয়ের উৎস ছিল ফসফেট খনি। কিন্তু অতিরিক্ত শোষণের কারণে এই আয়ের উৎসও শেষ হয়ে যায়। বর্তমানে এখানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়।

পর্যটকরা নাউরুতে বিশেষ যান না : নাউরুতে পর্যটকের ভিড় বিশেষ হয় না। আর এই কারণেই এর সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা অটুট রয়েছে। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১১ সালে এই দ্বীপ রাষ্ট্রে মাত্র ২০০ জন পর্যটক গিয়েছিলেন। বিদেশিদের ভিড় কম বলেই এখানকার মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সুখে জীবনযাপন করেন। ২০১৮ সালের আদমশুমারি অনুসারে, এখানকার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১১ হাজারের কাছাকাছি। আজও এই দেশ সম্পর্কে খুব কম মানুষই হয়তো খোঁজ খবর রাখেন।

নাউরু বিমানবন্দর : এত কম জনসংখ্যা সত্ত্বেও এখানে একটি বিমানবন্দর রয়েছে। যার নাম 'নাউরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'। এখানকার অধিকাংশ মানুষই খ্রিস্টান। কিন্তু অনেকেই আছেন যারা কোনো ধর্ম মানেন না। সূত্র: ডেইলি বাংলাদেশ

৯৮ বছর বয়সে মোটরসাইকেল রেসিংয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

বয়স্ক মানুষের লাঠি ঠুকে চলার কথা শুনেছেন অথবা পড়ে থাকতে দেখেছেন শয্যায়। কিন্তু কখনো কি শুনেছেন ৯৮ বছরে মোটরসাইকেলে করে দিব্যি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন কোনো ব্যক্তি? হ্যাঁ। সম্প্রতি এমনি এক লোক রেকর্ড গড়লেন মোটরসাইকেল প্রতিযোগিতায়। গিনিস ওয়ার্লড রেকর্ড এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, তার নাম লেসলি হ্যারিস (৯৮)। তিনি নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দা। তিনি পুরুষ বিভাগে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মোটরসাইকেল রেসার হিসেবে পরিচিত। গত বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর এই স্বীকৃতির কথা প্রকাশ করেছে গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ডস। গত রবিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ওই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো। গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৪৩তম ক্লাসিক মোটরসাইকেল ফেস্টিভ্যালে হ্যারিস এই রেকর্ড গড়েন। বয়স তখন তার ৯৭ বছর ৩৪৪ দিন। বয়স ৯৮ বছর পূর্ণ হতে বাকি ছিল আর মাত্র ২১ দিন।

এই বয়সেও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে ছিলেন না লেসলি হ্যারিস। চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন তিনি। এর আগে তিনি ২০১৯ সালে ৯৩ বছর বয়সে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি ১৭৭ সিসির একটি পুরনো মডেলের মোটরসাইকেল ব্যবহার করেছিলেন যার গতি ঘণ্টায় ১৩৪ কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে থাকে।

লেসলি হ্যারিস ২০২০ সালে ক্লাসিক ফেস্টিভ্যালে একটি পাহাড়ে মোটরসাইকেল চালানোর সময় দুর্ঘটনার শিকার হন। মোটরসাইকেলটি ছিটকে পড়ে গেলে তার ছয়টি পাঁজর ভেঙে যায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি দ্রুত সেরে উঠেন। তবে এর পরের দুই বছর কোভিড-১৯ এর কারণে এ উৎসব অনুষ্ঠিত স্থগিত ছিল।

৫০০০ বিষাক্ত বিচ্ছুর সঙ্গে ৩৩ দিন কাটালেন নারী

বিচ্ছু বা বিছা অনেকের কাছেই ভয়ংকর এক পতঙ্গ। যা দেখলে কয়েক হাত দূরেই থাকতে চান। কারণ এর এক কামড়ে যে যন্ত্রণা তা সহ্য করা খুবই কঠিন। এমনকি বিষাক্ত বিছের কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে এই বিষাক্ত ৫ হাজার ৩২০টি বিচ্ছুর সঙ্গে মাত্র ১২ স্কয়ার ফুটের একটি কাচের ঘরে ৩৩ দিন ও রাত কাটিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন এক নারী।

থাইল্যান্ডের বাসিন্দা কাঞ্চনা কেতকাউ এমনই সাহসী কাজ করেছেন। ২০০৯ সালে এই রেকর্ডটি করেন কাঞ্চনা। ২০০২ সালে করা নিজের রেকর্ডটিই ভাঙেন তিনি। এরপর নতুন করে এখনো কেউ এই রেকর্ড করতে পারেনি।

কাঞ্চনার সঙ্গে ৫ হাজার বিচ্ছু প্রথমে দেওয়া হয়েছিল। এরপর এই ৩৩ দিনে অনেক বিচ্ছু মারা গেছে আবার অনেক বিচ্ছুর জন্মও হয়েছে। এরমধ্যে আরও ১ হাজার বাড়তি বিচ্ছু সেই কাচের ঘরের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল।

কাঞ্চনাকে মোট ১৩ বার বিচ্ছু কামড়েছিল। তবে বহু বছর ধরে তিনি শরীরে বিছের কামড় সহ্য করার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ফলে বিষ তার উপর খুব কম প্রভাব ফেলেছিল।

কাঞ্চনার রেকর্ডটির আয়োজন করেছিল রিপলির বিলিভ ইট অর নট! পাতায়ার রয়্যাল গার্ডেন প্লাজা শপিং মলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে অনেক পর্যটক এবং মিডিয়ার মানুষ জড়ো হয়েছিল কাঞ্চনাকে দেখতে।

কাচের ঘরটিতে দেওয়া হয়েছিল একটি টেলিভিশন, একটি বিছানা, বই এবং একটি রেফ্রিজারেটর। সেখানে খাবার শুধু কাঞ্চনার জন্যই নয় বিচ্ছুদের জন্যও দেওয়া হতো। প্রতিদিন বিচ্ছুদের কাঁচা ডিম এবং শূকরের মাংসের মিশ্রণ খেতে দিতো কাঞ্চনা। তাকে প্রতি আট ঘণ্টায় ১৫ মিনিটের টয়লেট বিরতির অনুমতি দেওয়া হতো।

এছাড়া কাঞ্চনা বেশিক্ষণ বিচ্ছু মুখের মধ্যে নিয়ে রাখার রেকর্ডও করেছিলেন। তিনি একটি বিষাক্ত বিচ্ছুকে ২ মিনিট ৩ সেকেন্ড তার মুখের ভেতর রেখেছিলেন। কাঞ্চনার আগে সর্বপ্রথম এই রেকর্ড করেন মালয়েশিয়ার নর মালেনা হাসান। তিনি ৩০ দিন থাকতে পেরেছিলেন। তাকে বিচ্ছুরা ৭ বার কামড় দিয়েছিল। শুরুতে বিষের প্রভাব কম হলেও ধীরে ধীরে তার শরীরে ছড়িয়ে পরে তা। ৩০ দিন পর তিনি অচেতন হয়ে পড়লে তাকে বের করে আনা হয়। সূত্র: গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ড

শরীরে ৬৬৭ বার মেয়ের নাম ট্যাটু করালেন বাবা

ভেঙে দেন দিয়েদ্রা ভিগলি নামে এক নারী। তিনি আমেরিকার বাসিন্দা। দিয়েদ্রা নিজের নামের ৩০০টি ট্যাটু করিয়েছিলেন। ফলে রেকর্ড হাতছাড়া হয়ে যায় মার্কের।

হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না মার্ক। নিজের হারানো উপাধি ফিরে পেতে মরিয়া ছিলেন তিনি। যেমন ভাবা তেমন কাজ। কিন্তু পিঠে তো আর জায়গা নেই। তাই দু'পায়ে ৪০০টি ট্যাটু করিয়ে ফেলেন মার্ক। দু'পায়ে ২০০টি করে ট্যাটু করানোর পর উচ্ছ্বসিত হয়ে মার্ক বলেন, 'রেকর্ড ফিরে পাওয়ার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। এটা আমি আমার মেয়েকে উৎসর্গ করলাম।'

জানা গিয়েছে, দু'জন ট্যাটু শিল্পী মিলে এক ঘণ্টা ধরে ট্যাটুগুলো করেছেন। এই মুহূর্তে দ্বিতীয় সন্তানের কোনো পরিকল্পনা নেই মার্ক ও তার স্ত্রীর। তবে ভবিষ্যতে যদি তাদের আবার সন্তান হয়, তাহলে আবারও এই ট্যাটু দিয়ে বড় কোনো কাণ্ড ঘটাবেন মার্ক। মেয়ের প্রতি এমন ভালোবাসায় মুগ্ধ পুরো বিশ্ব।

দ্বিতীয়বার বিশ্বরেকর্ডের জন্য হলেও প্রথমে কিন্তু মেয়ের নাম ট্যাটু করানোর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। মার্ক মেয়ে লুসির জন্ম উদযাপনের জন্য এই ট্যাটু করিয়েছিলেন। তিনি নিজেই ট্যাটুর নকশা করেছিলেন। সেখানে দেখা যায় একটি খোলা বইয়ে দুটি খোলা পৃষ্ঠায় বারবার লুসির নাম লেখা। যা গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ডস বইকে বোঝায়। সূত্র: গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ড

রহস্যময় গোলাপি হ্রদ

জলের রং কেমন? এমন প্রশ্নে অনেকেই বলবেন জল বর্ণহীন কিংবা কেউ বলবেন প্রকৃতির আলো-ছায়ায় নীল বা সবুজ বর্ণ। তবে তা দূর থেকে লাগলেও কাছে যেতেই বর্ণহীন হয়ে যায়। কিন্তু গোলাপি হ্রদ বা পিঙ্ক লেকের নাম শুনেছেন? ভাবছেন হ্রদের রং গোলাপি হয় কীভাবে? পৃথিবীতে আসলেই এমন কিছু লেক রয়েছে যেগুলোর রং গোলাপি। চলুন জেনে আসা যাক এমন কয়েকটি লেক সম্পর্কে।

লেক ন্যাট্রন হ্রদ : লেক ন্যাট্রন হ্রদটির সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এটি তানজানিয়া ও কেনিয়া এই দুটি দেশের সীমান্তে অবস্থিত। হ্রদটি দেখতে টুকটুকে গোলাপির মতো হলেও ভীষণ বিপদজনক। সৌন্দর্য দেখে যে কেউ হ্রদে ঝাঁপ দিতে চাইবেন। কিন্তু সেই সাধ হয়তো আপনার পূরণ হবে না। কারণ এর সংস্পর্শে অভিযোজনহীম প্রাণীদের ত্বক ও চোখ পুড়ে যেতে পারে।

সিভাশ লবণ উপহ্রদ : কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগরের মধ্যবর্তী ক্রিমিয়ান উপদ্বীপে অবস্থিত সিভাশ লবণ উপহ্রদ। হ্রদগুলোর জল অগভীর হলেও ক্রিমিয়ান উপদ্বীপের অর্থনীতির অপরিহার্য অংশ এটি। এখান থেকে প্রতি মৌসুমে আন্তর্জাতিকভাবে লবণ সংগ্রহ করা হয় এবং মজুদ ও প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করা হয়।

লেক রেটবা : পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় সেনেগালের লেক রেটবা। ১ বর্গ মাইল আয়তনের এই গোলাপি হ্রদ সেনেগালীয়দের লবণ সংগ্রহ ও পর্যটনের অন্যতম উৎস। নভেম্বর-জুনের মধ্যবর্তী শুষ্ক মৌসুমে এখানে ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সময়। কেননা এসময় এর গোলাপি আভা ভালোভাবে ফুটে ওঠে।

লাস স্যালিনাস দে তোরেভিজা হ্রদ : লাস স্যালিনাস দে তোরেভিজা হ্রদ ধীরে ধীরে গোলাপি রুপ ধারণ করে। এটি স্পেনে অবস্থিত। যদি কখনো হ্রদের প্রাণীদের প্রজনন মৌসুমে এই হ্রদে যান, তবে দেখতে পাবেন হাজারও গোলাপি ফ্ল্যামিঙ্গো ও জলজ পাখির আনাগোনা, যা হ্রদের সৌন্দর্য বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়।

হাট উপহ্রদ : এদিকে নানা ঋতুতে গোলাপি বর্ণের আবরণে পরিবর্তন আনে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হাট উপহ্রদ। এই হ্রদের প্রধান রঙ গোলাপী হলেও এর অন্যান্য রঙ লাল, নীল, বেগুনি সমানভাবে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে । শুভ্র সকাল ও সূর্যাস্তের সময় এই হ্রদের দৃশ্যপট অনেক সুন্দর দেখায়। সূত্র : জাগোনিউজ

পৃথিবীর ভয়ংকর ৩ মাংসখেকো উদ্ভিদ

অনেকেই হয়তো নরখাদক গাছের গল্প শুনেছেন বা সিনেমায় দেখেছেন। যা কি না আফ্রিকার গভীর অরণ্যে দেখা মেলে। বিশালদেহী সেই গাছগুলো তাদের ডাল-পালা, কাণ্ডের সাহায্যে মানুষকে পেঁচিয়ে তাদের খাবারে পরিণত করে। তবে আসলেই কি এমন গাছ আফ্রিকায় আছে? মানুষখেকো এই গাছের দেখা এখনো মেলেনি। তবে মাংস খায় এমন গাছ কিন্তু আসলেই রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জঙ্গল ঘেঁটে এমন প্রায় ৪৫০ প্রজাতির গাছের সন্ধান মিলেছে, যারা সালোকসংশ্লেষণের পাশাপাশি নানা ফাঁদের সাহায্যে মাংস ভক্ষণ করে।

মূলত বেঁচে থাকার তাগিদে উদ্ভিদগুলো মাংসাশী উদ্ভিদে পরিণত হয়। গাছের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সূর্যের আলো, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, পানি। এছাড়া নাইট্রোজেনও ভীষণভাবে দরকার। যেসব গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে না, তারা এ ধরনের প্রাণী থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। কারণ এ ধরনের গাছ সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে ভূমিতে জন্মায়। স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকে। আসুন জেনে নিই পৃথিবীর ভয়ংকর ৩ মাংসখেকো উদ্ভিদ সম্পর্কে-

পিচার প্লান্ট : তার মধ্যে অন্যতম কলসির মতো দেখতে গাছটি। এরা বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রাণীকে আকৃষ্ট করে। তারপর প্রাণীগুলো মুখের ভেতরে পড়তেই ঢাকনা বন্ধ করে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে শিকারের প্রাণনাশ করে। এই শিকারি মাংসাশী গাছের নাম 'পিচার প্লান্ট'।

পিচার অর্থ 'কলসি'। কলসির ন্যায় দেখতে বিশেষ পাতার মতো অঙ্গ আছে বলেই এমন নামকরণ। এর বৈজ্ঞানিক নাম নেপেন্থেস অ্যাটেনবারোওযি। এর ভেতরে জমে থাকা বৃষ্টির পানি প্রায়ই

বানররা খেতে আসে বলে এদের এর আরেক নাম হচ্ছে মাংকি কাপ। এরা মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণের পাশাপাশি পোকামাকড় পেলে তাদেরও খায়।

পিচার প্লান্ট প্রথমে শিকারদের আকৃষ্ট করে নিজেদের দিকে নিয়ে আসে। পিচারের ঢাকনা থেকে হালকা সুবাস নির্গত হয়; যা মাছি, পিঁপড়া, গুবরে পোকা, প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গদের আকৃষ্ট করতে পারদর্শী। অনেক সময়ে পিচারের উজ্জ্বল রং দেখেও পোকামাকড় আকৃষ্ট হয়। এছাড়া এদের ছোট ছোট পাখি ও ইঁদুরদের ভোজ হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায়।

পতঙ্গরা যখন পিচারের ওপর গিয়ে বসে, তখন এরা পিছলে পিচারের ভেতরে আঠার ফাঁদে আটকে যায়। বেশ পিচ্ছিল থাকায় পতঙ্গগুলো শত চেষ্টা করেও বের হতে পারে না। ধীরে ধীরে পিচারের ঢাকনা বন্ধ হয়ে পাচক রস নির্গত হতে থাকে। এছাড়াও অ্যাসিড ক্ষরণ হয়। পাচক রস এবং অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় প্রাণীটি খাদ্যে পরিণত হয়।

পিচার প্লান্টের ঢাকনার একাধিক সুবিধাও আছে। বৃষ্টির পানি যেন কলসির ভেতরের রাসায়নিক পদার্থ নষ্ট না করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখে ঢাকনা। এই গাছগুলো উচ্চতায় ৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা ও উচ্চতা ১৫ সেন্টিমিটারের মতো হয়ে থাকে। পাপুয়া নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার, সিসিলিস, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জঙ্গলে এই গাছের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

ইউট্রিকুলারিয়া : ছোট্ট হলুদ ফুল দেখে যে কারও মন ভালো হয়ে যাবে। তবে দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন এটি কিন্তু খুবই ভয়ংকর। এরা ব্ল্যাডারওয়ার্ট নামে বেশি পরিচিত। বিভিন্ন মহাদেশে এই ইউট্রিকুলারিয়াগণের অধীনে প্রায় ২০০ প্রজাতি রয়েছে। মাংসাশী উদ্ভিদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রজাতি ইউট্রিকুলারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। জলে ও স্থলে এরা জন্মায়।

এই উদ্ভিদের দেহে ব্ল্যাডার বা থলির মতো গঠনবিশিষ্ট ফাঁদ থাকে। এই ফাঁদের মুখে গ্রন্থি ও সংবেদী লোমসমেত প্যাঁচানো অ্যান্টেনার মতো গঠন থাকে। এই অ্যান্টেনা শিকারকে ফাঁদের দরজায় নিয়ে আসতে সাহায্য করে। এরপর সংবেদী লোমে টান পড়া মাত্র ঘটনা ঘটে যায়। বাইরের তুলনায় থলির ভেতরে চাপ কম থাকে বিধায় টান পড়া মাত্র থলি নিজ দায়িত্বে শিকারকে ভেতরে টেনে নেয়। প্রোটোজোয়া, মশার লার্ভা ও ছোট ছোট মাছ এভাবে ইউট্রিকুলারিয়ার শিকারে পরিণত হয়। পুরো ব্যাপারটা খুবই কম সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়।

ড্রসেরা : ড্রসেরের প্রায় ২০০টি প্রজাতি রয়েছে। এদের নিঃসন্দেহে মাংসাশী উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের রত্ন বলা যায়। সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফাঁদ ব্যবস্থার অধিকারী ড্রসেরা উদ্ভিদগুলোকে 'সানডিউ' বলেও ডাকা হয়। কারণ এদের পাতায় সরু কাঠির ন্যায় উপাঙ্গের মাথায় এক ধরনের আঠালো, হজম সহায়ক এনজাইম জমে থাকে। দেখে মনে হয় বিন্দু বিন্দু শিশির জমে আছে। রোদে ঝকমক করা এমন শিশিরভেজা উদ্ভিদ দেখে কারও মনেই কোনো খারাপ চিন্তা আসে না। বিশেষ করে পোকামাকড়দের কোনো বিপদের কথা মনেও আসে না। তাই তারা এগিয়ে আসে, আর আটকা পড়ে যায়। পাতার পৃষ্ঠে আঠালো গ্রন্থি থাকে যা পোকামাকড়দের আটকে ফেলে আর শিশির বিন্দুর ন্যায় এনজাইমগুলো পোকার দেহ হজম করে ফেলে। ড্রসেরা স্ব-পরাগায়ণ ও স্ব-নিষেক করতে সক্ষম। সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়াম

৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা 'মুলেট' চুল এই নারীর

লম্বা চুলের রেকর্ড এর আগে অনেকেই অর্জন করেছেন। তবে মুলেট চুলের রেকর্ড গড়ার অতীত খুবই কম। এবার ৫৮ বছর বয়সী তামি মানিস সবচেয়ে লম্বা 'মুলেট' চুলের জন্য বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা তিনি। ১৯৯০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির পর আর কখনো চুল কাটেননি তিনি।

৩৩ বছরে তার 'মুলেট' চুলের দৈর্ঘ্য হয়েছে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। অনেকেই 'মুলেট' চুলের সঙ্গে পরিচিত নয়। হয়তো নামটা অপরিচিত হবে এর আসল পরিচয় জানলে অবশ্যই চিনতে পারবেন। মুলেট হচ্ছে চুল রাখার একটি ধরন। কপালের উপরিভাগ ও পাশের চুল ছোট রেখে পেছনের চুলে বেশ কয়েকটি স্তর দিয়ে বড় রাখার ধরনকে মুলেট বলা হয়।

কিশোরী বয়স থেকেই মুলেট রাখা শুরু করেন। আশির দশকের জনপ্রিয় মার্কিন ব্যান্ড 'টিল টুয়েসডে'-এর এক গানের ভিডিও থেকে তিনি এই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। লম্বা মুলেট আছে, এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মুলেট চ্যাম্পিয়নশিপ নামে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গত বছর এই প্রতিযোগিতায় নারীদের মধ্যে দ্বিতীয় হন তামি। এর কিছুদিন পরই জানতে পারেন, গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ মুলেট নামে বিশেষ ক্যাটাগরি করেছে।

বিষয়টি জানার পরই আবেদন করেন তামি মানিস। গিনেস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি যাচাই করে সম্প্রতি তাকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মুলেট চুলের রেকর্ডটি তামির ঝুলিতে। এই চুল নিয়ে নানান সময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পরেছেন। তবে ভালো অভিজ্ঞতাও আছে এই চুল নিয়ে। তামি জানান, চুল লম্বা রাখার ফলে অন্য রকম এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে লোকজন তাকে এজন্য বহু বছর ধরে মনে রেখেছে। এমন মানুষের সঙ্গেও দেখা হয়েছে, যারা ২০ বছর পরও তামিকে চিনতে পেরেছেন, তার চুলের ধরনের জন্য।

তামির মতে, চুল লম্বা হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জিন। তবে যত্ন ও পরিচর্চা আপনার চুলকে করতে পারে ঘন এবং লম্বা। তার চুলের যত্নে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনারসহ চুলের বিভিন্ন অর্গানিক পণ্য ব্যবহার করেন। তিনি সপ্তাহে একবার চুল শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার করেন। এরপর টিস্যু দিয়ে খুব ভালোভাবে মুছে নেন, যাতে এটি ভেজা থাকে না। সাধারণত তিনি মুলেট চুলগুলোতে বেণি করে রাখেন। কারণ তার মুলেটটি তার থেকেও লম্বা। সূত্র: গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ড

এক মোরগের দাম প্রায় ৪ লাখ ৩৮ হাজার টাকা!

ব্রাজিল আর শুধু ফুটবল, কার্নিভাল, আমাজন নদী বা আমাজন রেইনফরেস্টের দেশ নয়। দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি এখন বিশেষ ধরনের বিশাল মোরগের জন্যও বিখ্যাত। 'জায়ান্ট ইন্ডিয়ান উরুবু ক্যানেলা আমারেলা' জাতের বিশাল মোরগ পালন করে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন দেশটির এক কৃষিবিদ। জায়ান্ট ইন্ডিয়ান রোস্টার নামে খ্যাত এই মোরগের দাম প্রায় ৪ লাখ ৩৮ হাজার টাকা। ব্রাজিলের গোইয়াস রাজ্যে নিজের খামারে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় রুবেল ব্রাজ এই নতুন জাতের মোরগ উদ্ভাবন করেছেন। এই জাতের মোরগ প্রায় ১২০ সেন্টিমিটার বা ৪৭ ইঞ্চি অর্থাৎ ৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।

রুবেল ব্রাজের খামারের নাম আভিকুলতুরা জিগান্তে। ২০ বছর আগে খামারটিতে বাণিজ্যিকভাবে মোরগ প্রজননের চিন্তা করেন, তখন বলতে গেলে কেউই খামারটি চিনতেন না। তবে কয়েকটি জায়ান্ট ইন্ডিয়ান রোস্টার বিক্রির পরই তার নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এখন ব্রাজিলে তার খামার আভিকুলতুরা জিগান্তে খুব জনপ্রিয়। রুবেল ব্রাজের খামারে একসঙ্গে ৩০০টি মোরগ রাখা যায়। সংখ্যায় কম বলে

চাহিদা বেশি। একটি মোরগের দাম চার হাজার ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৮ হাজার ৩৬০ টাকার মতো। এই দামে মোরগ বিক্রি করেও কুলিয়ে উঠতে পারছেন না রুবেল ব্রাজ। কৃষিবিদ রুবেল ব্রাজ বলেন, তিনি শখের বশে বিশাল আকৃতির মোরগ পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এটাও ভাবেন যে, এটি ব্রাজিলে মানুষদের মাংসের চাহিদা পূরণ করবে। বিশাল আকারের মোরগ মানে বেশি মাংস, ফলে মাংসের চাহিদা পূরণে সেই মোরগ ভূমিকা রাখবেই। তাতে ব্যক্তিগত শখ পূরণ হবে, পাশাপাশি জনকল্যাণকর কাজও হবে। সূত্র : ডয়েচ ভেলে

লন্ডনে ইসলামী বই মেলা প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডনে আল- কুরআন একাডেমির উদ্যোগে ১৩ তম ইসলামী বই মেলার এক প্রস্তুতি ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্ব লন্ডনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লন্ডন আল কুরআন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড: হাফেজ মনির উদ্দিন আহমদ এর সভাপতিত্বে এবং এম এ মামুনের পরিচালনায় সভায় আগামী ২৮- ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী বইমেলা সফল করতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মামুন আল-আজমী, একাউন্টেন্ট মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন,কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, মাওলানা এ কে মওদুদ হাসান,রুহুল আমিন আকন্দ,কাজী শাহিন,খায়রুল হাসান,আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

এবারের বই মেলায় ছোট বড় সবার জন্য থাকছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রোগ্রামের সম্ভার। প্রতি বছরের মত এবার ও পেন্সিল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবে। বই মেলায় স্টল দিতে এবং ম্যাগাজিনে বিজ্ঞান দিতে আগ্রহীরা এম এ মামুন ০৭ ৫০৬ ৩৭৯ ৩৯০ এই যোগাযোগ করতে পারবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুইডেন আওয়ামী লীগের সম্মেলন

জাহাঙ্গীর কবির সভাপতি, মাছুম সাধারণ সম্পাদক

সুইডেন আওয়ামী লীগের সম্মেলনে এ এইচ এম জাহাঙ্গীর কবির সভাপতি ও সৈয়দ বজলুল বারী মাছুম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার স্টকহোমের হালুন্দা ফলকেত হোসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতাকর্মী অংশ নেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সুইডেন আওয়ামী লীগের সভাপতি এ এইচ এম জাহাঙ্গীর কবির ও পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সৈয়দ বজলুল বারী মাছুম।

সম্মেলনের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জামাল মিয়া ও গীতা পাঠ করেন বাসন লাল সরকার। এরপর ৫২ ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ও ৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

সুইডেন আওয়ামী লীগ এর সম্মেলনের সফলতা কামনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা কতৃক প্রেরিত বানী পাঠ করেন সুইডেন আওয়ামী লীগ এর সভাপতি এ এইচ এম জাহাঙ্গীর কবির ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এর বানী পাঠ করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ বজলুল বারী মাছুম।

সম্মেলনে ভার্চুয়ালি প্রদান অতিথি থাকার কথা ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড.আব্দুস সোবহান গোলাপ। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হয়ে আমেরিকার উদ্দ্যেশে যাত্রা পথে থাকায় সম্মেলনে সংযুক্ত হতে পারেননি।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন, সুইডেন আওয়ামী লীগ এর সাবেক সফল সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী গোলাম আম্বিয়া ঝন্টু। সম্মেলনের প্রথম পর্বে সংগঠনের গত সাত

এ এইচ এম জাহাঙ্গীর কবির সভাপতি

সৈয়দ বজলুল বারী মাছুম সাধারণ সম্পাদক

বছরের সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ বজলুল বারী মাছুম। রিপোর্টের উপর মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন, সুইডেন আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি সিরাজুল হক খান রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক ইফতেখার জুয়েল, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক নাছিম আহমদ, সুইডেন যুবলীগের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান মিজান ও সুইডেন যুবলীগের শাহারিয়ার রিয়াদ। এরপর সুইডেন আওয়ামীলীগ সভাপতি তার বক্তব্যের মাধ্যমে সুইডেন আওয়ামী লীগ এর গত কমিটি কে বিলুপ্ত ঘোষনা করে দ্বিতীয় অধিবেশন এর জন্য সম্মেলন মঞ্চের দ্বায়িত্ব হস্তান্তর করেন সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির চেয়ারম্যান কাজী গোলাম আম্বিয়া ঝন্টুর উপর। এ সময় তার সাথে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, নির্বাচন প্রস্তুত কমিটির অন্য দুই সদস্য হাফিজুর রহমান ও সিবেন্দ্র নারায়ণ দেব দুলাল এবং নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ যথাক্রমে হুমায়ুন কবির, আনোয়ার হোসেন, ও সালাম চৌধুরী।

নির্বাচন প্রস্তুত কমিটির চেয়ারম্যান কাজী গোলাম আম্বিয়া ঝন্টু সম্মেলনে উপস্থিত শতাধিক মুজিব সৈনিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন এবং নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেনকে নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান। নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেন প্রথমে সভাপতি পদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর কবিরের নমিনেশনর কথা উল্লেখ করে বলেন, যেহেতু আর কোন প্রার্থী সভাপতি পদে নমিনেশন জমা দেননি তাই সর্ব সম্মতিক্রমে আগামী তিন বছরের জন্য সুইডেন আওয়ামীলীগ এর সভাপতি হিসেবে জাহাঙ্গীর কবিরকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো।

সাধারণ সম্পাদক পদে দুটি নমিনেশন জমা পড়ে যথাক্রমে সৈয়দ বজলুল বারী মাছুম ও সিরাজুল হক খান রানা। নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেন দুই প্রার্থীকে আলোচনা করে সমঝোতা করার অনুরোধ করলে তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়। সিরাজুল হক খান রানা তার সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেন। তখন নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেন সুইডেন আওয়ামীলীগ এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আগামী তিন বছরের জন সৈয়দ বজলুল বারী মাছুম এর নাম ঘোষণা করে আগামী চল্লিশ দিনের মধ্যে সকলে সাথে আলোচনা করে একটি পূর্নাঙ্গ কমিটি তৈরী করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সুইডেন আওয়ামীলীগ এর সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দীন আহমদ লিটন, সাবেক সহ-সভাপতি সিরাজুল হক খান রানা ও আব্দুস সালাম চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শফিক চৌধুরীর সমর্থনে লন্ডনে সমাবেশ

বিশ্বনাথ-ওসমানীনগরে নৌকা প্রতীক দেওয়ার দাবি

সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, বিশ্বনাথ-বালাগঞ্জ-ওসমানীনগরের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুর রহমান চৌধুরীকে সিলেট-২ আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশ্বনাথ- ওসমানীনগরবাসী। তারা প্রবাসীদের শফিক চৌধুরীকে প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, শফিক চৌধুরীকে প্রবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে সিলেট-২ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দিলে তিনি যে কোন প্রার্থীর চেয়ে দিগুণ ভোট পেয়ে বিজয়ী হবেন।

গত ১০ সেপ্টেম্বর রবিবার শত শত প্রবাসীদের উপস্থিতিতে পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেট-২ (বিশ্বনাথ-ওসমানীনগ) এর বাসিন্দাদের উদ্যোগে আয়োজিত সমেবেশে বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

বক্তারা আরও বলেন, শফিক চৌধুরী সংসদ সদস্য হলে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের বাঙালিরা ও উপকৃত হবেন। তিনি প্রবাসী বাঙালিদের সমস্যা, সম্ভাবনার কথা জাতীয় সংসদে তুলে ধরতে পারবেন। শফিকুর রহমান চৌধুরী প্রবাসীদের আপনজন, দীর্ঘদিন তিনি প্রবাসে ছিলেন, তাই তিনি প্রবাসী বাঙালিদের সমস্যা বুঝেন এবং জানেন। তিনিই কণ্ঠস্বর হয়ে প্রবাসীদের অধিকারের জন্য লড়বেন।

তারা বলেন, প্রবাসীদের অধিকার আদায়ে তিনি বিগত দিনে জাতীয় সংসদে সোচ্চার ছিলেন। অনেক অধিকার ও আদায় করেছেন। প্রবাসী বাঙালিদের সুখ- দু:খের সাথী হিসেবে প্রবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে শফিক চৌধুরীকে আবার জাতীয় সংসদে প্রয়োজন।

এতে প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানী নগর এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক চেয়ারপারসন আনহার মিয়ার সভাপতিত্বে ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ এবং জনসংযোগ সম্পাদক রবিন পালের যৌথ পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ।

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দীন, সহ সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান, হরমুজ আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারুফ

আহমদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতির সাবেক চেয়ারপারসন আজাদ বক্ত চৌধুরী, সাবেক চেয়ারপারসন মাসুদ আহমেদ, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি মোশাহিদ আলী বেলাল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মশনু, হারুনুর রশিদ, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি আনসার মিয়া, সাধারণ সম্পাদক নজমুল ইসলাম, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ রউফ, আব্দুল হামিদ শিকদার, মানিক মিয়া, সভাপতি মতছির খান, পোটসমাউথ আওয়ামী লীগ সভাপতি আছাব আলী, কভেন্ট্রি আওয়ামী লীগের সভাপতি মকদ্দুছ আলী, নর্থহ্যামটন আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ রুফ, নরউইচ আওয়ামী লীগের সভাপতি ফলিক মিয়া সালিক, লুটন আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এম এ রকিব, চেশিয়ার নর্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের লুকমান, উত্তর বিশ্বনাথ কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সহ সভাপতি শাহ জয়নাল আবেদীন, ট্রেজারার আজম খান, বিশ্বনাথ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানী নগর এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাজির উদ্দিন মান্নান, সাবেক জয়েন্ট ট্রেজারার আনসার আলী, আওলাদ আলী, সাবেক সহ সভাপতি মানিক খান, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের প্রবাস কল্যাণ সম্পাদক আনসারুল হক, যুব ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক তারিফ আহমদ, শিল্প ও বানিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আসম মিসবাহ, লন্ডন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল হক লালা মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, লন্ডন আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ময়নুল হক, সৈয়দ এহসান, যুগ্ম সম্পাদক আফসার খান সাদেক, সাংগঠনিক আব্দুল হেলাল সেলিম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আবদুল হান্নান, কমিউনিটি নেতা মামুন কবির চৌধুরী, সোনা মিয়া, ইস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক টুনু মিয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাদেক আলী শিপু, আওয়ামী লীগ নেতা তোরন মিয়া, আব্বাস উদ্দিন, গিয়াস মিয়া, শরীফ আহমদ, দারা মিয়া, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান, সহ সভাপতি মজনু মিয়া, শামসাদুর রহমান রাহিন, মতব্বর আলী মতব, আফজাল আহমদ, রাজু মনতর, যুগ্ম সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল খান, সাজন খান, আবুল লেইস, আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট মুজিব, যুক্তরাজ্য শ্রমিক লীগের সভাপতি শামীম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক চন্দন মিয়া, সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি সায়েদ আহমেদ সাদ, কৃষকলীগের সভাপতি তারেক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক এম এ আলী, তাতী লীগের সভাপতি এম এ সালাম, সাধারণ সম্পাদক সিজিল মিয়া, সাউথ লন্ডন যুবলীগের সভাপতি মোজাহিদ আলী লিটন, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি সারওয়ার কবির, বিশ্বনাথ ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মিয়াদ আহমেদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বন্ধ রাস্তা খুলছে

দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সমর্থনের কারণে ক্যানরোবার্ট স্ট্রিট বন্ধ রাখা হবে। গত অটোমে (বসন্তে) বাসিন্দাদের সাথে কনসালটেশনে ব্যতিক্রমী সমর্থনের কারণে মেয়র ওয়াপিংয়ে বাস গেট বর্তমান অবস্থায় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বারার ৩৩টি স্কুলের রাস্তাসহ অ্যাক্সেসযোগ্য হাঁটার রুট এবং পথচারী চলাচলের স্থানগুলিতে করা উন্নতিগুলিও বজায় রাখা হবে, যেগুলো মূলত স্কুলের বাচ্চাদের ড্রপ অফ এবং পিক-আপের সময় নির্ধারিত সময়ে রাস্তা বন্ধ রাখার সুবিধা দেয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, এলটিএনগুলো লন্ডনের সবচেয়ে বিতর্কিত ইস্যুগুলির মধ্যে একটি, যা মূলত 'সবার জন্য একই সাইজ'মূলক সমাধান, যা বারা ও এর কমিউনিটি এবং এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোকেও বিভক্ত করেছে। একটি ইনার সিটি বারা হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটসে ঘুরে বেড়ানোর উপযোগী জায়গার স্বল্পতার কারণে এই রোড ক্লোজারগুলোর প্রভাব আরও গুরুতর রূপ ধারণ করেছে।

মেয়র বলেন, লো ট্রাফিক নেইবারহুড এর আশেপাশে বায়ুর গুণমান উন্নত করলেও এর ফলে যানবাহনগুলোকে অর্থাৎ ট্রাফিক প্রবাহকে আশেপাশের এলাকার শাখা রোডগুলোতে ঠেলে দেয়, যেখানে সাধারণত কম ধনী বাসিন্দারা বাস করেন। দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই বারায় পরিবারগুলোর ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রেও এটি একটি বাধা। তিনি বলেন, ফলাফল হল বিভাজন। যদিও আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এই স্কিমগুলো সরিয়ে ফেলব। আমি প্রভাবগুলি সম্পর্কে আরও ভাল বোঝার জন্য পরামর্শ করতে চেয়েছিলাম।

আমরা দেখেছি যে উভয় পক্ষের লোকেরা আমাদের পরামর্শের ফলাফলকে তির্যক করার চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত, আমি মূলত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের মতামত জানতে আগ্রহী।

লুৎফুর রহমান আরো বলেন, আমাকে এখন মেয়র হিসাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে রাস্তায় বিভাজন (প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা) কোনো সমাধান হতে পারেনা। আমাদের বায়ুর গুণমান উন্নত করার জন্য আরও ভাল সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যা আমাদের বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের একত্রিত করতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা কিছু সার্বজনীন উপকারী বৈশিষ্ট্য বজায় রাখব, যেমন অ্যাক্সেসযোগ্য হাঁটার রুট এবং পথচারী চলাচলের স্থান, সময়মত ৩৩টি স্কুল স্ট্রিট বন্ধ রাখার প্রক্রিয়া যথারীতি বহাল রাখা। আমরা আমাদের রাস্তাগুলোকে নিরাপদ করতে এবং আমাদের পাবলিক স্পেসগুলোকে উন্নত করতে নতুন পদক্ষেপসমূহে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করবো এবং আমি আমাদের বাসিন্দাদের এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে নতুন স্কিম গুলো নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যা পরিচ্ছন্ন বায়ু অর্জনের জন্য আরও বেশি লোকজনকে একত্রিত করবে।

এ-টুয়েলভ এবং এ-ইলেভেন হলো বারার সবচেয়ে দূষিত রাস্তা

এলটিএন আওতাধীন এলাকার চেয়েও টাওয়ার হ্যামলেটসের সবচেয়ে বেশি দূষিত দু'টি রাস্তা হল এ১২ এবং এ১১। উভয় সড়কই ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডনের মালিকানাধীন ও পরিচালিত এবং প্রায়শই এনও২ কণার ৪০মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটার সীমার আইনি সীমা অতিক্রম করে। কাউন্সিল এই সড়ক দু'টিতে সৃষ্ট দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে আরও কাজ দেখতে চায়।

লিভেবল রাস্তা এবং এলটিএনসমূহ

লিভেবল বা বাসযোগ্য রাস্তাগুলি কোভিড মহামারী চলাকালীন চালু হয়েছিল। লন্ডনের অন্যান্য বারাতে এগুলোকে বলা হত লো ট্রাফিক নেইবারহুড (এলটিএন)। যানবাহন চলাচলের মাত্রা হ্রাস করার মাধ্যমে এই কর্মসূচিটি তার কিছু মূল উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

তবে কাউন্সিল যে ফিডব্যাক বা মতামত পেয়েছে, তা দেখায় যে, রাস্তা বন্ধের এই উদ্যোগগুলোর ফলে চিকিৎসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট, শিশুর যত্ন এবং অন্যান্য সহায়তা নেটওয়ার্কগুলির মতো পরিষেবাগুলির জন্য যানবাহন ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের অ্যাক্সেসের সমস্যা সহ বিরূপ প্রভাবও রয়েছে।

বিশেষ করে আর্নলড সার্কাস এবং ওলড বেথনাল গ্রিন রোডের আশেপাশে ইমার্জেন্সি সার্ভিস সমূহের যানবাহনগুলোর জন্য অ্যাক্সেস অর্থাৎ প্রবেশ নির্গমন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। উপাত্ত আরও দেখায় যে, কিছু স্থানীয় বাস সার্ভিস এবং আশেপাশের রাস্তা এবং রাস্তায় স্থানচ্যুত ট্র্যাফিকের ওপরও প্রভাব পড়েছে।

কখন রাস্তা বন্ধ রাখার প্রতিবন্ধকতা ও বিধিব্যবস্থাগুলো অপসারণ করা হবে, এখন কাউন্সিল তার একটি সময়সূচি নির্ধারণ করবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউকে ভিসা ফি বাড়ছে

অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) শনিবার এক প্রতিবেদনে বলেছে, নতুন নির্ধারিত ফি অনুযায়ী যারা যুক্তরাজ্যে ৬ মাসের ভ্রমণ ভিসার জন্য আবেদন করবেন, তাদের ফি বাবদ দিতে হবে ১১৫ পাউন্ড (বাংলাদেশি প্রায় ১৬ হাজার টাকা)। আর স্টুডেন্ট ভিসার জন্য গুনতে হবে ৪৯০ পাউন্ড (বাংলাদেশি প্রায় ৬৭ হাজার টাকা)।

আগে যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ ভিসার ফি ছিল ১০০ পাউন্ড। অপরদিকে স্টুডেন্ট ভিসার ফি ছিল ৩৬৩ পাউন্ড। গতকাল শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি বিল দেশটির সংসদে উত্থাপন করা হয়।

গত জুলাইয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছিলেন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যয় মেটাতে ভিসা আবেদনকারীরা যে ফি ও 'রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত জাতীয় স্বাস্থ্য সেবাকে (এনএইচএস) যে স্বাস্থ্য সারচার্জ' প্রদান করে থাকেন সেটি বাড়ানো হবে। তার এই ঘোষণার দুই মাস পরই ভিসা আবেদনের ফি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য।

তিনি বলেছিলেন, ভিসার ফি বাড়ানো হলে ব্রিটিশ সরকার বার্ষিক বাড়তি ১ বিলিয়ন পাউন্ড আয় করতে পারবে। ওই সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছিল, ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা সচল রাখতে এসব ফি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর করের বোঝা কমায়।

যুক্তরাজ্যের বর্ধিত ফি কার্যকর হবে প্রবেশ ছাড়পত্র এবং যুক্তরাজ্যে অবস্থান ও ত্যাগ করার আবেদনের ক্ষেত্রেও। যার মধ্যে কাজ ও পড়াশুনা ফির বিষয়টিও রয়েছে। এছাড়া স্পন্সরশিপ সার্টিফিকেটের ফি এবং কনফরমেশন ফর একসেপটেন্স ফর স্টাডি -এর ফিও এতে সংযুক্ত হবে।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ফি বৃদ্ধির বিষয়টি আগে সংসদে পাস হতে হবে, এরপর এটি আগামী ৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। সূত্র: পিটিআই।

কম বয়স দেখিয়ে এসাইলাম আবেদনের পথ বন্ধ হচ্ছে

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর: অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে মিথ্যা তথ্য দেওয়া ঠেকানো এবং সন্দেহভাজন আশ্রয়প্রার্থীদের বয়স নিশ্চিত করার জন্য তাদের হাড় এবং দাঁতের এক্স-রে করার বিধান রেখে একটি আইন তৈরি করতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। সম্প্রতি এ ঘোষণা দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার।

যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে অভিবাসন খুবই আলোচিত ও বিতর্কিত একটি বিষয়। তবে অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই সপ্তাহে মন্ত্রণালয় আইনটি পার্লামেন্টে উত্থাপন করবে। তারপর সংসদে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এটি অনুমোদন করা হবে। এই আইনের মধ্য দিয়ে, এক্স-রে করার মাধ্যমে আশ্রয়প্রার্থীদের বৈজ্ঞানিকভাবে বয়স নির্ধারণের অনুমতি পাবে যুক্তরাজ্য। এ আইনটিকে পরে আরও নির্দিষ্ট করতে চায় কর্তৃপক্ষ। এর মধ্য দিয়ে দাঁত, হাত ও কব্জির এক্স-রে এবং হাঁটু ও গলার হাড়ের এমআরআই করে বয়স নির্ধারণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে চায় তারা।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, বয়স নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক অনেক আশ্রয়প্রার্থী নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক পরিচয় দিয়ে সুবিধা নিতে চায়। আর যারা সত্যিই অপ্রাপ্তবয়স্ক, তাদের বয়স নিশ্চিত করা গেলে তাদের জন্য বিদ্যমান সুবিধাগুলো নিশ্চিত করা যাবে।

২০১৬ থেকে এ বছরের জুনের মধ্যে ১১ হাজার ২৭৫ জন আশ্রয়প্রার্থীর ঘটনা পাওয়া গেছে, যেখানে বয়স নিয়ে বিতর্ক ছিল। এসব ব্যক্তির মধ্যে পাঁচ হাজার ৫৫১ জন প্রাপ্তবয়স্ক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রতি বছর উত্তর ফ্রান্স থেকে ছোটো নৌকায় চড়ে বিপজ্জনক ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে হাজার হাজার অভিবাসী আসেন যুক্তরাজ্যে। এই অনিয়মিত আগমন থামাতে বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঠেকানোর 'শেষ অস্ত্র' হিসেবে অনিয়মিত অভিবাসন আইন করেছে যুক্তরাজ্য সরকার।

ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের ৫৭টি দেশকে নিরাপদ মনে করে যুক্তরাজ্য। তবে কাউকে নিরাপদ তৃতীয় দেশে ফেরত পাঠাতে হলে সেই দেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের চুক্তির প্রয়োজন হবে। আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডার সঙ্গে ইতিমধ্যেই সব প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে ফেলেছে দেশটি।

কিন্তু, আশ্রয়প্রার্থীদের নিজ দেশে না রেখে পূর্ব আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় পাঠাতে যুক্তরাজ্য সরকারের নেওয়া পরিকল্পনাকে আইন বহির্ভূত উল্লেখ করে রায় দিয়েছে দেশটির আদালত। ফলে আটকে গেছে ঋষি সুনাকের নেতৃত্বাধীন সরকারের নেওয়া এই উদ্যোগ। সূত্র: ঢাকা পোস্ট

বন্ধ কারখানায় ইসলামী ব্যাংকের ৭০০ কোটি টাকা ঋণ

ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর : জনতা ব্যাংকের আলোচিত গ্রাহক অ্যাননটেক্স গ্রুপের এক বন্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য ৭০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে তারল্যসংকটে থাকা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। ঋণ পাওয়া প্রতিষ্ঠানটি হলো শব মেহের স্পিনিং মিলস লিমিটেড। ইতিমধ্যে এই ঋণ থেকে চলতি মাসের প্রথম ২ দিনে ১৪০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটির কারখানা নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার সাধারচর ইউনিয়নের তাতারকান্দী গ্রামে। গত মঙ্গলবার কারখানায় গিয়ে জানা যায়, কারখানাটি এক বছর ধরে বন্ধ আছে।

ব্যাংকটির নির্বাহী কমিটির (ইসি) ১৯৯৭তম সভায় এই ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই সভা হয়েছে গত ২৪ আগস্ট। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান আহসানুল আলম নিজেই ব্যাংকটির নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলমের ছেলে। ২০১৭ সালে ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেয় এস আলম গ্রুপ। নানা অনিয়মের কারণে গত বছরের ডিসেম্বরে ব্যাংকটিতে যাকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, তিনিও ওই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গত জুলাই থেকে ইসলামী ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকদের (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি বিভাগীয় ও জোনপ্রধানদেরও ঋণ অনুমোদনের ক্ষমতা বন্ধ করা হয়। তবে কৃষি খাতে তাঁদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বহাল রাখা হয়েছে। ব্যাংকটির মোট ঋণের মাত্র ৩ শতাংশ কৃষিতে। এরপরই ব্যাংকটির পরিচালকেরা নতুন এই ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

জানতে চাইলে ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা বলেন, ব্যাংকের ইসি সভায় প্রতিষ্ঠানটির ঋণ অনুমোদন হয়েছে। বন্ধ কোম্পানিতে ঋণ দেওয়ার কারণ ও ঋণের অর্থ ইতিমধ্যে তুলে নেওয়া বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো জবাব দিতে রাজি হননি।

এদিকে ইসলামী ব্যাংক এখনো আমানতের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাহিদামতো নগদ জমা (সিআরআর) ও বিধিবদ্ধ জমা (এসএলআর) রাখতে পারছে না। এ জন্য প্রতিদিন জরিমানা হলেও জরিমানার টাকা দিতে পারছে না ব্যাংকটি। এ অবস্থায় মাঝেমধ্যে টাকা ধার দিয়ে ইসলামী ব্যাংকের চেক ক্লিয়ারিং ও অনলাইন লেনদেনব্যবস্থা সচল রাখছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে বন্ধ প্রতিষ্ঠানে নতুন করে ঋণ দেওয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

অ্যাননটেক্স গ্রুপের ইউনুছ বাদলের মালিকানাধীন শবমেহের স্পিনিং মিল গত বছর থেকে বন্ধ। সম্প্রতি শিবপুর উপজেলার সাধারচর ইউনিয়নের তাতারকান্দী গ্রামে।প্রণব কুমার দেবনাথ

ঋণ অনুমোদন যেভাবে

জানা যায়, শব মেহের স্পিনিং মিলস লিমিটেড মূলত জনতা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গড়ে ওঠা একটি কারখানা। গত বছর পর্যন্ত ব্যাংকটিতে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ছিল প্রায় ১৮০ কোটি টাকা। জনতা ব্যাংকের বড় গ্রাহকদের একজন অ্যাননটেক্স গ্রুপ। গত বছরের নভেম্বরে অ্যাননটেক্সের ঋণের ৩ হাজার ৩৫৯ কোটি টাকা সুদ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয় জনতা ব্যাংক। জুন মাসের মধ্যে অ্যাননটেক্সকে ৪ হাজার ৮২০ কোটি টাকা শোধ করার শর্ত দেওয়া হয়। তবে গ্রুপটি এতে ব্যর্থ হয়। এরপর জনতা ব্যাংকের বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ গত ২৫ জুলাই ঋণটি শোধের জন্য চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেয়। তবে এবার নতুন শর্ত হিসেবে অ্যাননটেক্সকে তাদের দুটি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রাপ্য অর্থ জনতা ব্যাংকে জমা দিতে বলা হয়।

গত ২৪ আগস্ট ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অ্যাননটেক্সের প্রতিষ্ঠান শব মেহের স্পিনিং মিলস লিমিটেডের ৭০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করা হয়। এর মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা নন-ফান্ডেড (ঋণপত্র, গ্যারান্টি) ও ২০০ কোটি টাকা ফান্ডেড (সরাসরি ঋণ)। এর আগে ১৬ জুলাই ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সংলগ্ন ফরেন এক্সচেঞ্জ করপোরেট শাখায় শব মেহের স্পিনিং মিলসের নামে হিসাব খোলা হয়। এই হিসাবে জমা হওয়া ঋণের অর্থ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ৩ দফায় ৭০ কোটি টাকা ও ৭ সেপ্টেম্বর ৪ দফায় ৭০ কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়। ব্যাংকটি মুরাবাহা টিআর পদ্ধতিতে এই ঋণ বিতরণ করে। যার মাধ্যমে কোনো পণ্য কেনার জন্য ঋণ ছাড় করা হয়। তবে বাস্তবে কোনো পণ্য কেনার তথ্য পাওয়া যায়নি।

ইসলামী ব্যাংকের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তারা বলছেন, অ্যাননটেক্সের কিছু কোম্পানি কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে এস আলম গ্রুপ। এই কারণে ঋণটি তড়িঘড়ি করে ছাড় করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মে এক ব্যাংক থেকে অর্থ নিয়ে অন্য ব্যাংকের ঋণ শোধ দেওয়ার কোনো আইনি সুযোগ নেই।

জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল জব্বার গত বুধবার তাঁর কার্যালয়ে বলেন, 'অ্যাননটেক্স গ্রুপের ঋণ পুনঃ তফসিল করা আছে। জুন পর্যন্ত এর মেয়াদ ছিল, যা ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। গ্রুপটি তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বিক্রির চেষ্টা করছে বলে শুনেছি। আমরাও দুটি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছি। বিক্রি করতে হলে আমাদের সব ঋণ শোধ করে দিতে হবে। এখন পর্যন্ত কোনো টাকা পাইনি।'

তারল্যসংকট কাটেনি, কোনো শাস্তিও হয়নি

এদিকে ইসলামী ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে নানা ঋণ বের হওয়ার পর তারল্যসংকটে ভুগছে ব্যাংকটি। যদিও এভাবে ঋণ দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের কারও শাস্তি হয়নি, বরং কাউকে কাউকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের তারল্যসংকটের ফলে এস আলম গ্রুপভুক্ত আরও চারটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকও তারল্যসংকটে রয়েছে। কারণ, এসব ব্যাংক তারল্যসহায়তার জন্য ইসলামী ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

অ্যাননটেক্স গ্রুপের ইউনুছ বাদলের মালিকানাধীন শবমেহের স্পিনিং মিল গত বছর থেকে বন্ধ। সম্প্রতি শিবপুর উপজেলার সাধারচর ইউনিয়নের তাতারকান্দী গ্রামে।প্রণব কুমার দেবনাথ

গত বৃহস্পতিবার মুডিস ইনভেস্টর সার্ভিসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোয় তারল্যসংকট দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। গ্রাহকদের আমানতের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেওয়া অধিকাংশ সহায়তামূলক ব্যবস্থা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে না পারার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তারল্যঘাটতির প্রভাব ব্যাংকগুলোর ঋণমানেও পড়তে পারে। এতে দেশের ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলো স্বল্পমেয়াদি দায় মেটাতে সমস্যায় পড়তে পারে। মুডিস বলছে, ২০২২ সালে দেশের ১০টি ইসলামি ধারার ব্যাংক আইন অনুসারে তারল্য বজায় রাখতে পেরেছিল; কিন্তু ৬ মাস পর দেখা যাচ্ছে, ১০টির মধ্যে ৪টি ব্যাংক এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। ৬টি ব্যাংক বিধি অনুসারে তারল্য বজায় রাখতে পারলেও তাদের অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ ছিল কম।

আরেকটি শীর্ষস্থানীয় ঋণমান যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান ফিচ রেটিংস বলেছে, ঋণ অনিয়মের কারণে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় বেশি তারল্যসংকটে ভুগছে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলো।

লাখ টাকায় শিশু বিক্রি বাবাসহ গ্রেপ্তার ৪

সিলেট প্রতিনিধি: সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে এক লাখ টাকায় বিক্রি করা শিশু সন্তানকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত শিশুটির বাবাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার শিশুটিকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছে পুলিশ।

গত সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে পুলিশের বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাকবুল হাসান নামের আড়াই বছরের শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গত রোববার বিকেলে বিক্রি হওয়া শিশু মাকবুলের মা মাফিয়া বেগমের অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিশুটির বাবা ছালেনুর (৩৫) ও তার সঙ্গী মনফর আলীকে (৪৫) আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিশু মাকবুল হাসানকে উদ্ধার করা হয়।

শান্তিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেদ চৌধুরী বলেন, মামলা রেকর্ড করার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার অন্যান্যরা হলেন-জগন্নাথপুর উপজেলার কাজিরগাঁও গ্রামের মৃত ধারিজ মিয়ার ছেলে রমাই মিয়া (৫৫), সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার খেজাউড়া গ্রামের মৃত রফিক আলমের মেয়ে লাকি আক্তার (৩৮)।

পুলিশ সূত্র জানায়, উদ্ধার হওয়া শিশুর মা মাফিয়া বেগমের সঙ্গে তার স্বামী ছালেনুরের অনেকদিন যাবৎ মনোমালিন্য চলছিল। তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় তিনি তার বাবার বাড়ি পাথারিয়া ইউনিয়নের বাবনিয়া গ্রামে অবস্থান করছেন। এরই মধ্যে তার স্বামী ছালেনুর একদিন এসে সন্তানদের দাদি অসুস্থ জানিয়ে তাদের দেখতে চান বলে দুই সন্তানকে নিয়ে যান।

কিছুদিন চলে গেলে শিশুর মা মাফিয়া বেগম সন্তানদের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, সন্তানরা তার দাদির সাথে ঢাকায় আছে। মাফিয়া বেগম তার শাশুড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তার কাছে শুধু বড় ছেলে আছে বলে জানান তিনি।

পরে মাফিয়া বেগম জানতে পারেন তার ছোট ছেলে মাকবুলকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় তিনি থানায় অভিযোগ করলে শিশুটির বাবা ও তার সঙ্গী আরেকজনকে আটক করে পুলিশ।

স্ত্রীর সন্দেহ দূর করতে বিয়ে না করেই তালাক দিলেন সহকর্মীকে

সিলেট প্রতিনিধি: স্ত্রীর সন্দেহ তার শিক্ষক স্বামী আরেকটা বিয়ে করেছেন। এ নিয়ে তাদের মাঝে চলে দাম্পত্য কলহ। তাই স্ত্রীর সন্দেহ দূর করতে ভুয়া তালাকনামা তৈরি করেন স্বামী আনোয়ার হোসেন। যেই তালাকনামায় তিনি নাম দেন তার এক নারী শিক্ষক সহকর্মীর। যার সঙ্গে তার বিয়েই হয়নি।

এ ঘটনায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার রিচি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আনোয়ার হোসেনকে কারাগারে যেতে হয়েছে। একই সঙ্গে হয়েছেন চাকরিচ্যুত। গ্রেপ্তার এই শিক্ষকের স্ত্রী ও দুই সন্তান আছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কয়েক মাস আগে স্কুল শিক্ষক আদালতে তার নারী সহকর্মীকে তালাক দেওয়া সংক্রান্ত একটি অ্যাফিডেভিট করেন। কিন্তু বিয়ে না করেও তালাক দেওয়ার ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। ওই নারী শিক্ষকের অভিযোগটি আদালত মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করতে হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার পুলিশকে নির্দেশনা দিলে গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই স্কুল শিক্ষককে (৫৫) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বদিউজ্জামান বলেন, ওই শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষিকার বিয়েই হয়নি। স্ত্রীর সন্দেহ দূর করতেই ওই স্কুলশিক্ষক অ্যাফিডেভিট করেন।

এদিকে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজী কামাল উদ্দিন বলেন, শিক্ষিকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে গত জুলাই মাসে শিক্ষক আনোয়ার হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ধোঁকা দিয়ে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ: 'ভণ্ড পীর' কারাগারে

সিলেট প্রতিনিধি: হবিগঞ্জে 'পীর' সেজে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও ধোঁকা দিয়ে মোটা অংকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

মো. হারুন অর রশিদ ওই ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। তার নাম আব্দুল কাইয়ুম (৪৫)। জেলার বানিয়াচং উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে তিনি।

কাইয়ুমকে কারাগারে পাঠানো হয় কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার বাসিন্দা এক সৌদি আরব প্রবাসীর স্ত্রীর (৪০) মামলায়। বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. আজিজুর রহমান সজল খান এ তথ্য নিশ্চিত করে মামলায় অভিযোগের বরাতে তিনি জানান, ১০১৮ সালে ফটিক ছড়ির একটি মাজারে কাইয়ুমের সঙ্গে পরিচয় হয় ওই নারীর। কাইয়ুম ওই নারীর 'পীর ভাই' সেজে তিন তলা বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে থাকেন।

এরপর ২০২১ সালে কাইয়ুম ভুক্তভোগী ওই নারীকে জানান, ওই বাড়িটিতে থাকলে তাদের বড় বিপদ হতে পারে এবং দ্রুত বাড়িটি বিক্রি করা প্রয়োজন। পরে বাড়িসহ আরও জায়গা বিক্রির ৭০ লাখ টাকা নিয়ে তিনি হবিগঞ্জ চলে আসেন।

কিছুদিন পর হবিগঞ্জের ভাদৈ এলাকায় ৮ শতক জায়গা ক্রয় করে সন্তানদের দিয়ে তিনি বসবাস করতে থাকেন। সেই সুযোগে কাইয়ুম ওই নারীকে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। শুরুতে নির্যাতন সহ্য করলেও একপর্যায়ে তিনি অসুস্থ হলে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ৫ জুন তিনি হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

এ মামলায় কাইয়ুম গত ৮ আগস্ট উচ্চ আদালতে জামিন প্রার্থনা করলে বিচারপতি শেখ মো. জাকির হোসেন এবং বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের বেঞ্চ তা নামঞ্জুর করে কাইয়ুমকে নিম্ন আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দেন।

সিলেটে পরকীয়া প্রেমিকদ্বয়ের কাণ্ড

হাত-পা বেঁধে গলায় ওড়না প্যাঁচালো মনিরা

সিলেট ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর: ওমানে থাকেন স্বামী মিনহাজ উদ্দিন। এই সুযোগে এলাকার যুবক ফেরদৌস রহমান চৌধুরীর সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন মনিরা বেগম। রাত-বিরাতে প্রেমিক ফেরদৌসকে ডেকে নিয়ে আসতেন ঘরে। করতেন

আমোদ-ফুর্তি। এমনকি পিতার বাড়ি হরিপুরের ৬নং কুপ এলাকায় গিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে রাত কাটাতেন। এমন ঘটনা স্বামীর পরিবারের সদস্যরা ঠাহর করলেও প্রমাণ মিলছিলো না।

গত বৃহস্পতিবার রাত ২টা। জৈন্তাপুর উপজেলার ঘাটেরছটি যাত্রাপুর গ্রাম। ওমান প্রবাসী স্বামী মিনহাজ উদ্দিন দেড় মাস আগে ছুটি কাটাতে দেশে আসেন। রাতে স্ত্রী মনিরা বেগমকে নিয়ে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন মিনহাজ। রাতে হঠাৎ করে মিনহাজের পিতা নুর মিয়া পাশের ঘর থেকে ধস্তাধস্তি ও গোঙানির শব্দ শুনতে পান। নুর মিয়া জানান, গোঙানির শব্দ শুনে তিনি প্রথমে মনে করেছিলেন ডাকাত। ডেকে আনেন স্বজনদের। ছেলে মিনহাজের ঘরের দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। ছেলের বউকে ও মিনহাজকে ডাকেন তিনি। কিন্তু ভেতর থেকে সাড়াশব্দ মিলছিলো না। ডাকাডাকির শব্দ শুনে গ্রামের লোকজনও দৌড়ে আসেন। একপর্যায়ে ছেলের বউ মনিরা দরোজা খুলে দেন। ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন খাটের পাশে কম্বলে ঢাকা অবস্থায় রয়েছেন মিনহাজ। কম্বল সরাতে দেখেন মিনহাজের হাত ও পা বাঁধা। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিলো। অজ্ঞান হয়ে আছে। মনিরা নিশ্চুপ। কোনো কথা বলছে না। এ সময় গ্রামের লোকজন ঘর তল্লাশি করেন। একপর্যায়ে তারা দেখতে পান চুলার পাশে ছাদে ঝুলে রয়েছে এক যুবক। তাকে নামিয়ে আনেন গ্রামের মানুষ। পরিস্থিতি বুঝে সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এ সময় গ্রামের মানুষ মনিরা ও ফেরদৌস নামের ওই যুবককে আটকে রাখেন। পরিবারের লোকজন রাতে গুরুতর অবস্থায় প্রবাসী মিনহাজ উদ্দিনকে নিয়ে যান ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে ভর্তি রয়েছেন মিনহাজ। তিনি এখনো শঙ্কামুক্ত নয়।

নুর মিয়া জানান, মিনহাজকে প্রথমে নেশা জাতীয় দ্রব্য খাইয়ে অজ্ঞান করা হয়। এরপর মনিরা ও ফেরদৌস মিলে তার হাত-পা বেঁধে ফেলে। মনিরা ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। তিনি জানান, আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখন দেখতে পাই মনিরার কাপড় একটি ব্যাগে ভরা। সবকিছু ঘুচিয়ে রাখা হয়েছে। মিনহাজকে হত্যার পর ফেরদৌস ও মনিরা পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। কিন্তু তার আগে আমরা চলে আসায় কোনো অঘটন ঘটেনি। এদিকে আটক হওয়া ফেরদৌস রহমান চৌধুরীর বাড়ি পাশের গ্রাম পশ্চিম ঠাকুরের মাটি। আটকের পর ঘটনা জানতে স্থানীয়রা তাকে একটি গাছে সঙ্গে বেঁধে ফেলে। এরপর তাকে মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। আটকের পর ফেরদৌস স্থানীয়দের জানায়, মনিরা বেগমের সঙ্গে চলার পথে এক বছর আগে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথমে তারা মোবাইলে কথা বলতো। হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করতো। এরপর মনিরার ডাকে সাড়া দিয়ে সে বাড়ি আসতো। প্রায় রাতেই সে মনিরার সঙ্গে তার ঘরে থাকতো। কেউ বিষয়টি টের পায়নি। এমনকি মনিরা তার পিতার বাড়ি গেলে সেখানেও তারা একসঙ্গে রাত কাটাতো। মনিরা পরিবারের সদস্যদের কেউ কেউ বিষয়টি জানতো।

সিলেটে সড়কে প্রাণ গেলো ইউপি চেয়ারম্যান-ছাত্রদল নেতার

সিলেট প্রতিনিধি: দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী ইউপি চেয়ারম্যান ও ছাত্রদল নেতা নিহত হয়েছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে সিলেট-ভোলাগঞ্জ বঙ্গবন্ধু মহাসড়কের সালুটিকরের পার্শ্ববর্তী ১০ নম্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সিলেট সদর উপজেলার জালালাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মো. ওবায়দুল্লাহ ইসহাক এবং সিলেট জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নগরের স্টেডিয়াম মার্কেটের ব্যবসায়ী এম. হাফিজুর রশীদ। ওবায়দুল্লাহ ইসহাক সিলেট মহানগরীর দরগা মহল্লা পায়রা ১০৮ ও হাফিজুর রশীদ পায়রা ৮৫ নম্বর বাসায় বসবাস করতেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার রাতে মোটরসাইকেলযোগে কোম্পানীগঞ্জ যাচ্ছিলেন চেয়ারম্যান ইসহাক ও তার সঙ্গীয় হাফিজুর। সালুটিকর বাজারের পার্শ্ববর্তী ১০ নাম্বার এলাকায় সিগন্যাল লাইটবিহীন দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে মোটরসাইকেলটি ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইসহাক ও হাফিজুর মারা যান।

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলা সালুটিকর তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ (পরিদর্শক) নির্মল চন্দ্র দেব বলেন, রাতে ঘটনার সময় মোটরসাইকেলে কোম্পানীগঞ্জ যাচ্ছিলেন চেয়ারম্যান ইসহাক ও হাফিজুর। পথে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা সিগন্যালবিহীন একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লাগে মোটরসাইকেলটির। দুমড়ে মুচড়ে মোটরসাইকেল ট্রাকের নিচে ঢুকে যায় এবং দুই আরোহী ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক একদল পুলিশ নিয়ে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় ট্রাক চালককে আটক করা যায়নি। তবে দুর্ঘটনার জন্য ট্রাকটির চালকের দায় রয়েছে। রাতের আধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সিগন্যাল লাইট জ্বালানো ছিল না। যে কারণে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাস্কের সঙ্গে সম্পর্ক, স্ত্রীকে ডিভোর্স দিলেন গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : বিশ্বের শীর্ষ ধনী ও বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্কের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে– এমন অভিযোগে স্ত্রী নিকোল শানাহানকে ডিভোর্স দিয়েছেন গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিন।

গত ২৬ মে তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। এখন তারা চার বছর বয়সি মেয়ের হেফাজত নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বরাত দিয়ে খবরটি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিজনেস ইনসাইডার।

২০১৫ সালে প্রথম স্ত্রী অ্যানে ওজচিক্কির সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছিল বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের সের্গেই ব্রিনের। ওই বছরই পেশায় আইনজীবী ও শিল্প উদ্যোক্তা নিকোল শানাহানের সঙ্গে ডেটিং শুরু করেন তিনি। তিন বছর প্রেম করার পর ২০১৮ সালে তারা বিয়ে করেন।

সের্গেইয়ের স্ত্রী নিকোল পেশায় আইনজীবী এবং ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত। বছর তিনেক আগে তিনি মাস্কের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ান বলে সামনে আসে। তার পর ২০২১ সাল থেকে সের্গেই এবং নিকোল আলাদা থাকতে শুরু করেন। ২০২২ সালে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেন সের্গেই। আবেদনে জানান, স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না বলেই এমন সিদ্ধান্ত।

এ বছর ২৬ মে তাদের বিবাহবিচ্ছেদে সিলমোহর পড়ে। এতদিন বিষয়টি গোপনই ছিল। সের্গেই ও নিকোলের চার বছরের এক কন্যা রয়েছে। দুজনেই মেয়েকে বড় করে তোলায় সমানভাবে দায়-দায়িত্ব পালন করবেন। সপ্তাহ এবং মাসের নিরিখে ভাগ করে সময় কাটাবেন মেয়ের সঙ্গে।

নিকোল ও সের্গেইয়ের দাম্পত্যের মাঝে মাস্ক ঢুকে পড়াতেই এমন পরিণতি বলে দাবি করছেন অনেকে। যদিও মাস্ক ও নিকোল সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। মানসিক, শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয়নি মাস্কের সঙ্গে বলে জানান নিকোল।

৫০ বছর বয়সি সের্গেই গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা। এ মুহূর্তে বিশ্বের নবম ধনী ব্যক্তি তিনি। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১১ হাজার ৮০০ কোটি ডলার।

ইসরাইলি বাহিনীর গুলিতে ৪ ফিলিস্তিনি নিহত

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : গাজা সীমান্ত এবং পশ্চিমতীরের জেনিনে ইসরাইলি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে ফিলিস্তিনিদের। এ ঘটনায় দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় আবারও ঝরল চার ফিলিস্তিনির প্রাণ। এ ছাড়া দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩০ জন। মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। খবর রয়টার্সের। বিবৃতিতে ইসরাইলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, 'গাজা উপত্যাকার নিরাপত্তাবেষ্টনীর সামনে সহিংসতায় জড়ো হয়েছিলেন শত শত ফিলিস্তিনি। তখন দাঙ্গাকারীদের কয়েকজন বিস্ফোরক ডিভাইস সক্রিয় করে'।

বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা, তা নিশ্চিত করেনি কোনো পক্ষ।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেন, সীমান্তে ২৫ বছর বয়সি ইউসুফ রাদওয়ান ঘাড়ে গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানেই মারা যান। সহিংসতায় আরও ১১ জন আহত হন।

এদিকে জেনিনে ইসরাইলি হামলায় আরও তিন ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়েছেন।

ইসরাইলের দাবি, অভিযান চালানোর সময় সামরিক বাহিনীর গাড়ির নিচে বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণ ঘটে। আইডিএফ জানিয়েছে, অভিযান চলাকালে বন্দুকধারীরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে।

কী হবে কানাডা-ভারত কূটনৈতিক বিরোধের ফল?

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : ভালো রকম ফাটল ধরেছে ভারত ও কানাডার সম্পর্কে। কানাডা যেভাবে একজন ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করার পর ভারতও পালটা ব্যবস্থা নিয়ে কানাডার এক কূটনীতিককে পাঁচদিনের মধ্যে দেশে চলে যেতে বলেছ, তার থেকেই সম্পর্কের অবনতি স্পষ্ট। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই বিরোধ খুব তাড়াতাড়ি মিটবে না। কারণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই দেশের রাজনীতিও।

ভারত ও কানাডার সম্পর্কের মধ্যে সবকিছু যে মসৃণভাবে চলছে না, তা কিছুদিন ধরে টের পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষ করে জি২০-র পর তা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। সেখানে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়নি। কেবল ১০ মিনিটের আলোচনা করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেও রীতিমতো কড়া বাক্যবিনিময় হয়েছে। এরপর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে দিয়েছে কানাডা। তারপর এসেছে কূটনীতিককে অভিযুক্ত করে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত। ফলে সবদিক থেকে সমস্যা বেড়েছে।

কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে?

ভারত ও কানাডার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে খুবই ভালো বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, যে জায়গায় এখন এই সম্পর্ক পৌঁছে গেল, তার প্রভাব দুই দেশের বাণিজ্যতে পড়তে পারে।

সাবেক আইপিএস অফিসার ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শান্তনু মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কানাডা যেভাবে ভারতীয় কূটনীতিককে বের করে দিলো, তাতে বোঝা যাচ্ছে, দুই দেশের সম্পর্ক এখন কতটা খারাপ।"

তার মতে, "আমাদের কড়া নীতি নিয়ে চলতে হবে। তাতে যদি দুই দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় তো হবে। আমাদের কিছু করার নেই। একটা কথা বুঝতে হবে, কানাডা যা করেছে, তা করে ভালো সম্পর্ক রাখা যায় না।"

প্রবীণ সাংবাদিক ও কূটনীতি বিশেষজ্ঞ প্রণয় শর্মা জানিয়েছেন, "সব দেশই এখন ভারতের বাজারকে ধরতে চাইছে। কারণ, ভারত অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। তারপরেও ট্রুডো ভারতের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড চুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে রেখেছেন। এখন এটাই কাম্য যে, দুই দেশ সমস্যা কাটিয়ে আবার বন্ধুত্বের পথে চলুক।"

উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, "আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি। ভারতের সঙ্গে কানাডার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সেখানে কূটনৈতিক সম্পর্কের এই জটিলতা অবাক করার মতো।"

২০২২ সালে ভারত ও কানাডার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার। ভারত ছয় দশমিক চার বিলিয়ন ডলারের জিনিস পাঠিয়েছে, আর কানাডার জিনিস ভারতে এসেছে চার দশমিক এক বিলিয়ান ডলারের।

এছাড়া কানাডার পেনশন ফান্ড এবং অন্টারিও টিচার্স পেনশন প্ল্যান ভারতের বাজারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

ভারতে কানাডার ছয়শটি কোম্পানি আছে। তাছাড়া কানাডার এক হাজার কোম্পানি ভারতের বাজারে বাণিজ্য করে। ফলে এই সংঘাতের প্রভাব বাণিজ্যে পড়লে দুই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রাজনীতির জন্য?

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুজনকেই কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। মোদীকে প্রথমে আগামী বছরের এপ্রিল-মে নাগাদ। আর ট্রুডোকে ২০২৫ সালে। এই যে কূটনৈতিক লড়াই, তার পিছনে কি রাজনীতিও রয়েছে?

শান্তনু মুখোপাধ্যায় সোজাসাপটা বলেছেন, "রাজনীতি তো আছেই। নাহলে এটা কেন হবে? ট্রুডোর মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিপক্কতা দেখতে পাচ্ছি না। খুবই অপেশাদারের মতো কাজ করেছেন ট্রুডো। এর মধ্যে নিশ্চয়ই ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আছে। সেখানকার রাজনীতি আছে। কিন্তু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি বলতে পারি, তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে খেলছেন। নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য এটা করছেন।"

প্রণয় শর্মা জানিয়েছেন, "শেষ যে সমীক্ষার ফলাফল এসেছে, তাতে দেখা গেছে, ট্রুডো প্রধান বিরোধী রক্ষণশীল দলের থেকে অনেকটা পিছিয়ে। তাদের জনপ্রিয়তা ৪০ এর ঘরে, ট্রুডোর ২০-র ঘরে। ট্রুডোকে ২০২৫ সালে নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। সেজন্য সম্ভবত তিনি এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চান না, যাতে তার মূল ভোটে কোনো প্রভাব পড়ে।"

প্রণয় মনে করেন, "শিখদের প্রতি ট্রুডোর দুর্বলতার কারণ, তারা তার ভোটব্যাঙ্কের বড় অংশ। এর আগেও তিনি বৈশাখী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সেখানে একবারের জন্যও ভারতীয় বিমান কনিষ্ক ধ্বংস নিয়ে একটা কথাও বলেননি। অথচ এই দুর্ঘটনায় কানাডার মানুষই মারা গিয়েছিলেন। এর জন্য কানাডায় ট্রুডো সমালোচিত হয়েছিলেন।"

পুতিন দ্বিতীয় হিটলার, তার কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে: জেলেনস্কি

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দ্বিতীয় হিটলার। তার কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন সিবিএসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। খবর রয়টার্সের।

জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেন হেরে গেলে এতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হতে পারে। 'রুশরা যদি পোল্যান্ড পৌঁছে, এর পর কী হবে? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ?

ইউক্রেনের গণমাধ্যমে প্রায়ই এডলফ হিটলারের সঙ্গে তুলনা করে পুতিনকে 'পুতলার' বলে সম্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানির নেতা ছিলেন এডলফ হিটলার।

এদিকে প্রায় ২৫ বছরে ধরে রাশিয়া

শাসন করছেন পুতিন। এর মধ্যে চার বছর তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জেলেনস্কিকে উদ্ধৃত করে দ্য মিরর এক প্রতিবেদনে বলেন, 'বিশ্ববাসীর কাছে সব সম্মান খুইয়েছে রাশিয়া। বারবার পুতিনকে নির্বাচিত করে দ্বিতীয় হিটলার তৈরি করেছে দেশটি।' তবে রাশিয়া জেলেনস্কিকে 'নাৎসি' বলে নিন্দা করছে।

নিজ বাসা থেকে পাকিস্তানের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রেপ্তার

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির পুলিশ। রোববার (১৭ সেপ্টেম্বর) তার নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ডন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোববার আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা শেখ রশিদ (৭২) কে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে তার রাওয়ালপিন্ডির বাহরিয়া টাউনে বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার ভাগ্নে শেখ রশিদ আহমেদে।

শেখ রশিদ আহমেদে সামাজিক যোগাগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'পাকিস্তানের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদকে তার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পরে তাদেরকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই সময় তার বড় ভাই শেখ শাকির ও বাড়ির একজন পরিচারককেও গ্রেপ্তার করা হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি বিচার বিভাগের শীর্ষ পর্যায়কে অনুরোধ করছি সিনিয়র রাজনীতিবিদকে এভাবে গ্রেপ্তারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হোক। তিনি কোনো ওয়ান্টেড আসামি ছিলেন না।'

এদিকে, পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ মাইক্রোব্লগিং এক্স (টুইটার) এ একটি পোস্টে শেখ রশিদ এ গ্রেপ্তারের নিন্দা জানিয়েছে। পোস্টে বলা হয়েছে, 'এবার শেখ রশিদকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো যে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও ফ্যাসিবাদ অব্যাহত রয়েছে।'

তবে গ্রেফতারের পরে এখনো রশিদ আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তারিত কোনো কিছু প্রকাশ করা হয়নি।

ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান বাইডেনের

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ পরিষদের ভাষণে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্বনেতাদের ঐক্যের আহ্বান জানানেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ সময় (রাত) বক্তব্য দেন বাইডেন। সাধারণ পরিষদে উপস্থিত বিশ্বের ১৪৫টি দেশের নেতাদের উদ্দেশে ইউক্রেনে যুদ্ধ পরিস্থিতি তুলে ধরেন বাইডেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ বছর প্রথম ভাষণ দেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। তারপরই মঞ্চে ওঠেন বাইডেন। চলতি সম্মেলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এই বছরের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দিচ্ছেন না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনে থাকা পাঁচটি দেশের মধ্যে চারটিই অনুপস্থিত। এবারের সম্মেলনে বাইডেন প্রথমত বৈদেশিক নীতির যে সমস্যাটি সমাধান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে তা হলো ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ। সাধারণ পরিষদে বাইডেনের ভাষণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফ করা মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, জাতীয় নিরাপত্তাসহ জাতিসংঘের সনদ ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়োজনীয়তার উদাহরণ হিসাবে বাইডেন ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি তার সমর্থনের ওপর জোর দেবেন। আরও বলেন, বাইডেন জাতিসংঘ এবং অন্যান্য অন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলবেন। বিশ্বব্যাপী অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলাসহ আন্তর্জাতিকভাবে চাপসৃষ্টি করা বিভিন্ন বিষয়গুলোর ওপরও আলোকপাত করবেন। বিশ্বজুড়ে তার কৃতিত্বের প্রচার করবেন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও এদিন প্রথমবারের মতো সশরীরে ভাষণ দেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। রুশ আগ্রাসনের পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এটি তার প্রথম বক্তৃতা। সম্মেলনের বক্তব্য পর্বের শেষে বাইডেন মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেশ, কাজাখস্তান, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন। ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়ার আগে বুধবার ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গেও আলাদাভাবে দেখা করবেন। পরদিন বৃহস্পতিবার বাইডেন এবং জেলেনস্কি হোয়াইট হাউজে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেবেন।

সম্প্রতি কিছু রিপাবলিকানদের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন বাইডেন। জাতিসংঘে তার বক্তৃতা নির্বাচনি প্রচারে আরও একটু এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, তিনি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি তার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ও তার প্রশাসন যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন তা তুলে ধরবেন। গভীর অর্থ সংকটে লড়াই করা দেশগুলোকেও সমর্থন করার পরিকল্পনাও করছেন। হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা জানান, আগামী বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রবাহিত হতে পারে। আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা নীতি অধ্যয়নের পরিচালক কোরি শেক বলেন, মার্কিন নীতি ব্যাখ্যা করার জন্য বাইডেনের জাতিসংঘে উপস্থিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ইলন মাস্ককে এরদোগানের প্রশ্ন, আপনার স্ত্রী কোথায়?

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের সঙ্গে সম্প্রতি দেখা করেছেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। নিউইয়র্কের তার্কিশ হাউজে এরদোগানের সঙ্গে মাস্কের এই সাক্ষাৎ হয়। এ সময় মাস্কের সঙ্গে তার ছেলেও ছিল। ইলন মাস্কের কোলে থাকা ছেলেকে দেখে এরদোগান তার কাছে জানতে চান, আপনার স্ত্রী কোথায়?

জবাবে টেসলার প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, 'ওহ, সে এখন সান ফ্রান্সিসকোতে থাকে। আমরা এখন আলাদা থাকি। সে কারণেই আমি আমার ছেলের অধিকাংশ দেখাশোনা করে থাকি।'

মাস্কের বান্ধবী কানাডিয়ান গায়ক গ্রিমস। তাদের তিন সন্তান। ২০২০ সালের মে মাসে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু তারা এখনো বিয়ে করেননি। তবে এর আগে কানাডিয়ান লেখক জাস্টিন উইলসন এবং ইংরেজ অভিনেতা তালুলাহ রিলিকে বিয়ে করেছিলেন মাস্ক।

এদিকে ইলন মাস্ককে তুরস্কে সফর ও দেশটিতে টেসলার সপ্তম কারখানা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন এরদোগান। বর্তমানে টেসলারের ছয়টি কারখানা রয়েছে এবং মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলীয় নুয়েভো লিওন প্রদেশে সপ্তম কারখানাটি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

মূলত বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারক এ প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্বজুড়ে সম্প্রসারণের একটি অংশ হিসেবে কারখানার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

ইলন মাস্ক চলতি বছরের মে মাসে বলেছিলেন, তার অটোমেকার এ প্রতিষ্ঠান চলতি বছরের শেষ নাগাদ নতুন কারখানার জন্য একটি অবস্থান বেছে নেবে। টেসলার পরিচালনার পাশাপাশি ইলন মাস্ক ২০২২ সালে রেকর্ড ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (টুইটার) কিনে নেন।

লিবিয়ায় দুই দশকের অবহেলা কেড়ে নিল হাজারো প্রাণ

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'ড্যানিয়েল'র আঘাতের পর বন্যায় ভেসে গেছে লিবিয়ার উপকূলীয় শহর ডেরনা। লিবিয়ার রেড ক্রিসেন্টের তথ্য মতে, রোববারের এই আঘাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৩০০তে। এখনো ১০ হাজারের বেশি মানুষ নিখোঁজ। ৪০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত। প্রায় এক লাখ মানুষের বাসস্থান ডেরনার কাছাকাছি শহর রক্ষা দুটি বাঁধের ফাটল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বন্যার।

সংঘাত আর বিভাজনে অস্থির যুদ্ধবিধ্বস্ত লিবিয়ার অন্যান্য বিধ্বস্ত অবকাঠামোর মতোই অবহেলায় পড়ে ছিল এই দুটি বাঁধ। ১৯৯৮ সালে প্রথম ফাটল ধরা পড়লেও মেরামতের কাজ হাতে নিয়ে পুরোপুরি শেষ করতে পারেনি কোনো কর্তৃপক্ষ। আর দুই দশকের এই অবহেলাই শেষপর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল লিবিয়ার। কেড়ে নিল হাজার হাজার মানুষের প্রাণ। ১০ সেপ্টেম্বর ঘূর্ণিঝড়সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের পর থেকেই গত এক সপ্তাহ ধরে রাত-দিন উদ্ধার-তৎপরতা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

বন্যার আগে প্রথমে ভেঙে পড়েছিল আবু মনসুর বাঁধ। এটি শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার (৯ মাইলেরও বেশি) দূরে অবস্থিত। পানির ধারণক্ষমতা ছিল ২২.৫ মিলিয়ন ঘনমিটার (প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট)। পরপরই ভেঙে যায় আল বিলাদ নামের দ্বিতীয় বাঁধ। শহর থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে এই বাঁধের পানি ধারণক্ষমতা ছিল ১.৫ মিলিয়ন ঘনমিটার। ১৯৭০-এর দশকে দুটি বাঁধই নির্মাণ করেছিল একটি যুগোস্লাভ কোম্পানি। বাঁধ নির্মাণের আগে ২০ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য বন্যার মুখোমুখি হয়েছিল ডেরনা।

রোববার লিবিয়ার প্রসিকিউটর জেনারেল আল-সেদ্দিক আল-সৌর জানান, বাঁধ দুটি পানি সংগ্রহের জন্য নয় বরং বন্যা থেকে ডেরনাকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ফাটল দেখা দেওয়ার দুই বছর পর লিবিয়ার কর্তৃপক্ষ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য একটি ইতালীয় প্রকৌশল সংস্থাকে নিয়োগ দিয়েছিল। বাঁধ দুটিতে ফাটল আছে বলে নিশ্চিত করে অন্য একটি বাঁধ নির্মাণের সুপারিশ করেছিল সংস্থটি। বাঁধ মেরামতে ২০০৭ সালে মুয়াম্মার গাদ্দাফি সরকার একটি তুর্কি কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছিল। তবে অর্থ প্রদানে সমস্যার কারণে কোম্পানিটি ২০১০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কাজ বন্ধ রেখেছিল। আর গাদ্দাফি পতন আন্দোলন শুরু হওয়ার পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে প্রতিবছরই দুটি বাঁধ মেরামতের একটি বাজেট বরাদ্দ করা হতো। দীর্ঘদিনের শাসক গাদ্দাফিকে হত্যা, গৃহযুদ্ধের পর ২০১১ সালে ন্যাটো সামরিক হস্তক্ষেপ করে দেশটিতে। আর এরপর থেকেই ক্ষমতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাসন।

কানাডায় শিখ অ্যাক্টিভিস্ট হত্যা ভারতীয় কূটনীতিক বহিষ্কার

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : কানাডায় এক মন্দিরে শিখ নেতা নিহত হওয়ার জের ধরে দেশটি থেকে ভারতীয় এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত কূটনীতিক ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর অ্যাজেন্ট বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এদিকে কানাডা শিখ অ্যাক্টিভিস্ট হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যায় ভারতের সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা নিয়ে তদন্ত করবে বলে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ট্রুডো সোমবার রাতে পার্লামেন্টে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেন, 'কানাডার মাটিতে কানাডার কোনো নাগরিককে হত্যায় কোনো বিদেশী সরকারের সম্পৃক্ততা আমাদের সার্বভৌমত্বের অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘন।'

তিনি বলেন, কানাডার নিরাপত্তা সংস্থাগুলো চলতি বছরের জুনে শিখ-কানাডিয়ান অ্যাক্টিভিস্ট নিহতের সাথে ভারত সরকারের অ্যাজেন্টদের সম্পৃক্ততার নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

হরদীপ সিং নিজ্জর ১৮ জুন সারের একটি শিখ মন্দিরে গুলিতে নিহত হন। ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের ওই ঘটনা ব্যাপক প্রশ্ন ও নিন্দার সৃষ্টি হয়।

এ ব্যাপারে আল জাজিরার পক্ষ থেকে কানাডার রাজধানী অটোয় ভারতীয় হাই কমিশনে মন্তব্য জানতে চাইলেও তারা তাতে সাড়া দেয়নি।

এদিকে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলিনি জলি সোমবার রাতে বলেছেন, ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে কানাডা সরকার এক ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে। বহিষ্কৃত ওই কূটনীতিক কানাডায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রধান বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। গ্লোব অ্যান্ড মেইল পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয় যে কানাডার জাতীয় নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের কাছে নিজ্জরের হত্যায় ভারত জড়িত বলে সম্ভাব্য তথ্য রয়েছে।

পত্রিকাটি জানায়, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নিজ্জরকে 'সন্ত্রাসী' বিবেচনা করত।

কানাডার পত্রিকাটি জানায়, ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থা এনআইএ অভিযোগ করেছে, ২০২২ সালে পাঞ্জাবে এক হিন্দু পুরোহিত হত্যায় নিজ্জর জড়িত। তাকে গ্রেফতারের তথ্য দিতে পারলে ১৬,২০০ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দেয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল।

ভারত ও কানাডার মধ্যে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের মধ্যে সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বক্তব্য রাখেন। বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অস্বস্তি বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, নয়া দিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ট্রুডোর সাথে আলোচনার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কানাডায় শিখ বিক্ষোভ নিয়ে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করেছিলেন।

রাজনীতির নামে অপরাজনীতি নয়

ইকতেদার আহমেদ

রাজনীতি বলতে অতীতে রাজা কর্তৃক অনুসৃত নীতিকে বুঝাত। বিগত শতকের মধ্যভাগ পরবর্তী পৃথিবীর সর্বত্র রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসানের সূচনার সূত্রপাত ঘটতে থাকলে রাজনীতির সংজ্ঞায় পরিবর্তন দেখা দেয়। রাজনীতির সাথে প্রজা বা দেশের সাধারণ জনমানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত থাকায় দেশ, সমাজ ও সামগ্রিকভাবে জনমানুষের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনীতির কলাকৌশল নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত যেকোনো সমস্যা সাধারণত রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধা করা হয়। এ কারণেই রাজনীতিকে বলা হয় এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে।

আমাদের এ দেশ ও উপমহাদেশ উপনিবেশিক ব্রিটিশদের শাসনাধীন থাকাবস্থায় দেখা যেত, বিত্তবান পরিবারের সন্তানরা দেশপ্রেমের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ত্যাগ, জনসেবা, দেশের মঙ্গল ও উন্নয়নের মনোভাব নিয়ে রাজনীতিতে পদার্পণ করতেন। এরূপ বিত্তবানদের সন্তানদের অনেককেই দেখা গেছে জীবন সায়াহ্নে এসে বিত্তহীন হয়ে জনসাধারণের ভালোবাসার পুঁজিকে সম্বল করে এ ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় দেখা যায়, বিগত তিন দশক ধরে রাজনীতির মাঠে নেতা হিসেবে এমন অনেক বিত্তহীনের আগমন ঘটেছে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে পুঁজি করে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ফুলেফেঁপে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। এরা অবৈধভাবে আকস্মিক প্রাপ্ত ক্ষমতা ও অর্থের দম্ভে বেসামাল হয়ে অনৈতিকতার শীর্ষে পৌঁছে মদ, জুয়া ও নারীসম্ভোগসহ এহেন অপকর্ম নেই যার সাথে লিপ্ত নয়। এদের কারণেই আজ রাজনীতি হয়ে উঠেছে অপরাজনীতি। এদের বিচরণ মূল রাজনৈতিক দলসহ দলের প্রতিটি অঙ্গসংগঠনের মধ্যে পরাক্রমশালী হিসেবে দেদীপ্যমান।

আমাদের দেশে ২০০৮ সাল-পরবর্তী নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন ব্যতিরেকে রাজনৈতিক দল হিসেবে কার্য পরিচালনার সুযোগ বারিত করা হয়। বর্তমানে একটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত হতে হলে অপরাপর শর্ত ছাড়াও তিনটি প্রধান শর্তের যেকোনো একটি পূরণ করতে হয়। এ প্রধান শর্তগুলো হলো- ক. বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হওয়ার পর অনুষ্ঠিত যেকোনো সংসদ নির্বাচনে দলটি অন্যূন নিজ দলীয় নির্বাচনী প্রতীকে একটি আসনে বিজয়ী হয়েছে অথবা খ, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হওয়ার পর অনুষ্ঠিত যেকোনো সংসদ নির্বাচনে দলটি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে প্রদত্ত ভোটের ৫ শতাংশ লাভে সমর্থ হয়েছে অথবা গ. দলটির কার্যকরী কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ অন্যূন ১০টি জেলায় প্রশাসনিক জেলা কার্যালয় এবং ৫০টি উপজেলা অথবা মেট্রোপলিটন থানায় কার্যালয় রয়েছে। রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারেন; তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হলে তাকে রিটার্নিং অফিসারের বরাবর দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরের তালিকা দাখিল করতে হয়, যদিও এরূপ প্রার্থী অতীতে কোনো সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে স্বাক্ষরের তালিকা দাখিলের আবশ্যকতা নেই। এরূপ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সহায়ক ও সহযোগী হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র অথবা শিক্ষক সমন্বয়ে অথবা আর্থিক বা বাণিজ্যিক অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সমন্বয়ে অথবা অন্য কোনো পেশার সদস্য সমন্বয়ে কোনো অঙ্গসংগঠনের প্রতিষ্ঠা বারিত সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিধানের উল্লেখের কথা থাকলেও দেখা যায় ২০০৮ সাল-পরবর্তী যে দলটি রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে এর অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে প্রতিভাত যে, এগুলো দলটির অঙ্গসংগঠন নয় এরূপ ধারণার অবকাশ ক্ষীণ।

আমাদের মূল দণ্ড আইন দণ্ডবিধি-১৮৬০-এর ধারা ১৫৩-খ রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র প্রভৃতিকে প্ররোচনা দান-বিষয়ক। এ ধারাটিতে বলা হয়েছে- কোনো ব্যক্তি যদি উচ্চারিত বা লিখিত কোনো কথা দ্বারা কিংবা কোনো দৃশ্যমান প্রতীক দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে কোনো ছাত্রকে বা ছাত্রগোষ্ঠীকে কিংবা ছাত্রদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে কোনোরূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে প্ররোচনা দান করে, সে ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

পৃথিবীর উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনের কার্যকলাপ অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের বাইরে ছাত্র ও শিক্ষক কল্যাণ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি চর্চা, গবেষণা প্রভৃতির মধ্যে নিহিত। এদের কখনো জাতীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সহযোগী বা সহায়ক অঙ্গসংঠন হিসেবে লেজুড়বৃত্তি করতে দেখা যায় না। এরা আপন পরিমণ্ডলে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে সদাসর্বদা সচেষ্ট।

আমাদের দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও ছাত্ররা অনেকটা ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দলের রাজনৈতিক বলয়ের প্রভাবমুক্ত হওয়ার কারণে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে যেকোনো ধরনের অন্যায় কাজ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃশ্যত অনুপস্থিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকসংগঠন ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক মতাদর্শে এমনভাবে প্রভাবিত যে, এদের মধ্যে এক দিকে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার যেমন লেশমাত্র নেই অনুরূপ পরমতের প্রতি এদের চরম জিঘাংসা।

আমাদের রাজধানী শহরস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ছিল। সে সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়টির ছাত্র-শিক্ষকদের মান তুলনামূলক বিচারে পৃথিবীর স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিযোগীর পর্যায়ে হলেও বর্তমানে এ মান এত ক্রম নিম্নমুখী যে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনার কোনো ধরনের অবকাশই নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়টিসহ আমাদের অপরাপর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দুই দশকের অধিক সময় ধরে শিক্ষার্থী হিসেবে যাদের আগমন ঘটছে শিক্ষার সহায়ক পরিবেশের অনুপস্থিতিতে শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তিতে এদের অনেকের শিক্ষা সনদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের পরিধির দৈনতা সুবিদিত। এ সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য, প্রাধ্যক্ষ ও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রার্থীদের রাজনৈতিক মতাদর্শ মুখ্য বিবেচিত হওয়ায় মেধা, যোগ্যতা, সততা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে উৎকৃষ্টদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এরা সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতির আবর্তে এমনভাবে আবিষ্ট যে, শিক্ষকদের মূল পেশা শিক্ষাদান ও গবেষণার পরিবর্তে এরা অবৈধ উপায়ে অর্থ রোজগারের উদগ্র নেশায় মত্ত।

বর্তমানে আমাদের দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের একক আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিরাজমান। এ ছাত্র সংগঠনটি দীর্ঘ দিন ধরে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্যাহত করে চলেছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনটির প্রতি সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন না থাকায় এ সংগঠনটির বিশ্ববিদ্যালয় ও হল শাখার নেতারা তাদের দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে সাধারণ ছাত্রদের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করে। কোনো সাধারণ ছাত্র তাদের নির্দেশ অমান্য করে তাদের দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করলে তার ওপর নির্মম ও অমানসিক নির্যাতন নেমে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন সাধারণ ছাত্র আবাসিক ছাত্র হিসেবে ছাত্রাবাসে আসন (সিট) লাভ করতে চাইলে তাকে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের শরণাপন্ন হতে হয়। আসন বা সিট বণ্টন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল কর্তৃপক্ষের যে নিয়ম বা নীতিমালা রয়েছে তা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাদের দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে অকার্যকর। এ কারণেই এদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া একজন সাধারণ ছাত্রের পক্ষে ছাত্রবাসে আসন লাভ বাস্তব অর্থেই দুরূহ। আর তাই এমন সাধারণ ছাত্র যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ব্যতীত অন্যত্র আবাসনের সুযোগ নেই তারা ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া সত্ত্বেও দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়। বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকরা এসব ছাত্রনেতার ক্ষমতার দাপটে কার্যত অসহায়।

আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল অথবা পুলিশ প্রশাসন চাইলে যেকোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু এ ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের বৈধ রাজনৈতিক পন্থায় নির্বাচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এর অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনীকে ব্যবহার করে সংবিধান ও আইনের অবমাননায় একতরফা নির্বাচন বা মধ্যরাতের নির্বাচনের মাধ্যমে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দল পুনঃক্ষমতাসীন হলে যাদের সহযোগিতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হন তাদের ছাড় দিয়ে চলতে হয়। এরূপ ছাড় দিতে গেলে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর আদেশের শৃঙ্খল শিথিল হয়ে পড়ে।

স্পষ্টত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সন্নিবেশিত রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন-বিষয়ক বিধান এরূপ রাজনৈতিক দলের সহায়ক বা সহযোগী হিসেবে কোনো অঙ্গসংগঠনের অস্তিত্ব অনুমোদন করে না। কিন্তু এ কথাটি অনস্বীকার্য, ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন সহায়ক বা সহযোগী হিসেবে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রণিধানযোগ্য যে, আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের রক্ষায় এবং প্ররোচনা দানকারী ছাত্রসংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দণ্ডবিধির উল্লিখিত ধারাটির প্রয়োগে উদ্যোগী হননি।

সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে, ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতারা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের টেন্ডার; বাসটার্মিনাল, লঞ্চঘাট, বাজার প্রভৃতির ইজারা; পরিবহন খাতের চাঁদাবাজি; মদ, জুয়া, মাদক প্রভৃতির নামে ক্যাসিনোর ব্যবসায়; নিয়োগবাণিজ্য, পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসসহ এ হেন অপকর্ম নেই যার সাথে জড়িত নয়। এসব কাজে সম্পৃক্ত হয়ে এরা একেকজন দেশ ও বিদেশে অঢেল সম্পদ আহরণ করছে। মূল রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় রাজনীতির নামে এরা যা করে চলেছে তা অপরাজনীতি বৈ আর কিছু নয়। এ ধরনের অপরাজনীতি চলতে থাকলে দেশের কোথাও নিয়মশৃঙ্খলা বলে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আর নিয়মশৃঙ্খলা না থাকলে যে বিপর্যয় অনিবার্য তা রোধ করার শক্তি রাজনৈতিক নেতাদের আছে কী?

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

শীতল যুদ্ধের ভূত এখনো ওয়াশিংটনের ঘাড়ে

মার্কো কার্নেলোস

ওয়াশিংটন-বেইজিং সম্পর্ক নিয়ে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস এবং ইতিহাসবিদ নিল ফার্গুসনের যৌথভাবে লেখা একটি নিবন্ধ সম্প্রতি দ্য ইকোনমিস্ট পত্রিকা প্রকাশ করেছে। এই নিবন্ধের জন্য তাঁদের তিরস্কার প্রাপ্য বলে মনে করি।

বিংশ শতকের শীতল যুদ্ধ এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে চলমান কথিত দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধের মধ্যে কী কী পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে, সেটিই তাঁদের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তবে সে লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, শীতল যুদ্ধের মানসিকতা তাঁদের এখনো তাড়া করে ফিরছে।

রাইস ও ফার্গুসন ভুলক্রমে এমন একটা ধারণা সামনে এনেছেন যে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নিজেকে মেলে ধরে চীন কেবল একাই লাভবান হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের করপোরেট খাত শিল্পোৎপাদনের আউটসোর্সিংয়ে চীনের জনশক্তি ব্যবহার করে এবং এশিয়ায় সরবরাহ শৃঙ্খল বিস্তার করে যে বিশাল লাভ করেছে, সেটি তাঁদের লেখায় নেই। চীন থেকে পশ্চিম যে আকাশছোঁয়া আর্থিক সুবিধা নিয়েছে, তা-ও সে লেখায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

অনেক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী, বিশ্লেষক ও রাজনীতিবিদ চীনের আজকের এই সাফল্যের পেছনে পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চুরির ভূমিকা আছে বলে দাবি করলেও রাইস ও ফার্গুসন সঠিকভাবেই স্বীকার করেছেন, চীনের সাফল্যকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক-সম্পত্তি চুরি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে চীনের বিষয়ে তাঁরা এমন কিছু অভিযোগ তুলেছেন, যেগুলোকে ঠিক ন্যায্য মূল্যায়ন বলা যায় না।

রাইস ও ফার্গুসন এই বলে আহাজারি করেছেন যে 'বছরের পর বছর ধরে চীন আমেরিকার শক্তিকে শুষে নিচ্ছে।' তবে এর মাধ্যমে তাঁরা কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা বোঝা মুশকিল। রাইস একজন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ফার্গুসন পশ্চিমা অর্থনীতির উত্থানের ইতিহাসবিষয়ক একজন শীর্ষ পর্যায়ের লেখক। সেই সুবাদে অন্য যে কারও চেয়ে তাঁদের ভালো করে জানার কথা, এক জাতির কাছ থেকে আরেক জাতির ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনিই মানবেতিহাসের মূল উপজীব্য।

বস্তুত, এক সাম্রাজ্যের শক্তি অপর সাম্রাজ্যের কেড়ে নেওয়ার মধ্যেই ইতিহাস আবর্তিত হয়। রাইস ও ফার্গুসন কি মনে করেন বৈশ্বিক নেতৃত্ব চিরকালই আমেরিকার হাতে থাকবে? তাঁরা কি মনে করেন আর কোনো শক্তিরই ভালো কিছু করার ক্ষমতা নেই?

অনেকে হয়তো এই যুক্তি দেবেন, চীন খেলার নিয়মকানুন না মেনেই আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। কিন্তু প্রসঙ্গটি তর্কসাপেক্ষ। কারণ, এই প্রশ্ন উঠবেই যে এই কথিত আইন বা কানুন কে বানিয়েছে এবং সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সেগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাইস ও ফার্গুসন কি আমাদের এ কথা বিশ্বাস করাতে চান যে গত কয়েক দশকে পশ্চিমা পুঁজিবাদ খুব নিয়মকানুন মেনে বৈশ্বিক ব্যবস্থায় তার উত্থান ঘটিয়েছে?

এই দুই লেখক ভুলভাবে এই ধারণা দিতে চেয়েছেন যে ২০১৩ সালে সি চিন পিং চীনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে আমেরিকার সঙ্গে চীনের মূল সমস্যার শুরু হয়েছে। তাঁরা সি চিন পিংয়ের প্রধান দুটি 'পাপ' উল্লেখ করেছেন। একটি হলো 'সীমান্ত প্রযুক্তিতে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাওয়া' এবং আরেকটি হলো, 'তাইওয়ান প্রণালিকে চীনা জাতীয় জলসীমার ভূখণ্ড' দাবি করা। অথচ এর একটিও মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মৌলিক হুমকির প্রতিনিধিত্ব করে না।

দুই লেখকের নিবন্ধের গোপন বার্তাটি হলো, কোনো দেশের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট চীনের আমেরিকান প্রযুক্তির শিখরকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস দেখানো ঠিক নয়। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, চীন ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতৃস্থানীয় কিছু প্রযুক্তিতে (ফাইভ-জি থেকে ইন্টারনেট অব থিংস পর্যন্ত) ছাড়িয়ে গেছে। সেমিকন্ডাক্টরের বিষয়ে দুই দেশের ব্যবধান সংকুচিত হয়ে আসছে।

আমেরিকার জন্য সর্বশেষ বড় ধাক্কা হলো, মোবাইল প্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ের একটি ঘোষণা। হুয়াওয়ে ঘোষণা করেছে, ১৭ ন্যানোমিটারের প্রসেসর দিয়ে তারা মেট ৬০ প্রো স্মার্টফোন বানাবে। চীনা প্রযুক্তির এই প্রকল্পে আমেরিকান একটি উপাদানও ব্যবহৃত হবে না।

বলা বাহুল্য, চীনের এই কোম্পানি চার বছরের বেশি সময় ধরে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা ও ভয়ভীতির শিকার হয়ে আসছে। এত কিছুর পরও হুয়াওয়ে যদি আইফোন ১৪ এবং সম্প্রতি বাজারে আসা আইফোন ১৫-কে টক্কর দিতে সক্ষম একটি মোবাইল ফোন বাজারে ছাড়ার সক্ষমতা দেখাতে পারে, তাহলে হয়তো চীনের সরকার সে দেশের সমগ্র প্রযুক্তি খাতকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অধীনে দেখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে।

চীনের দ্বিতীয় বড় অপরাধ তাইওয়ানকে ঘিরে। চীন এটিকে তার জলসীমার আওতাধীন দাবি করে আসছে। কোনো সন্দেহ নেই, এটি আন্তর্জাতিক জলসীমা এবং তাইওয়ানের ওপর চীন সার্বভৌমত্ব দাবি করলে তা আন্তর্জাতিক জলসীমার প্রশস্ততাকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু এই দাবি সি চিন পিং তোলেননি। কয়েক দশক ধরে চীন এই দাবি তুলে যাচ্ছে।

চীনের বিরুদ্ধে রাইস ও ফার্গুসনের আরও হাস্যকর অভিযোগ হলো, চীন যুক্তরাষ্ট্রের 'অংশীদার দেশগুলোতে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো গড়ছে, সাগরের নিচ দিয়ে সাবমেরিন কেব্‌ল টানছে, বন্দরে প্রবেশাধিকার নিচ্ছে এবং সামরিক ঘাঁটির মতো নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে।'

প্রশ্ন হলো, সাম্প্রতিক দশকে যুক্তরাষ্ট্র কি এর চেয়ে আলাদা কিছু করেছে?

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

লেখক: মার্কো কার্নেলোস একজন সাবেক ইতালীয় কূটনীতিক, যিনি সোমালিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন

ঝাড়-ফুঁক ইসলাম কী বলে

উবায়দুল হক খান

আল্লাহতায়ালা রোগব্যাধি সৃষ্টি করেছেন। রোগব্যাধির আরোগ্যও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই রোগাক্রান্ত করেন আবার তিনিই সুস্থ করেন।

আমরা যখন কোনো সমস্যায় পড়ি অথবা অসুস্থ হই, এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা তাকদিরের পরিপন্থি নয়। কেননা, সেই বস্তুর গুণটা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। ওষুধের গুণটা আল্লাহরই সৃষ্টি। সুতরাং যখন আমরা ওষুধ ব্যবহার করলাম, ঝাড়-ফুঁক বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম তখন আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের মধ্যেই থাকলাম।

আমরা দেখি একই ওষুধ একই রোগের জন্য একজনকে কাজ করছে আরেকজনের কাজ করছে না, এ দ্বারা বোঝা যায় আরোগ্যদানকারী হলেন মহান আল্লাহতায়ালা। আল্লাহ যার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটাই হবে। ঝাড়-ফুঁক যদি কুরআনের আয়াত বা হাদিসে বর্ণিত কোনো দোয়ার মাধ্যমে হয় তাহলে এটা বৈধ।

মূলত ঝাড়-ফুঁক হলো আল্লাহর কাছে আরোগ্য কামনার দোয়া। সুতরাং আল্লাহ তা কবুল করতে পারেন এবং রোগীকে সুস্থ করতে পারেন। ওষুধের মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করা অথবা না করা-এ সবই আল্লাহর ইচ্ছা। ঝাড়-ফুঁক অথবা ওষুধ যাই আমরা গ্রহণ করি, মূল বিশ্বাস রাখতে হবে আরোগ্যদানকারী আল্লাহ। অন্যথায় এর কোনোটিই গ্রহণ করা বৈধ নয়।

যেসব মন্ত্র বা ঝাড়-ফুঁকের অর্থ বোধগম্য নয় অথবা কুফরি বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হয় সেটা গ্রহণ করা বৈধ নয়। অনুরূপ কোনো কাফের বা মুশরিকের কাছ থেকে তাবিজ-কবচ গ্রহণ করা, ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

অনেক লোক এমনকি আলেমদের অনেকেও মনে করে থাকেন, কুরআন ও সুন্নাহ শুধু মানুষের অন্তরের রোগের চিকিৎসাকারী। দৈহিক রোগের চিকিৎসায় এগুলোর [কুরআন-সুন্নাহর] কোনো ভূমিকা নেই। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল ধারণা। কুরআন ও সুন্নাহ মানুষের অন্তর ও দেহ উভয়ের চিকিৎসার সফল ব্যবস্থাপত্র প্রদানকারী। হ্যাঁ! পার্থক্য এতটুকু, মানুষের অন্তর যেমন তার মূল, তেমনি তার অন্তরের চিকিৎসাও কুরআন-সুন্নাহর মূল লক্ষ্য।

মানুষের শারীরিক সমস্যার সমাধান প্রদান কুরআন সুন্নাহর মূল উদ্দেশ্য নয়; গৌণ। কেউ যদি তার শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কুরআন-সুন্নাহর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করে, তাহলে সে অবশ্যই তার শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন-'মক্কায় এক সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমি না কোনো চিকিৎসকের সন্ধান পাচ্ছিলাম, না আমার কাছে কোনো ওষুধ ছিল। তখন আমি সূরা ফাতেহা দ্বারাই চিকিৎসা শুরু করে দিলাম। এতে আমি সূরা ফাতেহার বিস্ময়কর প্রভাব দেখতে পেলাম। আমি যমযমের পানি নিয়ে তাতে কয়েকবার সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিতাম, অতঃপর তা পান করতাম।

এতে আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠি। এরপর থেকে আমি অনেক ব্যথা ও আঘাতে সূরা ফাতেহার ওপরই নির্ভর করা শুরু করি। এতে আমি সর্বোচ্চ উপকার লাভ করি। আর কেউ ব্যথার কথা জানালে আমি তাকে সূরা ফাতেহা দ্বারা চিকিৎসার পরার্মর্শ দিতে থাকি। ফলে তাদের অনেকে ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি পেত।'

কুরআনের পাশাপাশি হাদিসের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক দ্বারাও অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অনুরূপ দোয়া দ্বারাও অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে দোয়া যদি হয় কাকুতি-মিনতিসহ। হাদিস শরিফে এসেছে-যে সমস্যা দেখা দিয়েছে ও যে সমস্যা দেখা দেবে, 'দোয়া' উভয়টা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপকারী। অতএব, হে আল্লাহর বান্দারা তোমাদের উচিত দোয়া করা [তিরমিজি]। আরও ইরশাদ হয়েছে-আল্লাহর ফয়সালা কেবল দোয়ার মাধ্যমেই পরিবর্তন হতে পারে এবং একমাত্র ভালো কাজই হায়াত বৃদ্ধি করে [তিরমিজি]।

তবে এখানে একটা বিষয় ভালো করে খেয়াল করা প্রয়োজন, যেসব আয়াত ও দোয়া দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হয়, সেগুলোই সরাসরি উপকারী। কিন্তু ঝাড়-ফুঁককারীর বা ঝাড়-ফুঁক গ্রহণকারীর আত্মবিশ্বাস ও ঝাড়-ফুঁকে ত্রুটি থাকার কারণে অনেক সময় রোগমুক্তি বিলম্বিত হয় বা রোগমুক্তি মোটেই হয় না। যেমন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ সেবনে ত্রুটি করলে হয়ে থাকে। অথবা এমনও হতে পারে, তার ভাগ্যে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ঝাড়-ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা দুভাবে হতে পারে। এক. রোগীর নিজের পক্ষ থেকে। দুই. চিকিৎসকের পক্ষ থেকে। উভয়ের ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক পূর্ণ সফলকাম হওয়ার জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য। এক. আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ও তার প্রতি ভরসা রাখা। তার ইচ্ছায়ই সবকিছু হয় ও তার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না এবং মুমিনদের প্রতি তিনি দয়াশীল-এ ধ্যান অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকা। দুই. যে আয়াত ও দোয়া দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হচ্ছে, তা সঠিকভাবে উচ্চারণ করা এবং অনারব হলে সেগুলোর অর্থ বুঝার চেষ্টায় থাকা।

শরিয়তের আলোকে তিনটি শর্তের ভিত্তিতেই কেবল ঝাড়-ফুঁক জায়েজ। যথা : এক. ঝাড়-ফুঁক আল্লাহর কথা বা রাসূল (সা.)-এর কথা দ্বারা হতে হবে। দুই. আরবি ভাষায় বা এমন কোনো ভাষায় হতে হবে, যার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়। তিন. এ বিশ্বাস রাখা যে, ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই; বরং তা কাজ করে কেবল আল্লাহর ইচ্ছায়ই। এটা শুধু কেবল একটি শরিয়ত স্বীকৃত অছিলা।

অল্প আমল, অধিক সওয়াব পাহাড়সম ঋণ হলেও পড়ুন

একবার চতুর্থ খলিফা আলী (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু সাহায্য চায়। এ সময় আলী (রা.) তাকে বলেন, আমি কি তোমাকে কয়েকটি শব্দ শিক্ষা দেব, যা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন? যা তুমি পাঠ করলে আল্লাহই তোমার ঋণমুক্তির ব্যাপারে দায়িত্ব নেবেন, যদি তোমার ঋণ পর্বতসমানও হয়। এরপর আলী (রা.) ওই ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে বলেছিলেন (তিরমিজি : ৩৫৬৩; মুসনাদ আহমদ: ১৩২১)।

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাকফিনী বি হা'লালিকা আ'ন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা আ'ম্মান সিওয়াক।

অনুবাদ : হে আল্লাহ! হারামের পরিবর্তে আপনার হালাল রুজি আমার জন্য যথেষ্ট করে দিন। আর আপনাকে ছাড়া আমাকে কারও মুখাপেক্ষী করবেন না। স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে সচ্ছলতা দান করুন (তিরমিযি ৩৫৬৩)।

হাদিসে বর্ণিত ঋণমুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হলো-বাংলা উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল-'আজযি ওয়াল-কাসালি, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল-বুখলি ওয়াল-জুবনি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন দ্বালা'য়িদ্দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।

বাংলা অর্থ : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৮৯৩)।

রবিউল আউয়ালের বার্তা

মোঃ শাহজাহান কবীর

হিজরি সনের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল দরজায় কড়া নাড়ছে। এ মাসের গুরুত্ব এখানেই যে, মানবতার মুক্তির মহান অগ্রদূত মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম, নবুওয়াত, হিজরত এবং ওফাত রবিউল আউয়ালেই সংঘটিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ সুরা আল-ইমরানের ৩১ আয়াতে এরশাদ করেন, 'হে রাসুল, আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল।'

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, মহান স্রষ্টা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাইলে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)কে ভালোবাসতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যেক মুমিনের জন্য এটি একান্ত আবশ্যক।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)কে ভালোবাসা ও তাঁর প্রদর্শিত পথে জীবনযাপন ইমানেরই অংশ। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর কিতাবে স্বতন্ত্র একটি শিরোনাম এনেছেন, যার অর্থ– 'মহানবী (সা.)কে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ।'

প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস (রা.) ও হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলে পাক (সা.) এরশাদ করেন, ওই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট নিজ পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ হতে প্রিয় না হবো।' (বুখারি ও মুসলিম) রাসুলে পাক (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সুরা আহযাবের ২১ আয়াতে এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা পরকালে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।'

এ ভালোবাসার মানে এই নয় কিংবা মুখে মুখে এ কথা বলা নয়, 'হে রাসুল (সা.), আমি আপনাকে ভালোবাসি।' বরং এর অর্থ হচ্ছে, 'রাসুল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা ধারণ করো। আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকো।' কেননা, যে ব্যক্তি রাসুলে পাক (সা.)কে অনুসরণ করল, সে প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করল। সে কারণেই দুনিয়ার প্রতিটি কথা ও কাজে শুধু মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)কেই আদর্শ মানতে হবে। তাঁর দেখানো পথেই নিজেদের পরিচালিত করতে হবে।

গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য সাদকার সাওয়াব অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দরুদ পড়ার মাধ্যমে অসহায় গরিব মানুষের জন্য রয়েছে সাদকার সাওয়াব। হাদিস শরিফে এসেছে– 'যে মুসলমানের দান করার সামর্থ্য নেই, সে যেন তার দোয়ায় বলে– আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসুলিকা ওয়া সাল্লি আলাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত।' এ দরুদ ওই ব্যক্তির জন্য জাকাত তথা সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (ইবনে হিব্বান) রবিউল আউয়ালের বার্তা এটাই, আমরা যাতে সর্বক্ষেত্রে রাসুলের (সা.) আদর্শ অনুসরণ করি। বলা বাহুল্য, অনুসরণ কেবল এ মাসের জন্যই নয়; বরং সর্বাবস্থায় মুমিন বান্দা রাসুলের (সা.) দেখানো পথে আল্লাহর ইবাদত করবে– এটাই প্রত্যাশিত। আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের তাওফিক দান করুন।

ড. মো. শাহজাহান কবীর: চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
২২ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	৫:১৪	৬:৪৩	১২:৫৮	৫:০২	৭:০৩	৮:১৯
২৩ সেপ্টেম্বর	শনিবার	৫:১৬	৬:৪৫	১২:৫৮	৫:০০	৭:০০	৮:১৬
২৪ সেপ্টেম্বর	রবিবার	৫:১৭	৬:৪৬	১২:৫৮	৪:৫৮	৬:৫৮	৮:১৪
২৫ সেপ্টেম্বর	সোমবার	৫:২০	৬:৪৮	১২:৫৭	৪:৫৬	৬:৫৬	৮:১৩
২৬ সেপ্টেম্বর	মঙ্গলবার	৫:২২	৬:৫০	১২:৫৭	৪:৫৪	৬:৫৪	৮:১১
২৭ সেপ্টেম্বর	বুধবার	৫:২৩	৬:৫১	১২:৫৭	৪:৫২	৬:৫১	৮:০৮
২৮ সেপ্টেম্বর	বৃহস্পতিবার	৫:২৬	৬:৫৩	১২:৫৬	৪:৫০	৬:৪৯	৮:০৬

এমপিওভুক্তি নিয়ে দুর্নীতির অবসান চাই

শরীফুজ্জামান আগা খান

২০২২ সালের ৬ জুলাই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করে। এমপিওভুক্তির এ ঘোষণা বছরের পর বছর বিনা বেতনে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের মনে স্বস্তি আনে। তারা অচিরেই বেতনপ্রাপ্তির ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে ওঠেন। তালিকা প্রকাশের পরই নতুন এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা এমপিও কোড পায় এবং শিক্ষক-কর্মচারীরা অনলাইনে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বেতন পাওয়া শুরু করেন। এরপর বিলম্ব হলেও সম্প্রতি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিও পেয়েছেন। কিন্তু স্কুলের ক্ষেত্রে এলাকাবিশেষে স্বল্পসংখ্যক নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি অংশের এমপিও চালু হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও এখনো চালু হয়নি। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়ে দিনাতিপাত করছেন।

গত বছর ৩০ অক্টোবর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা এক পরিপত্রে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পাঠদান, একাডেমিক স্বীকৃতি, এমপিও কোড ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ব্যক্তি এমপিওর ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদের সব পরীক্ষার সনদ/মার্কশিট ও নিয়োগসংক্রান্ত কাগজপত্র সরেজমিন যাচাইয়ের জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উপজেলা/থানা পর্যায়ে এ কমিটির সদস্যরা হলেন উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ওই এলাকার সরকারি বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক এবং এমপিওভুক্ত উচ্চবিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক। উপজেলা/থানা পর্যায়ের পর জেলা পর্যায়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রধান করে অনুরূপ তিন সদস্যের কমিটি, এরপর অঞ্চল পর্যায়ে উপপরিচালককে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানকে শিক্ষক-কর্মচারীদের কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাই করাতে এ তিন পর্যায়ের কমিটির দ্বারস্থ হতে হয়। পরবর্তীকালে অনলাইনে এমপিও আবেদনের অনুমতি মিলে। অনলাইনে এবারে নয় উপজেলা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে আবেদন উপপরিচালকের দপ্তরে যাচ্ছে। অথচ মাদ্রাসার ক্ষেত্রে কেবল উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে অনলাইনে আবেদন করতে পেরেছিল। কলেজেরও স্কুলের মতো আবেদনে এত ঝক্কি পোহাতে হয়নি।

কোনো একটি অফিসে এমপিওর আবেদন নিয়ে গেলে ওই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মনে করেন, এমপিওপ্রত্যাশীরা তাদের দয়া ও অনুগ্রহের পাত্র। তারা যথেচ্ছ আচরণ করেন। অসদাচরণের শিকার হলেও শিক্ষক-কর্মচারীরা দিনের পর দিন অফিসে ঘুরতে বাধ্য হন। অফিস ম্যানেজ করতে কাকুতিমিনতি করা লাগে। এ ম্যানেজ করার কাজে আবেদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া ঘুস দেওয়া লাগে। নতুন প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে এমপিওর আবেদন করতে এবার উপপরিচালকের দপ্তর থেকে পাসওয়ার্ড নম্বর সংগ্রহ করতে হয়েছে। অঞ্চলবিশেষে বড় অঙ্কের অর্থ ছাড়া এ পাসওয়ার্ড মেলেনি। অথচ ২০১৮ সালের এমপিওর ক্ষেত্রে কমন পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল।

কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের এমপিওপ্রত্যাশী শিক্ষক-কর্মচারীদের সংখ্যার ওপর মাথাপিছু হিসাব করে ঘুসের অঙ্ক নির্ধারণ করা হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজনের এমপিওর আবেদন সম্পন্ন করতে প্রদেয় ঘুসের পরিমাণ ৬০ হাজার টাকার ওপর। মাধ্যমিক স্তরে তিনজন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হবেন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক জানালেন, তার উপজেলার শিক্ষা অফিসের কম্পিউটার অপারেটরের সঙ্গে জনপ্রতি ৭০ হাজার টাকার ঘুসের প্যাকেজে এমপিওর কাজ সম্পন্ন করার চুক্তি হয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিস এবং উপপরিচালকের দপ্তরের সঙ্গে ওই অপারেটরের লিঙ্ক রয়েছে। নতুন এমপিওভুক্ত একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঘুস দিয়েও কাজ করাতে পারেননি। ঘুসের টাকা মার গেছে। তিনি খেদোক্তি করলেন, ঘুস তো দিতেই চাই; কিন্তু কার কাছে দেব সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। এক একটা অফিসে ঘুস নেওয়ার একাধিক সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। সাধারণত কর্মকর্তারা সরাসরি ঘুসের টাকা গ্রহণ করেন না। অফিস সহকারী, ড্রাইভার কিংবা অফিস সহায়কের মাধ্যমে এ অর্থ নিয়ে থাকেন। এসব মাধ্যম আবার ঘুসের টাকা বসের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন না করলে জটিলতা দেখা দেয়। তবে সব ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা যে রাখঢাক করে ঘুস খাচ্ছেন তা-ও নয়। একজন প্রধান শিক্ষক জানালেন, আমাদের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আজান দিয়ে ঘুস খাচ্ছেন। কোনো মাধ্যম নয়, তিনি সরাসরি খাম গ্রহণ করছেন। পুলিশের একশ্রেণির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা যেমন লোভনীয় স্থানে চাকরি করার উদ্দেশ্যে তদবির করে বদলি কিংবা পদায়িত হয়ে আসেন, তদ্রূপ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপপরিচালকের পদেও অনুরূপ বদলি কিংবা পদায়িত হয়ে আসার ঘটনায় দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করেছে। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিশিয়াল কাজে শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে।

অনলাইনে উপজেলা/থানা, জেলা ধাপ পেরিয়ে উপপরিচালকের কাছে আবেদন গেলে নানা ছুতোয় তা রিজেক্ট করা হচ্ছে। ফাইল রিজেক্ট করার নানা কারণের কয়েকটি হলো-আবেদনকারীর কোনো একটি সনদের বিষয়ে আপত্তি তোলা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড সনদ কিংবা গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে সনদ থাকলে ফাইল রিজেক্ট করা হচ্ছে। অথচ কোনো প্রার্থীকে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে পাঁচ সদস্যের যে নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়েছিল, ওই বোর্ডে ডিজির প্রতিনিধি এবং উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা সদস্য হিসাবে ছিলেন। প্রার্থী নির্বাচনে তাদের স্বাক্ষরসংবলিত নির্বাচনি পরীক্ষার ফলের সিট জমা দেওয়া হয়েছে। সনদের বিষয়ে আপত্তি থাকলে সে সময়ই নিয়োগ আটকে দেওয়া ছিল সংগত। বোর্ডে সনদ যাচাই করতে হবে জানিয়ে ফাইল রিজেক্ট করা হচ্ছে। অথচ উপজেলা ও জেলা কমিটি ইতঃপূর্বে মূল কাগজপত্র যাচাই করে দেখেছে। ব্যানবেইসের হার্ডকপি জমা না দেওয়ার কারণ দেখিয়ে ফাইল রিজেক্ট করার ঘটনাও ঘটছে; কিন্তু আবেদনের শর্তে ব্যানবেইসের হার্ডকপি জমা দেওয়ার কথা বলা হয়নি। আর ব্যানবেইসে কারও নাম আছে কি না, সেটা তো ব্যানবেইসের ওয়েবসাইটে গিয়ে উপপরিচালকরাই মিলিয়ে নেওয়ার কথা। এমপিও নীতিমালায় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের যথাক্রমে ৯ম ও ৮ম গ্রেডে বেতন স্কেলের উল্লেখ রয়েছে। নির্ধারিত গ্রেডে আবেদন করলে ফাইল রিজেক্ট করে একধাপ নিচে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। একবার ফাইল রিজেক্ট করলে পরবর্তীকালে আবারও আবেদনের ধাপ সম্পন্ন করতে দুই মাস সময় লাগে, সেই সঙ্গে হয়রানি আর বাড়তি খরচ তো আছেই। কোনো প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষক-কর্মচারীর একযোগে এমপিওভুক্ত না করে কিছুসংখ্যককে এমপিওভুক্ত করায় বঞ্চিতরা হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওপ্রাপ্তিতে নতুন বছরে বই উৎসবের মতো যে উৎসব হওয়ার কথা ছিল, সেটি করা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা থাকলে একটি জরিপের ভেতর দিয়ে কিংবা অভিযোগ সেল গঠন করে এমপিওবিষয়ক দুর্নীতির চিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি ঘোষণার এক বছর পর গত ৯ জুলাই নতুন এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া সময়োপযোগী করা সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রধান অতিথি ছিলেন। এ কর্মশালায় ৫৬ জন কর্মকর্তা/প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের সূত্রে জানা যায়, এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য আবেদনের ধাপ কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানপ্রধান সরাসরি মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে পারবেন। আবেদনে ৩৩ দফার বিপুলসংখ্যক কাগজপত্রের পরিবর্তে মূল কাগজপত্র জমা দিলেই চলবে। এরিয়ারসহ বিল দেওয়া হবে ইত্যাদি। কিন্তু দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এসব সিদ্ধান্তের কোনো পরিপত্র এখনো জারি হয়নি। ফলে ওই কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তের সুফল এমপিওপ্রত্যাশী শিক্ষক-কর্মচারীরা পাননি।

গত বছরের ৬ জুলাই এমপিওভুক্তির ঘোষণা আসে। এরপর ১৪ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হতে আর মাত্র দুই মাস বাকি। স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে ভীষণ হয়রানি, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রতার শিকার হচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে এ সরকারের মেয়াদে নতুন এমপিওভুক্ত নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওবঞ্চিত থেকে যাবেন।

শরীফুজ্জামান আগা খান : শিক্ষক ও গবেষক

ইরানকে এখনো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় যে মৃত্যু

করিম সাদজাদপুর

ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের ভাবাদর্শ অনমনীয় এবং এত নির্মম যে এর পতন কঠিন। এ যেন ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ পর্ব। ক্রমেই দেশটির ক্ষয়ে যাওয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। নিজ দেশের বাইরে ইরানি নারীরা শীর্ষ গণিতবিদ ও মহাকাশচারী। দেশের ভেতরে ক্ষমতাসীন কট্টরপন্থীরা এখনো বিতর্ক করছেন নারীদের দুই চাকার সাইকেল চালাতে দেওয়া ঠিক হবে কি না।

এক বছর আগে এই মাসেই ক্ষমতাসীনদের 'নীতি পুলিশ' ২২ বছর বয়সী নারী মাসা জিনা আমিনিকে আটকে রেখে মারধর করে। তাঁর দোষ ছিল ঘোমটার নিচ থেকে চুল বেরিয়ে থাকা। ইরানে নারীদের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হয়। হেফাজতে মাসার মৃত্যু ১৯৭৯ সালের সরকারবিরোধী বিপ্লবের পর সবচেয়ে দীর্ঘ আন্দোলনের সূচনা করে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৭৯ সালের ওই বিপ্লব যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। সে জায়গায় আসে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী কট্টরপন্থীরা।

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেনি এই আন্দোলন দমিয়ে ফেলতে সমর্থ হন। এবারও তাঁর কৌশল ছিল পুরোনো, স্বভাবসিদ্ধ। বিরুদ্ধ মতকে থামিয়ে, প্রতিপক্ষের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে এবং একটুও ছাড় না দিয়ে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পান তিনি। এ আন্দোলনে ২০ হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হন, নিহত হন অন্তত ৫০০ জন। নিহতদের বেশ কয়েকজনের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। খামেনির মতে, চাপের মুখে নতি স্বীকার করা তাঁর দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায়। আর বিরুদ্ধমতকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে জাতীয় নিরাপত্তার ওপর। ওয়াশিংটন মনে করে, ইরানের জেনারেল কাশেম সুলাইমানিকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে তেহরান সাবেক মার্কিন কর্মকর্তাদের হত্যা করতে চায়। এর অংশ হিসেবে তারা ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেনে হামলায় ব্যবহারের জন্য প্রাণঘাতী ড্রোন দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকজন নাগরিক ইরানে জিম্মি হয়ে আছেন। তাঁদের পাঁচজনের তেহরানের এভিন কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। যুক্তরাষ্ট্র এর বিনিময়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আটকে রাখা ইরানের ৬ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে বলেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের বরফ হয়তো কিছুটা গলবে। ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তারা যাঁরা প্রকাশ্যে জিম্মি বিনিময়কে অর্থনৈতিক নীতির অংশ বলে মনে করেন, এ বিনিময় কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

ইরাক ও আফগানিস্তানে দুই দশক অবস্থান এবং ২০১১ সালের আরব বসন্তের পর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক প্রভাব রাখার মতো মনের জোর আর নেই। আর একটি উদার সহনশীলবিরোধী পক্ষের অনুপস্থিতি ছাড়া ইসলামিক রিপাবলিকের ভেঙে পড়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। জেফারসন ধরনের ইরানি গণতন্ত্রের বদলে বরং সামরিক সরকারের আধিপত্য বিস্তারের একটা সম্ভাবনা আছে।

বাইডেন প্রশাসনের জন্য এ মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। কারণ, এ কর্মসূচি ইসরায়েলের সামরিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়াবে, একই সঙ্গে বাড়বে তেলের দাম। ওবামার আমলে করা চুক্তি থেকে ট্রাম্পের বেরিয়ে আসার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। সিআইএ বলেছে, ইরান এখন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য প্রস্তুত। পূর্ণমাত্রায় এ অস্ত্র কার্যকর করতে যে বস্তুটির প্রয়োজন, তা তৈরি হতে আর কয়েক সপ্তাহ লাগবে।

খামেনির জন্য পারমাণবিক বোমা তৈরির সিদ্ধান্ত কিছুটা বিপজ্জনক হতে পারে। ইরানের পারমাণবিক সাইটে নিয়মিত ইসরায়েল ও মার্কিনরা ঢুঁ দেয়। শীর্ষ পরমাণুবিজ্ঞানীকে খুন এবং কিছুদিন পরপর নাশকতা চেষ্টার অভিযোগের কথা ইরান নিজেই জানিয়েছে। তা ছাড়া খামেনি যদি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথে হাঁটেন, তাহলে ক্ষমতার ভারসাম্যও ঝুঁকিতে পড়তে পারে। কারণ, পরমাণু কর্মসূচির ভার থাকবে রেভল্যুশনারি গার্ডের ওপর (হয়তো দেশটি নিয়ন্ত্রণের খায়েশও তাদের রয়েছে)।

ধারাবাহিকভাবে মার্কিন প্রশাসন ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করেছে, একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার শীতল যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চেয়েছে। কখনো তারা ইরান সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে জড়াতে চায় আবার কখনো তাদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ায়। তাদের আশা, এসব পদক্ষেপের কারণে সরকার হয় আত্মসমর্পণ করবে, নয়তো তাদের বিস্ফোরণ ঘটবে। যুক্তরাষ্ট্রের এসব উদ্যোগে কোনো কাজ হয়নি। এখন পর্যন্ত 'আমেরিকার মৃত্যু চাই' ইসলামিক রিপাবলিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগান।

বিপ্লবের অন্য একটি স্তম্ভ হলো বাধ্যতামূলক হিজাব। মাসা আমিনির মৃত্যুর এক বছর পর হাজার হাজার ইরানি নারী প্রতিদিন এই নিয়ম ভাঙছেন। সরকার চীনা 'ফেসিয়াল রিকগনিশন টেকনোলজি' (প্রযুক্তির মাধ্যমে চেহারা শনাক্ত করা) ব্যবহার করে নিশ্চিত হচ্ছে 'হিজাব ও শালীনতা' আইন কারা ভাঙছেন। নারীদের অনেকেই এসবের আর কোনো তোয়াক্কা করছেন না।

দেশের অর্থনীতির জেরবার অবস্থা। পানিসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে ইরানের পাঁচ কোটি মানুষকে অর্থাৎ ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে দেশ ছাড়তে হবে বলে দেশটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, পৃথিবীর যেসব এলাকা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবার আগে মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে, তার মধ্যে প্রথমেই আছে ইরানের কিছু অংশ। ও ইরান দুই পক্ষকেই কীভাবে কাছে রাখছে চীন?

ইরাক ও আফগানিস্তানে দুই দশক অবস্থান এবং ২০১১ সালের আরব বসন্তের পর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক প্রভাব রাখার মতো মনের জোর আর নেই। আর একটি উদার সহনশীলবিরোধী পক্ষের অনুপস্থিতি ছাড়া ইসলামিক রিপাবলিকের ভেঙে পড়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। জেফারসন ধরনের ইরানি গণতন্ত্রের বদলে বরং সামরিক সরকারের আধিপত্য বিস্তারের একটা সম্ভাবনা আছে।

এখন পর্যন্ত এটা একটা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্র, যার নেতৃত্ব আছেন ৮০ বছরের এক কট্টর শাসক। যে সময় ইরানের বহু মানুষের জন্মই হয়নি, সেই ১৯৮৯ সাল থেকে তিনি সর্বোচ্চ নেতা। তেহরান ঘুরে আসা আমার এক পরিচিত বলছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় এ দেশের পরিবর্তন আর সম্ভব নয়।

করিম সাদজাদপুর : কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের জ্যেষ্ঠ ফেলো

ভাগনারের ভবিষ্যৎ যা ভাবা হয়েছিল, তার চেয়েও উজ্জ্বল

ডেনিয়েল উইলিয়ামস

রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ভাগনারের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিনসহ আরও নয়জন রহস্যময় বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এখন পর্যন্ত প্রিগোশিনের মৃত্যুর কারণ অজানা থাকলেও একটা বিষয় পরিষ্কার যে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বেসরকারি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে দিয়ে তাঁর সহিংস পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করতে চাইছেন। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রিগোশিনের উত্তরাধিকারদের কীভাবে ব্যবহার করবেন এবং তাঁদের ওপর কীভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন?

পুতিন ও প্রিগোশিনের মধ্যে সম্পর্কের ফাটলের ফলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় ভাগনার কিংবা একই ধরনের আধা সামরিক বাহিনীতে ভাঙন তৈরি হয়েছে, সেই নমুনা দেখা যাচ্ছে না।

ব্যক্তিমালিকানাধীন সামরিক কোম্পানি বা পিএমসিএস নামে পরিচিত এই বাহিনীগুলোকে চার দশক ধরে রাশিয়া বৈশ্বিক পরিসরে নিজেদের ভীতিকর ও মূর্তমান ক্রীড়নক হিসেবে প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। প্রিগোশিনের মৃত্যুর পর ভাগনার গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার বদলে পুনর্গঠিত করছেন পুতিন। বিমান দুর্ঘটনাকে স্রেফ ব্যবস্থাপনাগত ভুল হিসেবে উপস্থাপন করছেন তিনি।

প্রিগোশিনের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে গিয়ে ভাগনারপ্রধানকে শুধু 'একজন প্রতিভাবান ব্যবসায়ী' বলে উল্লেখ করে পুতিন বলেন, প্রিগোশিন 'বড় ভুল' করে ফেলেছিলেন।

রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে মস্কোর বৈশ্বিক প্রভাব পুনরুদ্ধারের কথা বলে আসছে। এই বয়ানের বাস্তব প্রকাশ দেখা যায় বিদেশের মাটিতে প্রাইভেট বাহিনীর কর্মকাণ্ডে। মস্কোর পক্ষে এই চিন্তা থেকে সরে আসার কথা চিন্তা করা অচিন্তনীয়।

ওয়াশিংটনভিত্তিক নিরাপত্তা গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর আ নিউ আমেরিকান সিকিউরিটির রাশিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আন্দ্রে কেন্ডাল-টেইলর বলেছেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা অথবা অলিগার্কির অধীনে ভাগনার বাহিনীকে ভাগ করে ফেলা হতে পারে। কিন্তু যা-ই করা হোক না কেন, ধার কমবে না।

পুতিন এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন, 'ভাগনার স্বেচ্ছাসেবক ইউনিটগুলোর' অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি সই করা উচিত।

ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা কোম্পানি ভাগনার ছাড়াও ৩৭টি ভাড়াটে ঠিকাদারি সংস্থার সন্ধান পেয়েছে, যেগুলো আফ্রিকার ১৯টি দেশে এবং এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের ১০টি দেশে কাজ করছে। এই গোষ্ঠীগুলো ভাগনারের মতোই প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি তারা বিভিন্ন দেশের সরকারের পক্ষে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংঘাতেও লিপ্ত রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে বড় একটি গ্রুপ হলো কনভয়। গত বছর প্রাইভেট এই বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে সের্গেই অকসয়োনকভ। ক্রিমিয়ায় ক্রেমলিনের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রশাসনের প্রধান ছিলেন তিনি। আরেকটি বাহিনী হলো রিডাট। সিরিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাসের পাহারাদার এই কোম্পানি ২০২২ সালে ইউক্রেন আগ্রাসনের সময় ভাড়াটে সেনাদের পাঠিয়েছিল।

প্রাইভেট সামরিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে ভাগনার সবচেয়ে বড় ও অগ্রগণ্য। এখন রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি ব্যুরো (কেজিবির পরবর্তী সংস্করণ) ইউক্রেনে যুদ্ধরত ভাগনারের ২৫ হাজার যোদ্ধাকে সেখানে অবস্থানরত অন্যান্য প্রাইভেট বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিতে কাজ করছে। আফ্রিকায় থাকা পাঁচ হাজার ভাগনার সেনাকেও এ রকম প্রাইভেট বাহিনীতে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন রুশ গোয়েন্দারা।

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের ক্ষেত্রে সেখানকার স্বৈরশাসককে অভ্যুত্থান থেকে সুরক্ষার বিনিময়ে সোনার খনি ২৫ বছরের জন্য ইজারা পেয়েছে ভাগনার। রাশিয়াতেও প্রিগোশিন ক্রেমলিনের সঙ্গে বিশালাকার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য একসময় খাদ্য রান্না করতেন প্রিগোশিন। ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ক্রেমলিন প্রিগোশিনের কোম্পানিকে তিন বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করে।

আফ্রিকা মহাদেশে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক (দুই হাজার) ভাগনার সেনা আছে। এরপর মালিতে আছে ১ হাজার ৫০০ ভাগনার সেনা। সুদান, মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক ও বুরকিনা ফাসোতে আছে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ভাগনার বাহিনী।

সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত নাইজারের নতুন সরকার ভাগনার সেনাদের তাদের দেশে যেতে ও ফ্রান্স সেনাদের খালি করে যাওয়া জায়গাগুলোয় অবস্থান নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সম্প্রতি ভাগনার এজেন্টরা ইউক্রেনে যুদ্ধ করার জন্য সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে নতুন ভাড়াটে যোদ্ধা নিয়োগের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কাজাখস্তানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁরা যে পোস্টার ছেপেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাশিয়ার সঙ্গে 'কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে' লড়াইয়ে যোগ দিলে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে।

জুন মাসে বিবিসিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল, ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে গিয়ে মধ্য এশিয়ার ৯৩ জন ভাগনার সেনা নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কিরগিজস্তানের ১৯ জন, উজবেকিস্তানের ৩৪ ও তাজিকিস্তানের ৪০ জন রয়েছেন। ভাগনার এজেন্টরা তাজিকিস্তান থেকে নারী কর্মীদেরও নিয়োগ করার চেষ্টা করছেন। রাশিয়াতে স্থাপিত ড্রোন ফ্যাক্টরিতে ইরানি প্রকৌশলীদের সঙ্গে যাতে কাজ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য থেকেই তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। কারণ হলো, ইরানিদের ভাষা তাঁরা বুঝতে পারেন।

সোভিয়েত-পরবর্তী অবক্ষয়ের প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ায় প্রাইভেট সামরিক কোম্পানির উত্থান। রাষ্ট্র ও ব্যক্তিপর্যায়ের উদ্যোক্তারা তাঁদের ব্যবসা সুরক্ষিত রাখতে রাশিয়া থেকে নিরাপত্তাকর্মীদের ভাড়া করতে শুরু করেন। রেড আর্মির আকার ছোট করে ফেলায় অসংখ্য সেনা বেকার হয়ে পড়েন এবং বেসামরিক খাতে তাঁদের চাকরি ছিল দুষ্পাপ্য।

বিদেশে, বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে ও খনিজে পরিপূর্ণ আফ্রিকায় ভাড়াটে নিরাপত্তাকর্মী যারা পাঠাত, তারা রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করত। ২০১৪ সালে ভাগনারের প্রতিষ্ঠা এ ক্ষেত্রে এক ধাপ অগ্রগতি। রাজনৈতিক ক্রেতাদের জন্য নিরাপত্তাকর্মী সরবরাহ না করে ভাগনার প্রতিষ্ঠাতা প্রিগোশিন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি নিরাপত্তা চুক্তি করতে শুরু করেন। কর্তৃত্ববাদী শাসক কিংবা বিদ্রোহী গোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ টাকার জোগান দিতে পারত, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন প্রিগোশিন।

সিরিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ২০১৮ সালে প্রিগোশিনের যোদ্ধারা বিদ্রোহীদের কাছ থেকে তেল ও গ্যাসক্ষেত্র মুক্ত করেন। এর বিনিময়ের ৫ বছর ধরে সেখানকার আয়ের ২৫ শতাংশ পান তাঁরা। ভিন্নমতাবলম্বী সিরীয়দের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে ২০২০ সালের মধ্যে ভাগনার সিরিয়া থেকে ১৩৪ মিলিয়ন ডলার আয় করে।

জার্মান কম্পোজার রিচার্ড ভাগনারের নামে ভাগনার গ্রুপের নামকরণ করা হয়েছে। লিবিয়ার যুদ্ধবাজ খলিফা হাফতারকে দুই হাজার সেনা পাঠান প্রিগোশিন। লিবিয়ার পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের উৎখাতের চেষ্টায় যুক্ত ছিলেন হাফতার। এই সেনাদের বেশির ভাগকে ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে।

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের ক্ষেত্রে সেখানকার স্বৈরশাসককে অভ্যুত্থান থেকে সুরক্ষার বিনিময়ে সোনার খনি ২৫ বছরের জন্য ইজারা পেয়েছে ভাগনার। রাশিয়াতেও প্রিগোশিন ক্রেমলিনের সঙ্গে বিশালাকার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য একসময় খাদ্য রান্না করতেন প্রিগোশিন। ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ক্রেমলিন প্রিগোশিনের কোম্পানিকে তিন বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করে।

প্রিগোশিন এই টাকা থেকে সেনাদের বড় অঙ্কের বেতন দিতেন। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইউক্রেনে অবস্থানরত ভাগনার সেনাদের একেকজনকে গড়ে ২ হাজার ৯০০ ডলারের সমপরিমাণ বেতন দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার সেনারা যে অর্থ আয় করেন, সে তুলনায় এটি অনেক বেশি। এ বছরে ইউক্রেনে যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল, সে সময় একেকজন ভাগনার সেনাকে মাসে ১০ হাজার ডলার বেতন দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের পরিবারকে ৪৮ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভাগনার সেনাদের একীভূত করা সহজ নয়। পুতিনের রুশ সংস্করণের ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে খেলছেন। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন একসময় তার স্রষ্টার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে যায়। পুতিনের ক্ষেত্রে প্রিগোশিন সেটাই করেছেন।

ডেনিয়েল উইলিয়ামস : দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের পররাষ্ট্র বিষয়ে সংবাদদাতা । এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

নির্বাচনটা হবেই, কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না!

সোহরাব হাসান

এখন মাঠে-ঘাটে-বাটে, বাজারে-মাজারে একটাই কথা–'নির্বাচন'। গণতান্ত্রিক দেশে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বাচন হয়। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ কর্মসূচি নিয়ে জনগণ, তথা ভোটারের কাছে যায়। তাঁদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। ভোটের দিন ভোটাররাই ঠিক করেন, তাঁরা কাকে বেছে নেবেন। ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়েই নির্বাচনসংক্রান্ত সব তৎপরতা শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু আমাদের দেশে প্রতিটি নির্বাচনের রেশ থাকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত। পুরো মেয়াদে বিতর্ক চলতে থাকে–কে কত খারাপ নির্বাচন করেছে, নির্বাচনকে কালিমালিপ্ত করতে কে মৃত ব্যক্তিকে দিয়েও ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টই হয় সমস্ত রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। সেখানেই দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। ভোটাভুটির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়। সংসদ সদস্যরা যে দলেরই হোন না কেন, স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে থাকেন। সাম্প্রতিক কালে ব্রিটেনের তিনজন প্রধানমন্ত্রী–তেরেসা মে, লিজ ট্রাস ও বরিস জনসনকে পদত্যাগ করতে হয়েছে, নিজ দলের সদস্যদের অনাস্থার মুখে। ব্রেক্সিট ইস্যুতেও লেবার পার্টি ও রক্ষণশীল দলের সদস্যরা স্বাধীনভাবে ভোট দিয়েছেন, কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। এ জন্য দলীয় সংসদ সদস্য পদ হারাতে হয়নি।

আমাদের দেশে সংসদ সদস্যদের সেই অধিকার ও স্বাধীনতা নেই। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সেটি রহিত করে দিয়েছে। এতে বলা হয়, কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন অথবা সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।'

আওয়ামী লীগের নেতারা একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলেন, বিএনপিকে নির্বাচনে আসতেই হবে। ২০১৪ সালের মতো বিএনপি এবার নির্বাচন বর্জন করলে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। বিএনপি নির্বাচন বর্জন করলে তাদের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়বে কি না, তা জানি না। তবে এ কথা বলা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার যদি আগের দুই নির্বাচনের ধারায় তৃতীয় নির্বাচনটিও করে ফেলে, তাতে গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হবে। চীন ও রাশিয়া থেকে বাংলাদেশের শাসনপদ্ধতির কোনো ফারাক থাকবে না।

যে এলাকাবাসী একজন সংসদ সদস্যকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, দল না চাইলে তাঁদের পক্ষে কথা বলারও অধিকার তাঁর নেই। এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী ও 'চেতনাবিরোধী' দলগুলোর মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে। কোনো দলই সংসদ সদস্যদের মাথার ওপর থেকে 'ডেমোক্লেসের তরবারি' নামাতে চায় না।

পৃথিবীর আর কোনো দেশে নির্বাচন নিয়ে এত বিতর্ক-হানাহানির নজির নেই। আগের কথা বাদ দিলেও অন্তত ১৯৯১ সাল থেকে যে কয়টি নির্বাচন এ দেশে হয়েছে, সেসব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার মানুষ জীবন দিয়েছেন। অনেকে নির্বাচনের পর আক্রান্ত হয়েছেন। অনেকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই হানাহানির আশঙ্কা বাড়ছে। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-নেতাদের এক কথা, সংবিধানের অধীনই নির্বাচন হবে। সময়মতো নির্বাচন হবেই। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কোনো দল নির্বাচনে না গেলে সেটি তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এর জবাবে বিএনপির নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন, শেখ হাসিনার সরকারের অধীন কোনো নির্বাচন হবে না। নির্বাচনের আগে সরকারকে পদত্যাগ করতেই হবে।

আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করেন, বিএনপি মাঠে যতই বড় কথা বলুক, তফসিল ঘোষণার পর ঠিকই নির্বাচনে চলে আসবে। ২০১৪ সালের মতো আরেকটি নির্বাচন বর্জন করলে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে। আমাদের রাজনীতির এ-ও একটি সমস্যা বটে। ক্ষমতাসীনেরা বরাবরই বিরোধী দলের অস্তিত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। কিন্তু নিজেরা যে বালিয়াড়ির ওপর বসে আছেন, সেটা টের পান না।

বিএনপির নেতারা আগে বলতেন, বর্তমান সরকারের অধীন কোনো নির্বাচনে তাঁরা যাবেন না, করতেও দেবেন না। এখন তাঁরা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হবে। বিএনপির সাবেক এক সংসদ সদস্যের কাছে জানতে চাইলাম, নির্বাচনের বাকি মাত্র তিন মাস। অক্টোবরের শেষ কিংবা নভেম্বরের শুরুতে তফসিল ঘোষণা হবে। আপনারা নির্বাচন ঠেকাবেন কীভাবে?

উত্তরে বিএনপির ওই নেতা বলেন, তিন মাস কম সময় নয়। দেখুন না এর মধ্যে কী হয়। আওয়ামী লীগের ২০১৪ ও ২০১৮ সালের ফর্মুলা এবার কাজে আসবে না। বিএনপির জোট-সহযোগী আরেক নেতা একই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, দেশের অর্থনীতির যে অবস্থা, তাতে তিন মাসও সময় লাগবে না; সরকার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

সরকার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ুক আর না-ই পড়ুক, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে খারাপ, সেটা চারদিকে তাকালেই দেখা যায়। একদিকে বিনিয়োগে স্থবিরতা, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। থেমে থেমে বাজারে তল্লাশি চালিয়ে, ডিম, পেঁয়াজ ও আলুর দাম বেঁধে দিয়েও সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। সাধারণ মানুষের জীবন নাভিশ্বাস হওয়ার উপক্রম।

সমস্যা হলো এই দুর্ভাগা দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দায়িত্বশীল আচরণ আশা করা যায় না। ক্ষীয়মাণ বামপন্থী, প্রতাপশালী মধ্য ও ডানপন্থী– গত ৫২ বছরেও ঠিক করতে পারল না একটি নির্বাচন কীভাবে করবে। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, নির্বাচনে জয়ের জন্য নানা কারসাজি করে। ক্ষমতার বাইরে থাকতে তারা যে কথা বলে, ক্ষমতায় গিয়ে তার উলটোটিই করে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র, নির্বাচন, মানবাধিকার ইত্যাদি নিয়ে কোনো পরামর্শ দেওয়াও বিপজ্জনক। তারা বলবেন, 'আমরা আঁতেলদের সবক শুনতে চাই না।' কিন্তু রাজনীতিকেরা যাঁদের আঁতেল বলে গালমন্দ করেন, তাঁরা তো দেশ চালান না। রাজনীতিকেরাই দেশ চালাবেন। তাহলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো কেন? এর একটিই উদ্দেশ্য–তাঁরা যে গণতন্ত্র ও নির্বাচনের নামে তামাশা করে চলেছেন, সেসব বিষয়ে কিছু বলা যাবে না। সমালোচনা করা যাবে না। কেবল বাহবা দিতে হবে। বলতে হবে, আহা, বেশ বেশ!

আওয়ামী লীগের নেতারা একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলেন, বিএনপিকে নির্বাচনে আসতেই হবে। ২০১৪ সালের মতো বিএনপি এবার নির্বাচন বর্জন করলে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। বিএনপি নির্বাচন বর্জন করলে তাদের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়বে কি না, তা জানি না। তবে এ কথা বলা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার যদি আগের দুই নির্বাচনের ধারায় তৃতীয় নির্বাচনটিও করে ফেলে, তাতে গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হবে। চীন ও রাশিয়া থেকে বাংলাদেশের শাসনপদ্ধতির কোনো ফারাক থাকবে না।

সোহরাব হাসান : প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের হিসাব-নিকাশে ভারতের অবস্থান

ড. সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

'বাইডেনের সেলফি, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নানা হিসাব-নিকাশ' শিরোনামে আমার আগের লেখায় বাংলাদেশসহ বিশ্বে চীনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্তমান লেখায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রভাবশালী দেশ ভারতের উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোয় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নানা ধরনের শর্ত আরোপের কারণে এসব দেশের চীন-রাশিয়ামুখী হওয়ার বর্তমান যে প্রবণতা, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের ভূমিকার দ্বান্দ্বিকতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মূল শর্ত হলো কাঠামোগত সংস্কার, যার লক্ষ্য প্রাক্?-পুঁজিবাদী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা। তবে নব্য মার্কসবাদী ও নির্ভরশীলতা-বিষয়ক তাত্ত্বিকেরা বিষয়টা দেখেন পুরোনো ঔপনিবেশিক শাসকদের নতুন ঔপনিবেশিক শাসন চালানোর প্রক্রিয়া হিসেবে।

কাঠামোগত সংস্কারের প্রক্রিয়া হিসেবে যে বিষয়গুলোর প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়, সেগুলো হলো সব রকমের ভর্তুকি প্রত্যাহার, কলকারখানা-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে চিকিৎসাব্যবস্থার যতটা সম্ভব বেসরকারীকরণ, বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পণ্যের দাম নির্ধারণ না করে চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারণ, সব রকমের ট্যারিফ কমিয়ে দিয়ে আমদানি উৎসাহিতকরণ।

অর্থাৎ মোটাদাগে এসব প্রেসক্রিপশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যুক্ত করা।

এসব প্রেসক্রিপশনের অনেক কিছুই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর উন্নয়নকে মাথায় রেখে নয়, বরং পশ্চিমা দুনিয়ার অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তিকে মাথায় রেখে করা হয় বলে বামপন্থী অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে নারী, সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডারদের সম-অধিকারসহ এমন কিছু সংস্কারের কথা বলা হয়, যা শুধু মুসলিমপ্রধান দেশগুলোয় নয়, অনেক অমুসলিম দেশেও সামাজিক বাস্তবতার কারণে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এর বিপরীতে চীন বা রাশিয়া ঋণ বা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত জুড়ে না দেওয়ায় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো এদের কাছ থেকে সহায়তা নেওয়াকে সুবিধাজনক মনে করছে। এসব বিষয় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক উপস্থিতির সহায়ক হয়েছে।

জি-২০ সম্মেলনের এক ফাঁকে (বাঁ থেকে) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা।ছবি: এএফপি

চীনের এই অর্থনৈতিক উপস্থিতিকে পশ্চিমের অনেক অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারক 'ঋণফাঁদ' বলে অভিহিত করছেন। তাঁরা একই সঙ্গে বলছেন, চীনের ঋণের সঙ্গে উচ্চ সুদের বিষয়টা যুক্ত; যদিও এ ধরনের ফাঁদে পড়ার অভিজ্ঞতা আগে অনেক উন্নয়নশীল দেশেরই হয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ঋণ নেওয়ার পর।

ফলে এর সবকিছুই 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোকে পশ্চিমের বিকল্প হিসেবে চীন-রাশিয়ামুখী করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে চীন, রাশিয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি।

ভারতের উপস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তার জায়গাটা হচ্ছে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

এশিয়ার পূর্বে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং পশ্চিমে ইসরায়েল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় কাউকে নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করে না। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও সামরিক সম্পর্ক ক্রমে বাড়লেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নির্ভরযোগ্য নয়, বরং কৌশলগত মিত্র হিসেবেই দেখে। কেননা, সোভিয়েত জামানার সূত্র ধরে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের রয়েছে সুসম্পর্ক। ভারতের প্রতিরক্ষা খাত এখনো বহুলাংশে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়া থেকে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জ্বালানি আমদানি করেছে, যা এখনো অব্যাহত। বাংলাদেশে ভারতের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্যভাবে উপস্থিতিকে তারা দেখে চীনের বিরুদ্ধে একধরনের বাফার হিসেবে।

এ অবস্থায় পূর্ব সীমান্তেও সন্ত্রাসবাদের রাজনীতির উত্থান হলে সেটি তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে বলে নয়াদিল্লি মনে করে। সবকিছু মিলে বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লি যে খুব একটা স্বস্তিতে নেই, সেটা স্পষ্ট। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি–এই দুই দলের কারও ওপরই দক্ষিণ ব্লক পুরো নির্ভর করতে পারছে বলে মনে হয় না।

দক্ষিণ এশিয়ায় এ মুহূর্তে ভারত মিত্রহারা। শুধু বাংলাদেশের সঙ্গেই রয়েছে তার সুসম্পর্ক। বাংলাদেশের নানা খাতে ভারতের বড় বিনিয়োগ রয়েছে।

সামরিক-কৌশলগত দিক থেকেও বাংলাদেশ ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশটিতে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারতকে গভীর শঙ্কায় ফেলে দিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে নয়াদিল্লির দক্ষিণ ব্লকে একধরনের উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এর প্রতিফলন ঘটেছে। আগে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এত বেশি বিশ্লেষণ ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকে এ প্রবণতা বেড়েছে। এসব বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয় উঠে এসেছে, সেটা হলো, বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে ভারত নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করলেও একই সঙ্গে তাদের মনে শঙ্কা জেগেছে বাংলাদেশের সঙ্গে এ সরকারের আমলেই চীনের ক্রমবর্ধমান সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে।

তারা যে সমীকরণ বুঝতে চাইছে, সেটা হলো, ভবিষ্যতে যদি বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে সেটা ভারতের স্বার্থের অনুকূলে যাবে, নাকি বাংলাদেশ বিএনপির নেতৃত্বে পুরোপুরি চীনমুখী হয়ে পড়বে। ইসলামপন্থার রাজনীতির সঙ্গে বিএনপির সমীকরণ কী হবে, সেটিও নীতিনির্ধারকেরা অনুধাবনের চেষ্টা করছেন।

ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের (প্রচলিত ভাষায় জঙ্গি) বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেকোনো অপারেশনের বিরোধিতা করে বিএনপির নেতৃত্বের বক্তব্য দেওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে।

সরকারবিরোধিতার অংশ হিসেবে এটা তারা করে থাকলেও দিল্লির নীতিনির্ধারকেরা এ বিষয়ও বুঝতে চেষ্টা করছেন, তাদের ক্ষমতারোহণ দেশটিতে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটাবে কি না। পাকিস্তানে আফগানিস্তানের তালেবান-সমর্থিত তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের উত্থানে চিন্তিত ভারত।

এ অবস্থায় পূর্ব সীমান্তেও সন্ত্রাসবাদের রাজনীতির উত্থান হলে সেটি তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে বলে নয়াদিল্লি মনে করে। সবকিছু মিলে বাংলাদেশ নিয়ে দিল্লি যে খুব একটা স্বস্তিতে নেই, সেটা স্পষ্ট। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি–এই দুই দলের কারও ওপরই দক্ষিণ ব্লক পুরো নির্ভর করতে পারছে বলে মনে হয় না।

দিল্লির বিপরীতে ইসলামপন্থার রাজনীতি নিয়ে ওয়াশিংটনের মাথাব্যথা নেই। তারা মনে করে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামপন্থী দলগুলোর রাজনীতি করার সুযোগ থাকা উচিত। এসব দলকে তারা গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদেরও ভূমিকা থাকা উচিত বলে তারা মনে করে। এসব দলের রাজনীতি করার সুযোগ সংকুচিত হলে সন্ত্রাসবাদনির্ভর রাজনীতির উত্থান হতে পারে–এটা বাইডেন প্রশাসন এমনই মনে করে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যতে যারাই ক্ষমতায় আসুক, তাদের সামনে আঞ্চলিক পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প হচ্ছে তিনটি–১. ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতি, ২. চীনমুখী নীতি এবং ৩. চীন-ভারতের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নীতিটির ব্যাপারে আপত্তি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির ব্যাপারে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র–দুই তরফেরই ঘোর আপত্তি রয়েছে।

এশিয়ায় চীনের যে ক্রমবর্ধমান প্রভাব, সেটি ঠেকানোর নীতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশে চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তার সূত্র ধরে সামরিক প্রভাব দেখতে চায় না।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, ভারতের তুলনায় চীনের অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তি অনেক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশের ভারসাম্য নীতি অনুসরণ করার মানে হলো কিছুটা ধীরগতিতে হলেও শেষ পর্যন্ত ভারতকে হটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে চীনের জায়গা করে নেওয়া। এমন পরিস্থিতি এ দেশকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে মারাত্মক হুমকিতে ফেলবে।

দেখা গেছে, বাংলাদেশসহ যেসব রাষ্ট্রে সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি, সেসব রাষ্ট্রের নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর তৎপরতা পরিচালিত হয় মূলত তাদের মনমতো সরকার বসানোর লক্ষ্য নিয়ে।

যেসব রাষ্ট্রে গণতন্ত্র শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে, সেখানে বাইরের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে সেসব রাষ্ট্রে নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি রাষ্ট্রের তৎপরতা দেখা যায় না।

কেননা, জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সেসব দেশে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের প্রতিবেশী নেপাল হচ্ছে তার একটি বড় উদাহরণ। বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পরে গণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হলেও তারা গণতন্ত্রকে তুলনামূলক বিচারে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে ফেলতে পেরেছে।

ফলে সেখানে এখন মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড পু কমল দহল প্রচণ্ড দেশটির প্রধানমন্ত্রী হলেও যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের দেশটির সরকারপ্রধান নিয়ে বলার কিছু নেই।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু ভারত বা নেপালের মতো গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেনি, তাই আগামী নির্বাচন যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হয় এবং অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাহলে নির্বাচনপরবর্তী যে সরকার গঠিত হবে, তাকে যুক্তরাষ্ট্রের নানা ধরনের চাপের মুখে পড়তে হতে পারে।

ড. সাঈদ ইফতেখার আহমেদ : শিক্ষক, স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ, আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেম, যুক্তরাষ্ট্র।

শীতল যুদ্ধের ভূত এখনো ওয়াশিংটনের ঘাড়ে

মার্কো কার্নেলোস

ওয়াশিংটন-বেইজিং সম্পর্ক নিয়ে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস এবং ইতিহাসবিদ নিল ফার্গুসনের যৌথভাবে লেখা একটি নিবন্ধ সম্প্রতি দ্য ইকোনমিস্ট পত্রিকা প্রকাশ করেছে। এই নিবন্ধের জন্য তাঁদের তিরস্কার প্রাপ্য বলে মনে করি।

বিংশ শতকের শীতল যুদ্ধ এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে চলমান কথিত দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধের মধ্যে কী কী পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে, সেটিই তাঁদের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তবে সে লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, শীতল যুদ্ধের মানসিকতা তাঁদের এখনো তাড়া করে ফিরছে।

রাইস ও ফার্গুসন ভুলক্রমে এমন একটা ধারণা সামনে এনেছেন যে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নিজেকে মেলে ধরে চীন কেবল একাই লাভবান হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের করপোরেট খাত শিল্পোৎপাদনের আউটসোর্সিংয়ে চীনের জনশক্তি ব্যবহার করে এবং এশিয়ায় সরবরাহ শৃঙ্খল বিস্তার করে যে বিশাল লাভ করেছে, সেটি তাঁদের লেখায় নেই। চীন থেকে পশ্চিম যে আকাশছোঁয়া আর্থিক সুবিধা নিয়েছে, তা-ও সে লেখায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

অনেক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী, বিশ্লেষক ও রাজনীতিবিদ চীনের আজকের এই সাফল্যের পেছনে পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চুরির ভূমিকা আছে বলে দাবি করলেও রাইস ও ফার্গুসন সঠিকভাবেই স্বীকার করেছেন, চীনের সাফল্যকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক-সম্পত্তি চুরি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে চীনের বিষয়ে তাঁরা এমন কিছু অভিযোগ তুলেছেন, যেগুলোকে ঠিক ন্যায্য মূল্যায়ন বলা যায় না।

রাইস ও ফার্গুসন এই বলে আহাজারি করেছেন যে 'বছরের পর বছর ধরে চীন আমেরিকার শক্তিকে শুষে নিচ্ছে।' তবে এর মাধ্যমে তাঁরা কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা বোঝা মুশকিল। রাইস একজন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ফার্গুসন পশ্চিমা অর্থনীতির উত্থানের ইতিহাসবিষয়ক একজন শীর্ষ পর্যায়ের লেখক। সেই সুবাদে অন্য যে কারও চেয়ে তাঁদের ভালো করে জানার কথা, এক জাতির কাছ থেকে আরেক জাতির ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনিই মানবেতিহাসের মূল উপজীব্য।

বস্তুত, এক সাম্রাজ্যের শক্তি অপর সাম্রাজ্যের কেড়ে নেওয়ার মধ্যেই ইতিহাস আবর্তিত হয়। রাইস ও ফার্গুসন কি মনে করেন বৈশ্বিক নেতৃত্ব চিরকালই আমেরিকার হাতে থাকবে? তাঁরা কি মনে করেন আর কোনো শক্তিরই ভালো কিছু করার ক্ষমতা নেই? অনেকে হয়তো এই যুক্তি দেবেন, চীন খেলার নিয়মকানুন না মেনেই আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। কিন্তু প্রসঙ্গটি তর্কসাপেক্ষ। কারণ, এই প্রশ্ন উঠবেই যে এই কথিত আইন বা কানুন কে বানিয়েছে এবং সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সেগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাইস ও ফার্গুসন কি আমাদের এ কথা বিশ্বাস করাতে চান যে গত কয়েক দশকে পশ্চিমা পুঁজিবাদ খুব নিয়মকানুন মেনে বৈশ্বিক ব্যবস্থায় তার উত্থান ঘটিয়েছে?

এই দুই লেখক ভুলভাবে এই ধারণা দিতে চেয়েছেন যে ২০১৩ সালে সি চিন পিং চীনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে আমেরিকার সঙ্গে চীনের মূল সমস্যার শুরু হয়েছে। তাঁরা সি চিন পিংয়ের প্রধান দুটি 'পাপ' উল্লেখ করেছেন। একটি হলো 'সীমান্ত প্রযুক্তিতে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাওয়া' এবং আরেকটি হলো, 'তাইওয়ান প্রণালিকে চীনা জাতীয় জলসীমার ভূখণ্ড' দাবি করা। অথচ এর একটিও মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মৌলিক হুমকির প্রতিনিধিত্ব করে না।

দুই লেখকের নিবন্ধের গোপন বার্তাটি হলো, কোনো দেশের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট চীনের আমেরিকান প্রযুক্তির শিখরকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস দেখানো ঠিক নয়। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, চীন ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতৃস্থানীয় কিছু প্রযুক্তিতে (ফাইভ-জি থেকে ইন্টারনেট অব থিংস পর্যন্ত) ছাড়িয়ে গেছে। সেমিকন্ডাক্টরের বিষয়ে দুই দেশের ব্যবধান সংকুচিত হয়ে আসছে।

আমেরিকার জন্য সর্বশেষ বড় ধাক্কা হলো, মোবাইল প্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ের একটি ঘোষণা। হুয়াওয়ে ঘোষণা করেছে, ১৭ ন্যানোমিটারের প্রসেসর দিয়ে তারা মেট ৬০ প্রো স্মার্টফোন বানাবে। চীনা প্রযুক্তির এই প্রকল্পে আমেরিকান একটি উপাদানও ব্যবহৃত হবে না।

বলা বাহুল্য, চীনের এই কোম্পানি চার বছরের বেশি সময় ধরে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা ও ভয়ভীতির শিকার হয়ে আসছে। এত কিছুর পরও হুয়াওয়ে যদি আইফোন ১৪ এবং সম্প্রতি বাজারে আসা আইফোন ১৫-কে টক্কর দিতে সক্ষম একটি মোবাইল ফোন বাজারে ছাড়ার সক্ষমতা দেখাতে পারে, তাহলে হয়তো চীনের সরকার সে দেশের সমগ্র প্রযুক্তি খাতকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অধীনে দেখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে।

চীনের দ্বিতীয় বড় অপরাধ তাইওয়ানকে ঘিরে। চীন এটিকে তার জলসীমার আওতাধীন দাবি করে আসছে। কোনো সন্দেহ নেই, এটি আন্তর্জাতিক জলসীমা এবং তাইওয়ানের ওপর চীন সার্বভৌমত্ব দাবি করলে তা আন্তর্জাতিক জলসীমার প্রশস্ততাকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু এই দাবি সি চিন পিং তোলেননি। কয়েক দশক ধরে চীন এই দাবি তুলে যাচ্ছে।

চীনের বিরুদ্ধে রাইস ও ফার্গুসনের আরও হাস্যকর অভিযোগ হলো, চীন যুক্তরাষ্ট্রের 'অংশীদার দেশগুলোতে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো গড়ছে, সাগরের নিচ দিয়ে সাবমেরিন কেব্?ল টানছে, বন্দরে প্রবেশাধিকার নিচ্ছে এবং সামরিক ঘাঁটির মতো নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে।'

প্রশ্ন হলো, সাম্প্রতিক দশকে যুক্তরাষ্ট্র কি এর চেয়ে আলাদা কিছু করেছে?

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

মার্কো কার্নেলোস : সাবেক ইতালীয় কূটনীতিক, যিনি সোমালিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন

Weekly Desh

- Britain’s largest circulation Bengali newspaper
- Out every Friday • Free • 50p where sold

Sikh, Muslim leaders call for action as Canada probes Sikh leader’s killing

Big Tech has allowed child sex abuse to become prolific online

How reliant is the world on Indian rice exports?

By Hanna Duggal and Marium Ali, Al Jazeera

Global rice prices are at their highest levels in 15 years, according to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).

The surge follows India’s announcement on July 20 that it would cease the export of non-basmati white rice with immediate effect. The decision came just days after Russia halted participation in the Black Sea Grain Initiative, causing global food commodity prices to rise.

Rice is the most eaten food globally with half a billion metric tonnes consumed a year.

Traders have said a shortage of rice will have a knock-on effect on wheat, soya beans, corn and maize, which are used as rice substitutes.

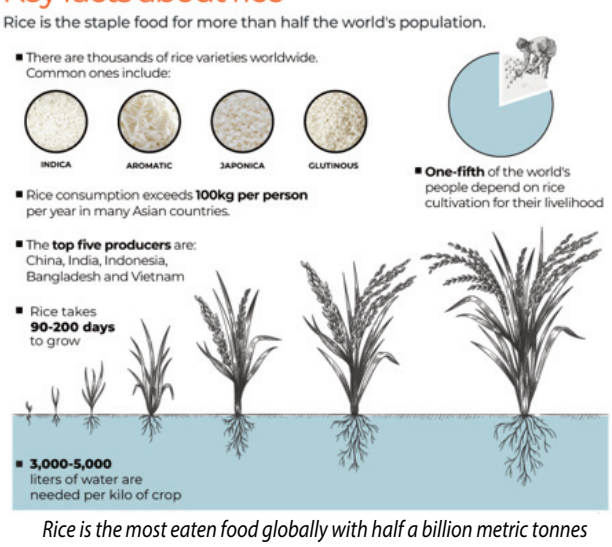

In this infographic series, Al Jazeera visualises India’s rise to becoming the world’s largest exporter of rice and the nations that rely most on Indian rice exports.

How much water does rice use?

The practice of cultivating rice in paddies is believed to have originated about 8,000 BC along the Yangtze River in central China and then spread to India and other parts of Asia.

Rice is the third most-produced grain in the world after corn and wheat and typically takes 90 to 200 days to grow depending on the variety and environmental conditions.

There are thousands of rice varieties worldwide, each differing in terms of grain size, shape, colour, texture and cooking characteristics.

Rice is one of the most water-intensive crops to cultivate, typically requiring 3,000 to 5,000 litres of water per kilogramme of crop – about three times more water than wheat requires to grow.

India’s export ban was imposed to control domestic prices and as a precautionary measure against the warming El Nino weather pattern, which can cause droughts leading to lower yields or even crop failures.

India, the world’s largest rice exporter

Cheap domestic rice has made India the world’s largest rice exporter, accounting for nearly 40 percent of total rice exports, which is projected to reach 54 million tonnes over the 2022-2023 crop year.

India will export an estimated 20.5 million tonnes of milled rice this year, almost 2.5 times that of the second largest exporter, Thailand with 8.5 million tonnes. Thailand is followed by Vietnam (7.9 million tonnes), Pakistan (3.6 million tonnes) and the United States (2.1 million tonnes).

India has dominated rice exports over the past decade due in part to low local prices and high domestic stocks, which allows the country to offer rice at discounts.

The animation below shows the world’s top rice exporters from 2001 to 2023:

Who buys India’s rice?

From January to July, India exported about 12.9 million tonnes of rice worth nearly $7bn to at least 150 countries, according to India’s Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

Three-quarters (77 percent) of India’s rice exports have been non-basmati parboiled rice while the remaining quarter (23 percent) has been basmati rice.

At 1.17 million tonnes, the West African country Benin has bought the most Indian non-basmati rice this year followed by Senegal (872,080 tonnes) and Kenya (685,302 tonnes).

Eight of the top 10 destinations for India’s rice are African nations that predominantly import broken rice, the cheapest and most filling variety.

India’s largest buyers of basmati rice this year were Saudi Arabia (639,150 tonnes), Iran (545,751 tonnes) and Iraq (383,687 tonnes).

The graphic below shows the top buyers of India’s non-basmati and basmati rice.

After India’s ban, the US Department of Agriculture (USDA) has lowered global rice trade forecasts for 2023 and 2024 with the organisation saying trade in the 2024 calendar year for milled rice is projected to be 52.9 million tonnes, down by 3.44 million tonnes from previous forecasts.

The ban has had a knock-on effect on the price of other rice varieties, and the high rice prices are unlikely to abate in the short term. The FAO has suggested that any likely recovery in rice trade by next year would require India’s export restrictions to be lifted.

Post Office: Horizon scandal victims offered £600,000 compensation

By Noor Nanji & Emma Simpson, BBC

Post Office workers who have had wrongful convictions for theft and false accounting overturned are to be offered £600,000 each in compensation, the government has said.

But Harjinder Butoy, who served 18 months in prison, said: "It's not enough".

Around 700 prosecutions of branch managers may have received evidence from faulty accounting software.

The fault made it look like money was missing from their sites.

So far, 86 convictions have been overturned.

The Post Office minister said the sum was offered with "no ifs or buts".

The compensation is for postmasters whose convictions relied on the now discredited Horizon IT system, in return for them settling their claims.

Postmasters who have already received initial compensation payments, or have reached a settlement with the Post Office of less than £600,000, will be paid the difference.

Noel Thomas, 76, from Anglesey was sent to prison for false accounting in 2006 but eventually had his conviction quashed. He said that for many of those affected, the £600,000 will not repay what they have lost from the Horizon scandal.

"How do you put a price on what I've been through, what my family have been through?" he told the BBC.

"People have gone through a hell of a lot. Don't forget, some have lost properties in all this business."

The government said the offer aimed to "bring a resolution to the scandal".

Postmasters will continue to receive funds to cover legal fees. Anyone who does not want to accept the offer can continue with the existing process.

Others are still waiting to have their convictions overturned. Those who successfully do so in future, based on Horizon evidence, will also be entitled to the compensation.

'Not tempted'

Harjinder Butoy also said the offer of £600,000 "is definitely not enough".

He co-ran a post office in Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, and was given a three-year, three-month sentence after his conviction in 2007. He served 18 months in prison before he was released, and still awaits compensation.

He said he won't be tempted by the new offer of "quick and easy" money.

"At the moment, the compensation process is slow but it's honest compensation according to what we're asking for. Yes, if it takes another year, it takes another year.

"They [the Post Office and government] know that the compensation is going to be a lot more than £600,000 - and are just trying to do it 'quick and easy'.

"I wouldn't mind having this all behind me - but I'm not going to let them get away with it so easy, because I know [what I'm owed] is a lot more".

He said no amount of compensation would "give him his dream back".

Kevin Hollinrake, the Post Office Minister appointed

last autumn, told the BBC: "If you've suffered a conviction, and you've had that conviction overturned, £600,000 is there waiting for you.

"We're doing this because people have suffered horrendous situations of course, financial loss as well as personal damage to reputation, and many other things have happened to people. So we want to get this compensation out the door."

He said the government had "erred on the side of generosity", but admitted that for some people it would not be enough.

"If you've suffered, if you've spent time in jail, if you lost your house, if your marriage has failed, all those things - if those things have happened to you, no amount of money will ever be enough," he said.

He added: "If you think your claim is worth more than £600,000, you can still go through the normal routes."

Some £21m has been paid in compensation so far to postmasters with overturned convictions.

It is one of three different compensation schemes that have been set up as the scandal developed.

The Post Office Horizon scandal has been described as "the most widespread miscarriage of justice in UK history".

Between 1999 and 2015, the Post Office prosecuted 700 sub-postmasters and sub-postmistresses - an average of almost one a week - based on information from a recently installed computer system called Horizon.

Some went to prison following convictions for false accounting and theft. Many were financially ruined and have described being shunned by their communities. Some have since died.

The solicitor representing most of the 86 who had their convictions overturned, Neil Hudgell from Hudgell Solicitors, told the BBC that the £600,000 was "a hugely attractive carrot being dangled".

He said, though, "for some, it doesn't represent full and fair compensation".

News

Sikh, Muslim leaders call for action as Canada probes Sikh leader's killing

By Al Jazeera Staff

Canada PM Trudeau urges New Delhi to take issue seriously after India rejects accusations of involvement in killing.

World Sikh Organization of Canada President Mukhbir Singh stands next to National Council of Canadian Muslims COE, Stephen Brown, during a press conference at the House of Commons in Ottawa, Canada, September 19, 2023 [Dave Chan/AFP]

Sikh and Muslim leaders in Canada have called on the government to do more to prevent potential threats against their communities, after Ottawa announced a probe of possible links between India and the killing of a prominent Sikh leader in the country's westernmost province.

Speaking to reporters on Tuesday morning, World Sikh Organization of Canada board member Mukhbir Singh said this week's revelations may "have shocked many Canadians".

"But it was not a surprise to the Sikh community," he said during a joint news conference in Ottawa with the National Council of Canadian Muslims (NCCM) advocacy group.

A day earlier, Prime Minister Justin Trudeau told Parliament that Canada was investigating "credible allegations of a potential link" between Indian government agents and the June 18 killing of Hardeep Singh Nijjar outside a Sikh temple in British Columbia.

India swiftly rejected the allegations as "absurd" and accused Canada of harbouring Sikh "terrorists and extremists".

Nijjar, who was involved with groups seeking a sovereign Sikh state in India, had been designated as a "terrorist" by New Delhi, according to media reports.

But Singh said on Tuesday that India has long targeted Sikhs in Canada with "espionage [and] disinformation".

He added that his organisation was aware of other current threats against Canadian Sikhs, some of whom have been told to "make changes to their pattern of living" to assure their safety. He did not provide further details on the source of these threats.

Speaking alongside Singh, Stephen Brown, head of NCCM, called the killing of Nijjar "an unprecedented attack against Canadian sovereignty, full stop".

"We're all in this together," Brown told reporters. "Because when a Canadian is attacked, when he or she has the audacity to speak about human rights and justice, all of us are at risk."

Decades-long tensions

Canada has not definitively linked India to Nijjar's killing, and it has not yet released evidence to back up its claims.

But on Tuesday, Trudeau doubled down on his decision to make the investigation public, saying it came after months of deliberation and analysis. He also urged India "to take this matter with the utmost seriousness".

"We are not looking to provoke or escalate," the prime minister told reporters. "We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear."

The allegations have tanked already frosty relations between Canada and India, with both countries expelling the other's diplomats in the wake of Trudeau's announcement.

Undergirding the situation is a decades-long Sikh secessionist movement, which stretches back to the 1947 partition of India and Pakistan. The movement reached its peak in the 1980s, with supporters pushing for the creation of an independent homeland of Khalistan in the current Indian state of Punjab.

The storming of the Golden Palace, the most significant holy site in Sikhism, by the Indian military in 1984, and the resulting assassination of Prime Minister Indira Gandhi by two of her Sikh bodyguards, prompted an escalation that included Sikh-led bombings and what Sikh leaders call the continuing persecution of the wider Sikh community in India and abroad.

Meanwhile, New Delhi has for years accused Ottawa of taking a lax approach to Sikh separatists in Canada, which has the largest Sikh community outside of India.

Indian Prime Minister Narendra Modi most recently scolded Trudeau during a brief meeting on the sidelines of the G20 Summit in New Delhi earlier this month.

In a statement at the time, New Delhi accused Sikh protesters in Canada of "promoting secessionism and inciting violence against Indian diplomats, damaging diplomatic premises and threatening the Indian community in Canada".

Trudeau on Monday said he had shared information about the possible link between the killing of Nijjar and Indian government agents during his brief G20 meeting with Modi.

He urged the Indian government to "cooperate with Canada to get to the bottom of this matter", calling "any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty".

'Truly shocking'

Nijjar, a Canadian citizen, was fatally shot on June 18 outside a Sikh temple in Surrey, British Columbia.

A prominent community leader and activist, Canadian media reported that he was involved with a group called "Sikhs for Justice", which pushes for an independent Sikh state in India.Video

According to the Globe and Mail and other media reports, the 45-year-old had been designated as a "terrorist" by the Indian authorities, who have said he had previously plotted to kill a Hindu priest.

Speaking to reporters on Tuesday, Singh of the World Sikh Organization of Canada said he believed the killing was the "tip of the iceberg".

He called on Canada to bring those responsible to justice, to take further steps to protect Sikhs, to review India's diplomatic and intelligence gathering operations in the North American country, and to end intelligence sharing with New Delhi.

"The younger generation [of Sikhs] that grew up in Canada, they grew up hearing stories about persecution, with a fear of speaking out too much and you might get on a list or be targeted," he said.

"So to see that happening right now, in 2023, in Canada, it certainly is shocking and I hope the larger community sees that and understands how truly shocking this is.

France's schools are in crisis – and it has nothing to do with pupils' dress

Rokhaya Diallo, Guardian

Chronic underfunding has led to a record exodus of teachers but the government is using populist policy as a cheap distraction

Shortly before schools opened for the new term in September, Unicef France issued an alert that almost 2,000 pupils were homeless, twice as many as in January 2022. The UN's warning was timely, because parts of the state education system in France are in crisis – if not entirely dysfunctional. Yet what made the headlines wasn't such urgent challenges, but a manufactured controversy over what children are accused of wearing to school.

In a country where the far right is steadily gaining ground, politicians and policymakers know how to play on the fear of Islam as an easy way to mobilise public opinion and pander to populist ideas. Witness Gabriel Attal, France's education minister, who made the ban on the abaya, the long loose dress favoured by some Muslims, his top priority for the new school year.

He instructed ministry officials to invite the media to visit schools likely to run into the purported "abaya problem". His strategy of stirring up Islamophobic sentiment to distract from the problems plaguing state schools seems to have paid off. The media focused largely on the scare story, while students in schools and universities started a new term under tough conditions exacerbated by a heatwave.

In Stains, one of the poorest towns in the Paris banlieues, staff at one high school went on strike, refusing to act as "clothing police" at a time when, according to a statement they issued, classrooms are overcrowded and staff shortages at the school mean 60 hours of teaching will be lost weekly.

Their predicament is by no means exceptional, with 3,000 teaching posts unfilled for the new term. Nationally, staff shortages meant a loss of 15m teaching hours in 2020-21. Successive waves of reform have battered the profession, which has increasing difficulty attracting fresh recruits.

French teachers' salaries consistently fall below the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) average. A French teacher with 15 years' experience earns less than €40,000, 20% below average. Early-career teachers in Germany earn twice as much as their French counterparts. Yet French teachers have to

Continued on page 30 ...

News

Big Tech has allowed child sex abuse to become prolific online

Mié Kohiyama, AL Jazeera

The EU needs to lead the way in pushing through legislation that would force tech companies to prioritise children's safety over their bottom line.

Survivors, young people, child rights organisations, and other advocates from across Europe demonstrate their support for the proposed EU Regulation to prevent and combat child sexual abuse online, in Brussels, Belgium, 19 September, 2023 [Courtesy of the Brave Foundation]

The trauma that results from sexual violence in childhood never goes away. I know this because I was raped by an adult cousin when I was only five years old.

The abuse placed me into the dark hole of repressed memory – a well-known neurological mechanism allowing the brain of a little child to erase the unspeakable. Traumatic memories are not really forgotten, but put aside, waiting to surge in later life.

I went through my teenage years unconscious of the horrendous weight I was carrying. But somehow, it was as if my body knew what had happened: I ate very little food to control my body and emotions. I developed phobias, experienced nightmares, and struggled to control my anger. I lacked concentration at school and battled addictions. I couldn't get into a trustful and loving relationship.

When I was 37 years old, memory of the rapes surged. I went through long therapeutic, judicial and personal trials to heal.

I am 51 years old now. I finally feel at peace. I am a child rights activist and co-founder of the Brave Movement. I work alongside survivors and allies to end childhood sexual violence.

One of the primary focuses of my activism today is to pressure Big Tech to take action against the dissemination of child sexual exploitation material on platforms used daily by millions of people around the world.

When I was abused in the 1970s, the internet didn't exist. The sexual crimes which were inflicted on me by this cousin were not shared on any social media platform. So you may wonder why I see targeting tech companies as a priority.

Decades after I was raped, in the 1990s, I learned that this cousin had become crazy about the internet and would spend days on it. It sickens me to this day to think of the child sexual abuse material (CSAM) he may have been able to access and share online. It outrages me that technology has advanced so much since then, but safeguards for children have been left in its dust.

When I was abused, my pain was so great that my brain repressed it. Can you imagine the experiences of children whose abuse circulates on the internet?

Today, millions of children are trapped in an endless cycle of re-traumatisation.

In 2022 alone, the National Center for Missing & Exploited Children's CyberTipline received more than 32 million reports of suspected child sexual exploitation material, coming from all over the world.

We are not talking about a small number of criminals in a corner of the dark web. Child sexual abuse online is prolific, and often perpetrated by members of a child's circle of trust.

Enough is enough. It is time for decisive action to end this global crisis.

Social media, technology and gaming companies are putting profit over children's safety and building products and services that allow childhood sexual violence to fester.

These technologies could be incredible forces for good, and sources of entertainment, connection and opportunity for everyone, including young people and children. But, just like those who make toys, cars, clothing and other widely used products, the creators of these technologies have a responsibility to build safeguards, checks and mechanisms to ensure that they do not cause harm to users.

Technology companies and the brains that built them have decades of experience in navigating the digital world. They have shown over and over again they can quickly and efficiently reinvent, renovate and adapt their products to make them more appealing, easier to use and more profitable.

So when they shrug their shoulders and say they don't have the tools to detect, report and remove CSAM from their platforms – and to be clear, this includes "Category A" online CSAM including the rape of children and even newborns, which has doubled since 2020 – we know that they are simply prioritising their bottom line.

Tech companies do have the skills and resources to build the defences we need to protect children. What they don't have is the will to invest in and deploy those capabilities.

But responsibility does not end with tech companies. What about governments and regulators? Why are they not doing something? What do they exist for, if not to protect citizens from unaccountable power, regulate businesses to prevent harm and exploitation, and uphold human rights?

As a French citizen and survivor, I find it unbearable that more than 60 percent of reported CSAM is hosted in the European Union.

European leaders can and must stop this. There is proposed legislation – EU Regulation to Prevent and Combat Child Sexual Abuse Offline and Online – that would make it mandatory for service providers to report child sexual abuse on their platforms and alert authorities so that predators can be brought to justice.

This is a unique opportunity to save millions of children from a lifetime of trauma. As the issue of child sexual violence online climbs the political agenda around the world, in the United Kingdom, United States, African Union and beyond, the EU has an opportunity to set a powerful precedent by voting to protect children and hold tech companies to account.

So we need European governments to be brave and bold. We need them to stand up taller in the face of doubters, detractors and disruptors. This is why, as the proposal reaches critical stages of debate in the European Parliament, Brave Movement survivors, youth activists and allies are taking collective action in Brussels and across Europe.

We are in Brussels today to ensure children and survivors are put first. We will not allow legislation to be watered down or have its credibility tainted by Big Tech bullies and their supporters.

When I think about what I suffered and the years of trauma I have overcome, the thing I keep coming back to is: "When I was raped, the internet did not exist."

I know survivors who were sexually abused and then suffered the dissemination of that abuse on the internet. One little girl was raped by her father over several years. Images of these crimes have circulated the internet more than 100,000 times. She is now in her 30s and hardly leaves her home because she is afraid that people will recognise her on the streets.

It is for these children and survivors that I'm in Brussels with my survivor sisters and brothers. We are here to tell the members of the European Parliament and the EU member states: "We are watching you. Don't fail us, and don't fail the children."

France's schools are in crisis – and it has nothing to do with pupils' dress

Continued from page 29 ...

cope with longer hours of teaching and some of the worst pupil-teacher ratios in Europe. As a result, record numbers are leaving the profession.

Looking back at my teenage years in the banlieue, I know I was not afforded the same chances as contemporaries who went to city lycées or private schools. Yet teaching was always a respected profession. This is no longer the case.

To plug staffing gaps, the government launched a scheme in 2022 to recruit "contract" teachers (as opposed to the standard tenure system, under which they count as fonctionnaires or civil servants). They were given four days' training, despite often having no previous teaching experience. Predictably many quit within six months, owing to lack of adequate training or supervision.

State education in France is among the most unequal in the developed world: schools in poorer areas are so under-resourced that the education system is cementing inequality. Students from the poorest neighbourhoods are disproportionately hard hit by staff shortages. In 2018 Fabien Gay, a senator for Seine-Saint-Denis to the north-east of Paris – the poorest region in France, with the highest concentration of immigrants – cited evidence to parliament of what he said amounted to an policy of "geographical discrimination on the part of the state".

Gay highlighted the fact that teaching vacancies in the area were less likely to be filled than those anywhere else in the country. The teacher shortage means every pupil in the area, over the course of their schooling, loses the equivalent of a full year's teaching.

The state spends less on the average student in Seine-Saint-Denis than on their counterparts in other parts of the capital. This unfairness perpetuates a cycle of disadvantage. Such districts gain a reputation for being "difficult", so can only attract teachers who are relatively young, inexperienced and at the lower end of the pay scale. More experienced teachers head for higher-profile schools in the richer parts of the capital as soon as they can. The net effect is that the poorest students, often from immigrant families, always bear the brunt of the sector's shortcomings.

It is not just teachers who are leaving. With a dearth of supervisors, careers advisers, school doctors and nurses, among others, it is virtually impossible to deliver the school support services pupils need. The independent defender of rights for France, Claire Hédon, warned last year that the shortage of qualified staff and suitable facilities meant that almost a quarter of all disabled children never go to school at all.

In terms of academic attainment, French education has been the object of international concern for nearly two decades. Year after year, OECD research shows, it is among the EU countries where cultural and socioeconomic background has the greatest influence on learning outcomes. French schools are reproducing social inequality, preventing the most severely disadvantaged students from ever escaping the unfair circumstances many of them grow up in. Bullying, meanwhile, is rampant in many schools and is blamed for the two cases a month of schoolchildren taking their own lives.

No wonder then that as state schools slowly disintegrate, more prosperous families are turning to private education. The current education minister, appointed in July after a reshuffle, has no direct experience of the state school system. Like many of the political and intellectual class, Attal was educated at the École alsacienne, an elite private school in Paris. The five best middle schools (collèges) are private. Yet fee-paying schools also receive public funding, raising questions about the national investment in children who need it the most. These private institutions carry out social and educational selection, shifting the biggest challenges on to the public sector.

The core debate on national education is a societal choice: do we truly want to value the education of all children equally, and do we respect those who have children's future in their hands?

Christine Renon, the head of an infant school in Seine-Saint-Denis, died by suicide at her workplace in 2019. According to a letter she had sent to the school management board, she was "exhausted". She went on to detail the deficiencies and inadequate resources of an organisation that had been left to rot. This tragedy should have shocked the authorities into a profound reappraisal. Emmanuel Macron, whose government has been failing to get to grips with class sizes since 2017, pledged last year to make education a priority for his second presidential term. A year on, his new education minister's biggest idea is a superficial measure that may infringe human rights – for no other reason, it seems, than to stir up controversy.

বড়লেখায় যুক্তরাজ্য প্রবাসীকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

তিনি বলেন, আমি টাওয়ার হ্যামলেটসের মাইলএন্ড এলাকায় স্বপরিবারে বসবাস করি । আমি ১৯৭০ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে এদেশে আসি। ১৯৭৫ সালে আমি টাওয়ার হ্যামলেটস ইয়ুথ মুভমেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে সম্পৃক্ত হই। শুরুতে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পরবর্তিতে এই সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। পরবর্তীতে বড়লেখা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করি । বর্তমানে আমি বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও স্থানীয় মাজাহিরুল উলুম মসজিদ এন্ড মাদ্রাসার ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

এছাড়াও, মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা এফআর মহিউসসুন্নাহ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি, বড়লেখা সুড়িকান্দি দারুল উলুম কাওমী মাদ্রাসা ইউকে চ্যারিটির ট্রাস্টি ও চেয়ারম্যান, বড়লেখা হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) ও নেকরুজা খাতুন ইসলামিক প্রাইমারি স্কলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বড়লেখা সরকারি কলেজের দাতা সদস্য, দাসের বাজার কলেজের দাতা সদস্য, ঈদগাহ বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভুমি দাতা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

বাংলাদেশে আমার গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নের সুড়িকান্দি রসগ্রাম গ্রামে । তবে বড়লেখা পৌরসভার হাটবন্দ এলাকায় প্রায় ৫ কোটি টাকা মুল্যের ৩ তলা বিশিষ্ট একটি বাসা রয়েছে । বাসার পাশে আমার নিজস্ব জায়গায় নির্মিত ৫ তলা বিশিষ্ট মহিউসুন্নাহ একাডেমি রয়েছে। মাদ্রাসাটির নিচতলায় মসজিদ এবং উপরের ৪ তলায় মাদ্রাসা। মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য আমি সময় সময় বাংলাদেশে যাই। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৭ জুন আমি বাংলাদেশ যাই।

তাঁর ওপর হামলার ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, গত ৫ আগস্ট ভোর পৌনে ৫টার দিকে ফজরের নামাজের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হই। মসজিদের কাছাকাছি পৌছামাত্র এক অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসী আমাকে লক্ষ্য করে আমার মাথায় ধারালো দা দিয়ে কোপ মারে । দার কোপটি ভাগ্যক্রমে মাথায় না লেগে আমার বাম কাঁধে বিদ্ধ হয় । দ্বিতীয় কোপটি আমার বাম হাতের বাহুতে বিদ্ধ হলে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হই । এসময় বুকের বাম পাশেও মারাত্মক জখম হয়। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করে তাকে ধরার চেষ্টা করি। তখন সে 'আর এক পা এগুলে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলার' হুমকী দিয়ে পালিয়ে যায় । তখন আমার চিৎকার শুনে মুসল্লি ও পথচারিরা দৌড়ে এগিয়ে এসে মারাত্মক জখম অবস্থায় আমাকে বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। আমার কাঁধে ৫টি সেলাই ও বাম হাতের বাহুতে ১০টি সেলাই লাগে। আমি ৫ ও ৬ আগস্ট দুইদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম । অবশ্য ৫ আগস্ট সকালে হাসপাতালে চিকিৎসার পর শারিরীক অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলে ৯৯৯ নাম্বারে কল করি। কল করার ১৫ মিনিটের মধ্যে পুলিশ হাসপাতালে পৌছে এবং আমার কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে ।

হামলার ঘটনায় পুলিশ মামলা নেয়নি এবং কোনো সহযোগিতাও করেনি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৬ আগস্ট বিকেলের দিকে হাসপাতাল থেকে আমাকে ডিসচার্জ করা হয়। শারিরীকভাবে দুর্বল থাকায় আমি পরদিন থানায় যেতে পরিনি। ৮ আগস্ট বড়লেখা থানায় যাই এবং ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ইয়ারদৌস হাসানের সাথে কথা বলে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করি। কিন্তু থানা পুলিশ আমার মামলা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে । এরপর ১৪ আগস্ট আমি বড়লেখা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজেস্ট্রেট আদালতে আমাকে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় মামলা করি। (মামলা নাম্বার সিআর ৩৩৯/২০২৩)। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে থানায় পাঠালে বড়লেখা থানা মামলা এফআইর করে আরো একটি মামলা রুজ করে । (মামলা নং জিআর ১২৩/২০২৩)। এই মামলার প্রধান আসামী বড়লেখা সুড়িকান্দি রসগ্রামের হবিব আলীর ছেলে খয়রুল ইসলাম (৩০), দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামী যথাক্রমে একই গ্রামের আমার মরহুম বড় ভাই শফিকুর রহমানের স্ত্রী শফি আক্তার খানম ও তাঁর ছেলে নাদের আহমদ । প্রধান আসামী খায়রুল ইসলাম হচ্ছেন শফি আক্তার খানম ও তার ছেলে নাদের আহমদের রসগ্রামের বাড়ির পাহারাদার । মুলত নাদের আহমদ ও তার মা আমার তিন তলা বাসা ও মাদ্রাসা ভবন দখলের উদ্দেশ্যে আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন এবং প্রধান আসামী খায়রুল ইসলামকে আমাকে হত্যার জন্য ভাড়া করেন বলে আমি মামলায় উল্লেখ করি । কারণ এই নাদের আহমদ আমার বাসা ও মাদ্রাসা দখলের চেষ্টায় বিভিন্ন সময় আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হুমকী দিয়ে আসছে । বিভিন্ন সময় তার হুমকীর ঘটনায় আমি তার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করি।

নাদের আহমদ ও তার মা-সহ পরিবারের সকলে মিলে পারিবারিক বাটোয়ারা ভিত্তিক প্রাপ্ত দত্তরমহল মৌজায় আমার ভাগের ১৫ শতক জায়গা অবৈধভাবে বিক্রি করে টাকা আত্মসাত করেন । এ ঘটনায় গত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ আমি তাদের বিরুদ্ধে বড়লেখা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজেস্ট্রেট আদালতে মামলা করি। (মামলা নং সিআর ৫/২০২৩) ।গত ৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে নাদের আহমদ তার সহযোগীদের নিয়ে স্থানীয় গোয়ালটাবাজারে আমার অর্থায়নে নির্মাণাধীন আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) এন্ড নেকরুজা খাতুন মহিলা মাদ্রাসার অনেকগুলো পিলার ভেঙ্গে ফেলে । ওই ঘটনায় নাদের আহমদসহ ৯ জনকে আসামী করে ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মামলা করি। (মামলা নং সিআর ২৬/২০২৩)। এছাড়াও, রসগ্রাম মৌজায় আমার মালিকানাধীন ৭ শতক জায়গা অবৈধভাবে বিক্রি করে টাকা আত্মসাত করার ঘটনায় ৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখে নাদের আহমদ ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা করি। (মামলা নং সিআর ৩৩৪/২০২৩)। প্রধান আসামী হামলাকারী খয়রুল ইসলামকে আমি চিনি । যেহেতু সে নাদের আহমদের গ্রামের বাড়িতে পাহারাদার হিসেবে চাকরি করে এবং আমার বাড়িও একই গ্রামে তাই যখন বাংলাদেশে যাই তার সাথে কথাবার্তা হয়। হামলার সময় আমি তার কণ্ঠস্বর শনাক্ত করে সক্ষম হই । এখন তাকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিলেই আমাকে হত্যার পরিকল্পাকারিদের নাম বেরিয়ে আসবে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি একজন সহজ সরল মানুষ। স্ত্রী সন্তান নিয়ে আমার সুন্দর সংসার। আমার মা নেকরুজা খাতুন মৃত্যুর সময় আমাকে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে ওসিয়ত করেছিলেন। তার ওসিয়ত পালন করতে গিয়ে ২০০৪ সালে মায়ের মৃত্যুর পর থেকে বাকি জীবন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও চ্যারিটি কাজে উৎসর্গ করে দিই। যুক্তরাজ্যে বসবাস করলেও আমার মন পড়ে থাকে বাংলাদেশে। মাদ্রাসা পরিচালনার স্বার্থে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে গিয়ে থাকি। কিন্তু এই হামলার ঘটনার পর আমার পরিবার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার ছেলে সন্তানরা তো কোনোদিনও বাংলাদেশে যাবেনা, আমাকেও না যেতে বারণ করেছে । আমিও মনে করি, আমার জীবন ঝুঁকিপুর্ণ। আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আমি কোনোভাবে বেঁচে এসেছি। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে গেলে হয়তো ফিরেই আসতে পারবো না।

তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, বর্তমানে হত্যা চেষ্টা মামলাটি মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পুলিশ বুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসামী গ্রেফতারের ব্যাপারে কোনো তৎপরতা পরলক্ষিত হচ্ছেনা। তাই আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে দাবী জানাই, অবিলম্বে প্রধান আসামীকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে হত্যার পরিকল্পনাকারিদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

যুক্তরাজ্যের রাস্তায় একা চলতে ভয় পায় ৪৪ শতাংশ মেয়ে

মনে হয় না তার। সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই এ ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সে।

ববির কথায়, এটি কখনো কখনো ভীতিকর হতে পারে। মানুষজন চিৎকার করে বলে, 'তোমাকে দেখতে সুন্দর লাগছে'। কখনো কখনো রাস্তায় তারা আমার হাত ধরেছে। একবার আমার চেয়ে বয়সে দুই বা তিনগুণ বড় কিছু লোক আমার পিছু নিয়েছিল।

১৪ বছর বয়সী প্রিন্সেসও জানিয়েছে, স্কুল থেকে ফেরার পথে তার ভয় লাগে। এ জন্য ভিন্ন পথও বের করে রেখেছে, যেন প্রয়োজন হলে সেদিক দিয়ে আসা যায়। তাছাড়া, বাসায় ফেরার পথে এ কিশোরীকে বারবার পেছনে ফিরে দেখতে হয়, কেউ আছে কি না।

অন্য কিশোরীরা বলেছে, নিরাপত্তার খাতিরে কী পোশাক পরে বাইরে বের হবে, তা নিয়েও সতর্ক থাকতে হচ্ছে।

১৫ বছর বয়সী সোনিয়ার কথায়, বাইরে যা ঘটে তার সঙ্গে আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে সেটির বিশাল সম্পর্ক রয়েছে। আমি যদি ক্রপ-টপ বা আঁটসাঁট পোশাক পরি, তাহলে আমার দিনটা শান্তিতে কাটবে না।

১৮ বছর বয়সী রোফেদার ভয়, যদি সে যৌন হয়রানিকে উপেক্ষা করে বা রুখে দাঁড়ায়, তাহলে হয়তো বিপদ আরও বেড়ে যেতে পারে। তার বক্তব্য, যা সামলাতে পারবেন না, ঘটনা সে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

শুধু মেয়েরাই নয়, রাস্তায় একা চলতে ভয় পাওয়ার কথা জানিয়েছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪ শতাংশ) কিশোরও।

১৫ বছর বয়সী অ্যাশলে জানায়, যদি একদল ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং আমি একা থাকি ও চারপাশে অন্ধকার হয়, অবশ্যই আমি নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় থাকবো। তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ভিডিও দেখবেন, যেখানে লোকদের আক্রমণ করা হচ্ছে এবং এটি আপনাকে আতঙ্কিত করবে।

নারীদের নিরাপত্তার প্রচারণায় কাজ করা 'আওয়ার স্ট্রিটস নাউ' নামে একটি সংগঠনের সদস্য রোজি। ১৬ বছর বয়সী এ কিশোরীর মতে, কাউকে যৌন হয়রানি করা কেন ঠিক নয়, এ বিষয়ে মানুষকে বোঝানোর জন্য আরও অনেক কিছু করা দরকার।

রোজির কথায়, তাদের বলতে হবে, এটি অপরাধ, কোনো প্রশংসা নয়। এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই। নিজের কাজ করছে এমন কারও জন্য রাস্তার অন্য পাশ থেকে চিৎকার করতে হবে- এটি এমন কোনো বিষয় নয়। সূত্র: বিবিসি

সিয়ার্স্মিথ হাউজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

রক্ষা পায়।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফ্রায়ার ব্রিগেড দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে এবং ঘন্টা তিনেকের চেষ্টায় আগুণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এরপর টাওয়ারের সকল বাসিন্দাকে নিজ নিজ ফ্লাটে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

টাওয়ারের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ২৭তলা বিশিষ্ট এই টাওয়ারের প্রতিটি তলায় ৪টি করে ফ্লাট রয়েছে এবং ৪৫০ জন বাসিন্দা বসবাস করেন। জানা গেছে, ফ্রিজার থেকে অগ্নিকাণ্ডের সুত্রপাত ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বুধবার রাত পর্যন্ত পুরো টাওয়ার বিদ্যুতহীন ছিলো।

এদিকে অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার শাফি আহমদ ও কামরুল হাসান মুন্না দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তারা টাওয়ারের ব্যবস্থাপনা কোম্পানী ইস্ট হ্যান্ড হোমসের সিইওর সাথে কথা বলেন এবং বাসিন্দাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন।

অডিও ফাঁসের পর ওসি প্রত্যাহার
"মন্ত্রী আমাকে নির্বাচন করতে চারঘাটে এনেছেন"

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর : রাজশাহীর চারঘাট থানার ওসি মাহবুবুল আলমের একটি অডিও রেকর্ড ফাঁস হয়েছে। যেখানে তিনি নিজেই বলেছেন, 'নির্বাচন করতে মন্ত্রী (পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী) আমাকে গাইবান্ধা থেকে চারঘাট থানায় নিয়ে এসেছেন।' ওই অডিওতে পুলিশের ভেতরের চাঞ্চল্যকর নানা বিষয়ও প্রকাশ পেয়েছে। ওদিকে অডিওটি ফাঁসের পর ওই ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৬ মাস আগে চারঘাটের চামটা গ্রামের আব্দুল আলিম কালু নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। কালু মাদক ব্যবসায়ী দাবি করে মামলার প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। তবে মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে দাবি করে কালুর পরিবার। তার স্ত্রী সাহারা বেগম বলেন, গত ইউপি নির্বাচনে চারঘাটের শলুয়া ইউপি'র ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য পদে ভোট করেছিলেন আমার স্বামী। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় একটি পক্ষের সঙ্গে আমার স্বামীর বিরোধ হয়। ওই প্রতিপক্ষ ডিবি পরিদর্শক আতিকুর রেজা সরকারকে ম্যানেজ করে স্বামীকে মাদকের সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার করিয়েছেন। তার দাবি, তার স্বামীকে ডিবি পুলিশ ফাঁসিয়েছে।

এসব দাবি করে গত শনিবার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অডিও রেকর্ডসহ একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কালুর স্ত্রী। আর ডাকযোগে পুলিশের আইজি এবং রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজির কাছেও পাঠানো হয় অডিওটি।

৬ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডের ওই অডিওতে ৭ লাখ টাকা ঘুষ পেলে মাদক ব্যবসার অনুমতি দেয়ার কথা শোনা গেছে ওসি মাহবুবের কণ্ঠে। সূত্র বলছে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর দুপুরে ওসি থানা কম্পাউন্ডে তার শয়নকক্ষে ডেকে নিয়ে সাহারা বেগমের কাছে এ ৭ লাখ টাকা দাবি করেন। ওসি বলেন, 'এখনো তোমার গায়ে আমি আঁচড় দেইনি। বহুত ফাঁকি দিয়েছো। কালকে ৫ লাখ টাকা নিয়ে আসবা। এখন সে রকম সময় নয় যে কেউ পয়সা খায় না। সবাই

পয়সা খাচ্ছে। এমন কেউ বাদ নেই যে পয়সা খাচ্ছে না। পুরো জেলা পয়সা খাচ্ছে। এখানে আমার থানা চালাতে মাসিক অনেক টাকা লাগছে। আমি স্যারকে কথা দিয়ে এসেছি। স্যারকে বলেছি, এখানে মাদক ছাড়া টাকার আর কোনো উৎস নেই।'

গৃহবধূ সাহারা বেগমকে ওসি বলেন, 'আপনার স্বামী আমার অনেক ক্ষতি করে জেলে গেছে (ওসির বিরুদ্ধে এসপি অফিসে অভিযোগ করেছিলেন কালু)। এবার আপনার পরিবারের কাউকে ধরলে ১০ লাখ টাকার কমে ছাড়তে পারবো না। মুক্তার বিরুদ্ধে (চারঘাটের মাদক সম্রাট ও নারীর প্রতিপক্ষ) এখন অ্যাকশন নিতে পারবো না, শুভ'র বিরুদ্ধেও (ছাত্রলীগ নেতা ও মাদক কারবারি) অ্যাকশন নিতে পারবো না। তোমরা ৫ লাখ টাকা দিতে পারবা? ধরে ওদের চালান দিয়ে দেবো। থাকি না থাকি ওদের সাইজ করবো আমি। তোমরা এলাকার বাইরে থেকে মাদক ব্যবসা করবে। কোনো সমস্যা নেই।' অডিওতে গৃহবধূ সাহারা বেগমের 'সুন্দর চেহারা' নিয়েও মন্তব্য করতে শোনা যায় ওসিকে। একপর্যায়ে ওসি মাহবুবুল আলম বলেন, 'নির্বাচন করতে মন্ত্রী আমাকে গাইবান্ধা থেকে চারঘাট থানায় নিয়ে এসেছেন। আমি তার কথা ছাড়া আর কারও কথা শুনি না।' তার এমন অডিও ফাঁসের পর তোলপাড় রাজনৈতিক অঙ্গন। বিশ্লেষকদের মতে, আগামী সংসদ নির্বাচনেও জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার 'নীল নকশা' আঁটছে সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় থানাগুলোতে এখন থেকেই নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। সেটির বহিঃপ্রকাশ চারঘাট থানার ওসির এ কথপোকথন।

এদিকে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ঘুষ আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষকেও হয়রানি করতো ওসি মাহবুবের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম। এ কাজে ডিবি পুলিশও সম্পৃক্ত রয়েছে। বড় মাদক কারবারিদের টাকা নিয়ে একদিকে যেমন মুক্ত পরিবেশে মাদক ব্যবসা করাতেন, তেমনি কারও কাছে টাকা না পেলেই মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করতেন। কোনো কোনো মাদক ব্যবসায়ীর কাছে নিয়মিত মাসোহারা নেয়ারও অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে ওসি মাহবুবুল আলম বলেন, আমার কাছেও অডিওটা এসেছে। কিন্তু কীভাবে হয়েছে আমি জানি না। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে অডিও ফাঁসের পর তাকে চারঘাট থানা থেকে প্রত্যাহার করে রাজশাহী পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে রাজশাহী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. রফিকুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় তদন্তের জন্য ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিকে দ্রুত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

বড়লেখায় যুক্তরাজ্য প্রবাসীকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

ন্যায় বিচারের দাবিতে লন্ডনে সংবাদ সম্মেলন

মৌলভীবাজারের বড়লেখার এফআর মহিউসসুন্নাহ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি, বড়লেখা সুড়িকান্দি দারুল উলুম কাওমী মাদ্রাসা ইউকে চ্যারিটির ট্রাস্টি ও চেয়ারম্যান যুক্তরাজ্য প্রবাসী ফয়জুর রহমান (ফাইজ মোঃ রহমান)-কে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় পুলিশ মামলা নেয়া তো দূরের কথা কোনো সহযোগিতা করেনি বলেও তিনি অভিযোগ তুলেছেন। ন্যায় বিচারের দাবিতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী যুক্তরাজ্য প্রবাসী ফয়জুর রহমান। এসময় তার ছেলে সিদ্দিক মোহাম্মদ রহমান, মাইল এন্ড কাউন্সিলের কাউন্সিলার রাইহান মোঃ চৌধুরী ও ফখরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ভুক্তভোগী প্রবাসী ফয়জুর রহমান বলেন, আজকে একটি মর্মান্তিক ঘটনা আপনাদের মাধ্যমে জাতির কাছে তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেছি । আশা করছি, আপনারা আমার কথাগুলো ধর্য্যসহকারে শুনবেন এবং মিডিয়ায় তুলে ধরে আমাকে বাংলাদেশে ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করবেন।

পৃষ্ঠা ৩১

যুক্তরাজ্যের রাস্তায় একা চলতে ভয় পায় ৪৪ শতাংশ মেয়ে

দেশ ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর: যুক্তরাজ্যে দৈনন্দিন জীবনে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে বহু কিশোরী। এর ফলে রাস্তাঘাটে একা চলাফেরায় ভয় পাচ্ছে তারা। সাম্প্রতিক এক জরিপে উঠে এসেছে এমন উদ্বেগজনক তথ্য।

বিবিসি রেডিও ৫ লাইভ এবং বিবিসি বাইটসাইজের জন্য জরিপটি পরিচালনা করেছে সার্ভেশন নামে একটি সংস্থা। এতে এক হাজার কিশোর ও এক হাজার কিশোরীর (বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছর) কাছে নিরাপত্তা অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

জরিপের অংশ নেওয়া ২৭ শতাংশ কিশোরী জানিয়েছে, তারা কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। ৪৪ শতাংশ কিশোরী বলেছে, তারা রাস্তায় একা চলাফেরায় নিরাপদবোধ করে না।

১৩ বছরের কিশোরী ববি জানিয়েছে, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কখনোই নিজেকে খুব একটা নিরাপদ

পৃষ্ঠা ৩১

সিয়ার্স্মিথ হাউজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

টাওয়ার হ্যামলেটসের কেবল স্ট্রিটে ২৭তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন সিয়ার্স্মিথ হাউজে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। ২০ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুর ১২টার দিকে টাওয়ারের ১৫তলার একটি ফ্লাট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সুত্রপাত ঘটে এবং পার্শ্ববর্তী আরো একটি ফ্লাটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহুর্তে অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে টাওয়ারের বাসিন্দারা ছুটোছুটি শুরু করেন এবং দৌড়ে নিচে নেমে আসতে সক্ষম হোন। যে দুটো ফ্লাটে আগুন লাগে তার বাসিন্দারা তখন বাসার বাইরে ছিলেন তাই শারিরীক কোনো ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া টাওয়ারে বসবাসকারি শিশুরা স্কুলে থাকায় সহজেই

পৃষ্ঠা ৩১

TANK JOWETT SOLICITORS
INCORPORATING GORDON SHINE AND COMPANY SOLICITORS

TANK JOWETT SOLICITORS
ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স
সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

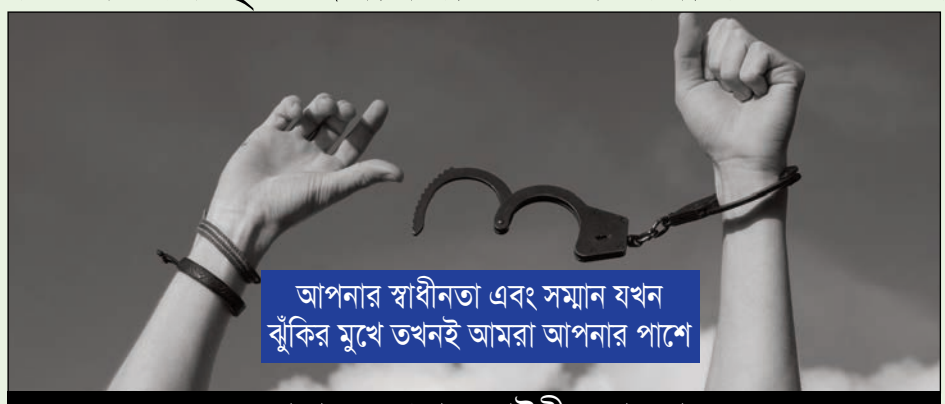

We have Legal Aid

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেনটেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, Tel: 0207 965 7314
For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB
West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

Jack ward
Legal Consultant
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk